ফুল ও মুকুল।

ভূমিকা।

শৈশবে কবিতা লিখিতাম, কোন দিন কবি-যশঃ-প্রার্থী হই নাই। বন্ধুগণ কবি বলিয়া কখনও কখনও অভিহিত করিতেন, সত্য; কিন্তু আমি আপনাকে কখনও উক্ত নামের উপযুক্ত মনে করি নাই। তাই এ পর্য্যন্ত অন্যান্য গদ্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু কেবল "বঙ্গমহিলা" ও "মহারাণা প্রতাপ সিংহ" ভিন্ন অন্য কোন কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশ করি নাই। এবারও ইচ্ছা ছিল না, কেবল আমার পুত্র শ্রীমান্ নরেন্দ্রশঙ্করের আগ্রহেই প্রকাশিত হইল।

আরও একটী কারণ আছে, সেটী হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল হইতে উত্থিত। সন্তানগণ নিজ মাতা পিতার অন্ত্যেষ্টি সম্পাদন করে, ও তাঁহাদের কীর্ত্তি রক্ষা করে। কিন্তু জগতে এমন হতভাগ্য অনেকেই আছেন, যাঁহাদের সন্তানের শেষ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। আমার কন্যা ৺ নির্ম্মলাসুন্দরী সপ্তদশ বৎসর বয়সে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। মৃত্যুর সময় কতকগুলি কবিতা পিতৃ নামে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। পরলোক-বাসিগণের প্রতি ইহলোক-বাসীর কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়াই এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড "মুকুল" নাম দিয়া প্রকাশিত হইল। নির্ম্মলা যখন জীবিতা ছিল, তখন আমি বলিয়াছিলাম, যে "ফুল ও ফল" নামে আমার ও

তোমার কবিতা প্রকাশ করিব, কিন্তু সে নিজেই মুকুল নাম প্রদান করিয়াছে, "নহে ফল, নহে ফুল, এ শুধু মুকুল।" সুতরাং "ফুল ও মুকুল" নামে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। ভরসা করি, পাঠক এই পুস্তককে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন।

আমার রচিত কতকগুলি কবিতা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা আর আমার নিকট নাই। যদি কেহ সেই কবিতাগুলির ২।১টী আমাকে দিতে পারেন, তবে বাধিত হইব। "মরীচিকা," "নৈরাশ্য'' ও "শ্মশান'' কবিবর ৺ রাজকৃষ্ণ রায় প্রকাশিত "বীণায়,'' "ফুল" "বান্ধবে,'' ও "মাতালের চারি অবস্থা'' "রংপুর দিক্ প্রকাশে'' বাহির হইয়াছিল।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

নির্ম্মলা-জীবনী।

এই অনিত্য সংসারে মানব জীবন জলবুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। তথাপি এক একটী ক্ষুদ্র জীবনে দয়াময়ের এমন আশ্চর্য্য লীলা দেখা যায়, যাহা দীর্ঘ কালস্থায়ী অনেক অসার জীবনে প্রকাশ হয় না। আজি তদ্রূপ একটী জীবনের পরিচয় প্রদান করিব।

নির্ম্মলা আমার প্রথমা কন্যা, আমি যখন মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন সে ভূমিষ্ঠ হয়। আমার জীবনে সেই একদিন গিয়াছে,

ছাত্রজীবন মানবের শ্রেষ্ঠ জীবন, এই সময়ে এই অসার জীবনে যে ভক্তি ও প্রেমোদয় হইয়াছিল, নির্ম্মলা জীবনী তাহার পরিচয়। বৃক্ষ কঠোর, ফুল কমনীয়, বোধ হয় এই হেতুই আমার জীবনে যে সমস্ত কোমল গুণ বিকাশ হয় নাই, নির্ম্মলার কমনীয় জীবনে সে সমস্ত বিকাশ হইয়াছিল।

শৈশবে নির্ম্মলা আট মাসে ভূমিষ্ঠ হয়, এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিনেই পরিপক্ক হইয়াছিল। শৈশবে এত অল্প বয়সে এমন বুদ্ধিমত্তা কোন বালক বালিকাকে প্রকাশ করিতে দেখি নাই। এই অকালপক্কতা তাহার সমস্ত কার্য্যে প্রকাশিত হয়। এ দীর্ঘ জীবনী লিখিবার সময় নহে, যদি পারি, তবে এক দিন যথাসাধ্য প্রকাশ করিব। কেবল তাহার পদ্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিলেই এস্থলে যথেষ্ঠ হইবে।

শৈশব হইতে নির্ম্মলাকে আমি ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা দিই, এবং যতদূর সম্ভব, সৎসঙ্গে ও ভাল শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করাই, সময়ে সময়ে নিজেও উপদেশ প্রদান করিতাম। নির্ম্মলার কোমল হৃদয়ে সে সমস্তই প্রতিফলিত হইত। তাই যে অন্যান্য বালিকা অপেক্ষা অতি মধুর স্বভাব ও সদ্‌গুণ-সম্পন্না হইয়াছিল।

নির্ম্মলা ৯।১০ বৎসরের সময় পদ্য লিখিতে আরম্ভ করে, ১১ বৎসর বয়সের সময় সে একটী কবিতা লিখিয়াছিল, আমি তাহা সংশোধন করিয়া কবিতা লিখিবার প্রণালী শিক্ষা দিই। বর্ত্তমান কবিতাগুলির অধিকাংশ

তাহার ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ বৎসরে লিখিত। ১৭ বৎসর বয়সে তাহার জীবন-নাটকের যবনিকা পতিত হইয়াছিল। তাহার লিখিত দুই খানি কবিতা পুস্তক আমি পাইয়াছি, তাহার কয়েকটী মাত্র "মুকুল" প্রথম খণ্ডে দিলাম। দয়াময়ের ইচ্ছা থাকিলে দ্বিতীয় খণ্ডও শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

তাহার জীবনও কবিতাময়, সে যেন স্বর্গের দেবী।

মানব ও জীবে দয়া, চিত্র, কবিতা, শিল্প, গৃহকর্ম্ম ও সাংসারিক কার্য্যে তাহার সমান অনুরাগ ছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে ওরূপ নিষ্ঠা ও ভক্তি সচরাচর দেখা যায় না। স্বার্থত্যাগ, বিলাসহীনতা, শরীরের প্রতি অযত্ন তাহার দোষে পরিণত হইয়াছিল। এ বয়সে এরূপ স্বভাব কেহ দেখে নাই। এমন আদর্শ বধূ ও কন্যা যেখানে জন্মে, সেই গৃহ স্বার্থক।

নির্ম্মলা অল্প বয়সে পিতামাতাকে ও বন্ধুবর্গকে কান্দাইয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে, দয়াময় ঈশ্বর তাহাকে সেই পবিত্র দেবলোকে সুখ শান্তি ও অনন্ত অক্ষয় জীবনদানে সুখী করুন, এই তাঁহার নিকট প্রার্থনা।

ফুল ও মুকুলের সূচী।

ফুল।

যূথিকা-গুচ্ছ।

(গীতি-কাব্য)

মুকুল।

ফল ।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, এল্-এম্-এস্

প্রণীত।

কলিকাতা,

৩০।৫ মদন মিত্রের লেন নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১০

মূল্য কাগজের মলাট ১।০

কাপড়ের মলাট ১॥০

ফুল ও মুকুল।

রাজযোগী—অলর্ক।

প্রথম পল্লব।

নমি তব পদে অয়ি স্নেহ-স্বরূপিনী
জননী, ধরণী মাঝে অতুলন ধন।
তনয়ের একমাত্র আরাধ্য জগতে,
দেহ, মন, বিদ্যা, বুদ্ধি, আকৃতি, প্রকৃতি
সকলই তোমার তরে। হীনমতি আমি
ভক্তিহীন, এ মহিমা বুঝিব কেমনে।
তনয়ের যশোমান, বীরত্ব গৌরব
যা কিছু দর্পণে যথা দেহ প্রতিরূপ
জননীর হৃদয়ের তথা অনুকৃতি।
স্তন্য পানে শোণিতের হইছে সৃজন
সহ তার হিয়ামন হতেছে গঠিত,
জ্ঞান সহ উপদেশে চরিত্র গঠিত,
চিত্রকর হস্তে যথা আলেখ্য চিত্রিত।

সন্তানেতে জননীর হয় পরিচয়
আলেখ্যে প্রকৃতি যথা হয় প্রতিভাত।
আজি এই ভারতের এ ঘোর দুর্দ্দিনে,
মাতৃহীন বলি মোরা জগতে বিদিত।

একদিন এ ভারতে আছিলা জননী,
যেদিন হিমাদ্রি হতে কুমারী প্রদেশে,
ছিল শত হিয়া পূর্ণ বীরত্ব শোণিতে;
অসত্য অজ্ঞাত ছিল, সদা পুণ্য রত
সাধুনীতি পরায়ণ, সুঠাম, সুন্দর,
দীর্ঘজীবী, তপোরত, উন্নত মনীষা,
জ্ঞানী, কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানে মণ্ডিত,
মাতৃভূমি হিতে রত সুপুত্র দেশের।

হায়রে দাসত্ব রত এই কি সে দেশ?
সহস্র মানবে এক নহে সুসন্তান!
মিথ্যাবাদি, প্রবঞ্চক, নীচবৃত্তিরত,
পরপদসেবী, মাতৃদ্বেষী, দুরাচার,
সুরাপায়ী, ব্যভিচারী, ইন্দ্রিয়ের দাস
পানাহার, স্বেচ্ছাচার, এই কি নিয়তি?

ডুব মা ভারতভূমি ভারত সাগরে,
আর বহিও না হেন কাপুরুষ কুলে,
মরণ বিশ্রাম যার জীবন দুর্ব্বহ।

কুদিনে রমণীগণে শাস্ত্রকারগণ,
অবরোধবাসী করি শিক্ষাবিবর্জ্জিলা,
বীরাঙ্গনা ধনু করে যুঝিত সমরে
ভীরুতার প্রতিমূর্ত্তি সে দিন হইল।
সে দিন হইতে মাতা চির অন্তর্হ্বর্তা,
সে দিন ভারতে চিরদাসত্ব সূচনা।

সে দিনে অন্তর্হ্বর্তা সীতা, শকুন্তলা,
খনা, লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ী, পার্ব্বতী,
মদালসা, যার যশ গাইতে লেখনী
অসমর্থ। হায় ক্ষুদ্র পাপমতি আমি
কেমনে বর্ণিব সেই পুণ্যময়ী গীতি,
মহর্ষির যোগবলে যে চিত্র অঙ্কিত।

তথাপি জননীকীর্ত্তি ঘোষিব জগতে,
বুঝাইতে ভারতের একটী অভাব,
মাতৃহীন, তাই তার এ দুঃখ এ ভবে।
তাই বলি অয়ি মাত, দেহ পদধূলি
অধম অজ্ঞান সুতে কবিত্ব বর্জ্জিত,
গাই মদালসা গীতি পবিত্র ভুবনে

দ্বিতীয় পল্লব।

পাতালপুরীর ঘোর অন্ধকার গেহে,
ধীরে জ্বলিতেছে দুই রতন দেউটী,
একটী দেবতা তিনি শোভা ধরে দেহে,
আরটী মধুরতর রূপে পরিপাটী।
এক বৃন্তে যেন ফুল্ল দুইটী কুসুম।
একটী ফুলের রাণী গোলাপ সুন্দরী,
আরটী মল্লিকা সম নীরব নিঝুম,
সৌরভে মাতায় সেই অন্ধকার পুরী।

যেন পুরাকালে দুই গন্ধর্ব্বকুমারী
শ্বেত পদ্ম মহাশ্বেতা পবিত্র মূরতি
তার সহ দেবী সমা চিত্তমুগ্ধকরী,
কাদম্বরী অচ্ছোদের তটে পুণ্যবতী।
একে অন্য দুঃখ হেরি বিষণ্ণ বদন,
হায়রে রমণী হৃদি অতুলন ধন!

স্বজনি গো, মদালসা বলে কুণ্ডলারে
কেন বা রহিল প্রাণ এ পাপ নগরে।
তখন চাহিনু সখি প্রাণ ত্যজিবারে।
নিবারিলা বেদমাতা এ দুঃখের তরে?
কুক্ষণে বিধাতা মোরে স্বজিলা ধরায়,
কুক্ষণে পাতালকেতু করিল বন্দিনী।
আর কি এ লৌহময় নিগড় এ পায়,
ঘুচিবে? পুণ্যের পথে হইব সঙ্গিনী?

শৈশবে চিন্তায় (ও) যদি হইতাম পাপী,
তবে মনে করিতাম এই প্রতিফল।
কিন্তু পিতা মাতা যত্নে করিনি কদাপি,
কায়মনোবাক্যে কভু কার অমঙ্গল।
বৃথা কি কর্ম্মের ফল বৃথা দৈববাণী,
নিয়ম-শৃঙ্খলা শূন্য এ বিশ্বে পরাণী।

মদালসে, প্রিয়তমে! চির তপস্বিনী,
বিপদে তোমার (ও) আজি হল ভ্রান্তমতি,
কভু কি করুণাময়ী পুণ্যবিধায়িণী,
পুণ্যবতী সুতা প্রতি দয়াহীনা সতি?
অবশ্য দেবতাবাক্য হইবে সফল,
অবশ্য তোমার হবে সিদ্ধ মনস্কাম।

অবশ্য সে পুণ্যময়ী সাধিবে মঙ্গল,
রাজপুত্র সনে তুমি যাবে মর্ত্ত্যধাম।
এত যে দুর্দ্দশা মম পতিহীনা নারী
তবু না বিধাতা প্রতি আমি অবিশ্বাসী,
যদিও সামান্য জ্ঞানে বুঝিতে না পারি,
তথাপি বিধান তাঁরে সত্য অবিনাশী।
একদিন যদি ভাগ্যে ঘটে অমঙ্গল,
অনন্ত জীবন তরে তাহা শিক্ষাস্থল।

সহসা ধ্বনিল তথা অশ্বপদধ্বনি,
ঝলসিল উভয়ের নয়ন-পুতুলি,
সুরূপ যুবক যেন দীপ্ত দিনমণি,
অশ্বপদাঘাতে শূন্যে উঠে ঘনধূলি।
অনন্যহৃদয়া শুদ্ধ সরলা বালিকা
মদালসা হেরি তায় প্রেমেতে গলিল।
মনে মনে গাথি বালা প্রেমের মালিকা,
জ্যোতির্ম্ময় রাজপুত্র গলে পরাইল।
হায় সখি, কেন আমি আদ্যন্ত না ভাবি।
সপিনু জীবন অই বিদেশীর পায়!
একি সেই রাজপুত্র? যার কথা দেবী,
বাখানিয়া মম হৃদি প্রবোধিলা তায়।

যাও তুমি দেখ গিয়া কে ওই বিদেশী,
রাজপুত্র কিংবা ধূর্ত্ত দৈত্য ছদ্মবেশী।

সহসা থামিল অশ্ব ওজস্বিনী গতি,
তেজোময় রাজপুত্র ভূমে অবতরি।
কহিলা "ক্ষমহ দাসে অয়ি সাধ্বী সতী,
আসিতে সম্মতি বিনা এ পাতালপুরী।
ঋতধ্বজ নাম মম, পিতা শত্রুজিত,
মরতধামের রাজা; মুনির আদেশে,
বরাহ বিন্ধিয়া বাণে, তাহার সহিত
আসি হেথা, জান কি গো কোথা সে নিবসে?
"রাজপুত্র! দৈবাগত আমাদের তরে
ধন্য দয়াময় যার বিধানে প্রেরিত।
সে নহে বরাহ, সেই বহুরূপ ধরে,
দানব পাতালকেতু অতীব দুর্নীত।
তোমার সুতীক্ষ্ণ শরে হয়েছে পীড়িত,
নতুবা এখনি পুরী করিত কম্পিত।"

"বিপন্নের নাহি লাজ," বলিলা কুণ্ডলা
"রাজপুত্র, জলমগ্ন ধরে যাহা পায়।
আমরা বন্দিনী হেথা অনাথা অবলা
আশ্রিতা হইনু আজি তব রাঙ্গা পায়।
মম সখী, এই যিনি গন্ধর্ব্ব রাজার

একমাত্র প্রিয়সুতা, দৈব দুর্ব্বিপাকে,
দুষ্ট দৈত্য অত্যাচারী পাষণ্ড দুর্ব্বার
বন্দী করি রাখিয়াছে এই কুম্ভিপাকে।
যবে তিনি অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ হেতু
করিলেন আয়োজন; আসি বেদমাতা,
বলিলা নাশিবে রণে এ পাতালকেতু
ঋতধ্বজ, তুমি তার হইবে বনিতা।
সেই বাণী সার্থকের এইত সময়,
মদালসা তব যোগ্য জানিবে নিশ্চয়।"

অযোগ্য যদিও আমি, তথাপি যখন
আদেশিলা বেদমাতা পালিব আদেশ,
কহিণুর তব সখি খনির ভূষণ
অবশ্যই মম শিরে হইবে নিবেশ।
কিন্তু সখি এক বাধা, জনমে কখন
পিতৃ আজ্ঞা বিনা কিছু করিনি সংসারে।
এই হেতু যে বিলম্ব, পাইলে এখন
পিতৃ আজ্ঞা, পরিণয়ে তুষিব ইহাঁরে।"
মনোরথগামী গুরু গন্ধর্ব্বরাজের
স্মরিলা কুণ্ডলা, তিনি আসি উত্তরিলা,
মনোবেগে মর্ত্ত্যধামে আদেশ নৃপের
আনিয়া উভয় হস্ত সুখে মিলাইলা।

মাণিক্য কাঞ্চন যেন হইল মিলন,
উভয়ের যশোগানে পূরিল ভুবন।

——.

তৃতীয় পল্লব।

সেই মাতা তনয়ের পরমার্থকামী।
সেই পুত্র জননীর বাক্য অনুগামী।
সংসারে দুর্ল্লভ মাতা দুর্ল্লভ তনয়,
তাই পাপ তাই তাপ যন্ত্রণা নিরয়।
সকল জননী হলে মদালসা সম,
থাকিত কি এ সংসারে যন্ত্রণা বিষম'
ঋতধ্বজ মদালসা ঈশ্বরকৃপায়।
পাইলেন যথাকালে চারিটী তনয়
বিক্রান্ত, সুবাহু আর শত্রুবিমর্দ্দন,
অলর্ক নামেতে পুত্র চারিটী রতন।
একদা বিক্রান্ত সব শিশু সহ মিলি,
খেলিলা শৈশব-ক্রীড়া হয়ে কুতুহলী।
দুষ্ট এক শিশু তারে করিলা প্রহার,
বিঁধিল তাহার মনে সেই তিরস্কার।
জননীর কোলে বসি কান্দিয়া নন্দন
এই দুঃখবাণী দুঃখে করে নিবেদন।

"জননি, রাজার গৃহে লভিয়া জনম
কেমনে সহিব এই দুঃখ অনুপম।
বল পিতৃদেবে দুষ্টে করিতে দমন।
নতুবা জানিবে মম নিশ্চয় মরণ।"
পুত্রের বিলাপ শুনি কহিলা জননী,
"শুন বৎস, জননীর নয়নের মণি।
নহ তুমি তব দেহ, তুমি আত্মাময়।
দেহের আনন্দ সুখ তব সুখ নয়।
দেহের ক্লেশেতে বৎস কেন হও ম্লান,
কার সাধ্য নাই তোমা ক্লেশ করে দান।
অক্ষয় অমর তুমি দেহে অধিষ্ঠিত।
অন্ন জলে দেহ তব হয় বিবর্দ্ধিত।
অনাহারে রোগে ক্লেশে দেহের মরণ।
বাঁচিবে অমর আত্মা অনন্ত জীবন।
নহ তুমি রাজপুত্র কিংবা অন্য জন,
নরের কি সাধ্য তব ক্লেশ সংঘটন।
দুঃখ নাশ তরে যার বিলাসেতে মন।
না জানে সে সুখ দুঃখ চক্রের মতন।
একদিন যদি সুখ করয়ে সম্ভোগ,
আর দিন অবশ্যই ভুঞ্জে শোকরোগ।
অতএব ত্যজ শোক, দুঃখ অভিমান;
প্রতিহিংসা দ্বেষ ঈর্ষ্যা সকলি অজ্ঞান।

বিধাতার পদে গিয়া লওরে শরণ।
সকলের সার ধন পাইবে তখন।”
মাতার কথায় সুত লভে তত্ত্বজ্ঞান।
জানিলা কিহেতু জন্ম কেন এ পরাণ।
কেবা লক্ষ্য, কেবা স্রষ্টা, কেন ভবে আশা,
ইহকাল, পরকাল, আত্মার ভরসা।
আর এ সংসারে তার না রহিল মন,
সাধনার তরে গেলা নিবিড় কানন।
গভীর অতলস্পর্শ স্বরূপ সাগরে।
ডুবিলা অনন্ত কাল আনন্দ অন্তরে।
সুবাহু শত্রুমর্দ্দন বসি মাতৃকোলে
কহিলা ভাসিয়া দোহে নয়নের জলে।
“জননী কোথায় দাদা করিল গমন,
আর কি সে আসিবে না এ প্রিয় ভবন।
একাকী খেলিতে মোরা পারি না যে আর,
বল দাদা লুকাইল কাহার আগার ?”
“বৎস, তব সহোদর অতি পুণ্যবান,
তাই গৃহ ছেড়ে বনে করেছে প্রস্থান।
নহে বৎস, এই গেহ চিরদিন তরে।
অবশ্য ত্যজিতে হবে কিছুদিন পরে।
নহে কারও বাসস্থান এ নশ্বর গেহ।
চির কেহ নাহি ভুঞ্জে এ নশ্বর দেহ।

ব্রহ্মই মানব আত্মা চিরবাসস্থান,
তিনি খেলিবার জন সুহৃদ প্রধান।
তাঁর সহ যার প্রীতি, যে চিনে তাঁহারে,
প্রিয়জন সকলেই পায় তথাকারে।”
“মাগো মা কে বল ব্রহ্ম ?” বলিলা তনয়,
“যাঁহা হতে এ সকল ভূত সৃষ্টি হয়।
যাঁহাতে জীবিতকালে করে অবস্থান।
মৃত্যুপরে যাঁর কোলে লভয়ে বিরাম ;
তিনি ব্রহ্ম, শুন মম নয়নের মণি”
এত বলি নিরবিলা সুবাহু-জননী।
“কোথা ব্রহ্ম, কেমনে বা জানিব তাঁহারে ?”
“সর্ব্বত্র আছেন তিনি সকল আগারে।
মন তাঁরে নাহি পায় মনের সে মন,
নয়ন না দেখে তিনি চক্ষুর নয়ন।
বাক্য না প্রকাশ করে তিনি বাক্যময়,
প্রাণ নাহি জানে তিনি প্রাণের নিলয়।
এ সংসারে সেই ধনে কেহ নাহি জানে,
অথচ সদাই তিনি আছেন পরাণে।
তিনি লক্ষ্য সবাকার উদ্দেশ্য সংসারে,
তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর প্রাণভরে,
তিনি বিনা আমাদের কেহ নাহি আর,
জান বৎসগণ, সেই ব্রহ্মপদ সার।”

জননীর উপদেশ করিয়া শ্রবণ,
সুবাহু শক্রমর্দ্দন গেলা তপোবন।
যাজ্ঞবল্ক্য দত্তাত্রেয় ঋষিগণ সনে
মিলিয়া ব্রহ্মের ধ্যান করে দুইজনে।
সংসারেতে আর মন না হ'ল প্রবেশ
ব্রহ্মধ্যানে পায় দোহে আনন্দ অশেষ।

আঁধার রাজার গৃহ নিরানন্দ হিয়া,
ঋতধ্বজ শোকে বলে প্রিয়া সম্ভাষিয়া ;—
"নির্দ্দোষ তোমার শিক্ষা, তুমি সারধন,
সুতগণে শিখায়েছ ব্রহ্ম আরাধন।
কিন্তু রাজ্য যিনি করে করেন অর্পণ,
কি আদেশ তাঁর তাহা করহ শ্রবণ।
তিনি চান নরনারী হিত-সাধিবারে
দুষ্টের দমন শিষ্টে পালিবার তরে,
সকল মানব মধ্যে বিলাইতে সুখ,
নিবারিতে সকলের সর্ব্ববিধ দুঃখ।
এই হেতু রাজ্য তিনি করেছেন দান,
আমার উচিত তাঁর রাখিতে সম্মান।
এক পুত্রে দেও তুমি হেন উপদেশ,
যাহোতে রাজ্য রক্ষা হয় ঘুচে প্রজাক্লেশ।
আদর্শ নৃপতি হয়ে পালে প্রজাগণ
রাজর্ষি হইয়া যশ করে উপার্জ্জন।

চতুর্থ পল্লব।

অলর্ক।

ক্ষত্রিয় ধর্ম্মেতে রত, বিপুল বিক্রম,
দীর্ঘবাহু, শালপ্রাংশু, বিশাল উরষ,
তেজে দীপ্ত, বলে সিংহ, অস্ত্রবিশারদ
হইলা চতুর্থ পুত্র। চৌদিকে পূরিল
যশের গৌরব তার, দুষ্টগণ ভয়ে,
ম্রিয়মাণ, কাঁপে ভয়ে অরাতি সকল,
অলর্কের নাম শুনি। যথা শুনে প্রজা
রাজদ্রোহী, লয়ে সৈন্য নিবারে সবারে।
যদি শুনে রাজ্য মধ্যে শত্রু আগমন,
অমনি সসৈন্যে তার নির্য্যাতন তরে
যায় বীর পিতৃ আজ্ঞা লয়ে। শান্তিময়
হল রাজধানী, দস্যু ভয়ে কম্পবান ;
বাণিজ্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সম্পদ বাড়িল।
যুবরাজ নামে সবে মাতে মহোল্লাসে,
বলে প্রজাগণ দিতে যৌবরাজ্য তারে।
ঋতধ্বজ মদালসা দিয়া রাজ্যভার
উপযুক্ত পুত্র হস্তে চতুর্থ বয়সে
বাণপ্রস্থ ধর্ম্মে মন করিলা নিবেশ।

একদিন দূত আসি বলে রাজেশ্বর
অলর্কে, অবন্তিরাজ দুহিতা, রাজন,
স্বয়ম্বর তরে আহ্বানিছে রাজগণে।
পণ এই রাজকুলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যিনি,
রণে, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানে, বরিবেন তারে।
নিমন্ত্রিত রাজগণ দেশ দেশান্তর
হইতে আগত, তাই পাঠাইলা মোরে
অবন্তী নগরেশ্বর নিমন্ত্রিতে তোমা
মহারাজ। এক পক্ষ পরে স্বয়ম্বর।
বলি দূত নমে রাজপদে সসম্ভ্রমে।
পরিতুষ্ট করি নানাবিধ উপহারে,
বিদায় করিয়া দূতে অলর্ক নৃপতি,
সসৈন্যে চলিলা পরে অবন্তী নগরে।

নিরূপম রূপে গুণে রাজার কুমারী
যবে রাজ-সভামাঝে করিলা গমন,
সখি তার এক এক করি রাজগণে
দেন পরিচয়। ইনি বঙ্গ রাজ্যেশ্বর
নাম শূরসেন ; ইনি কাশীনগরেশ,
মিত্র গুপ্ত নাম, ইনি কাঞ্চী অধিপতি
বীরসিংহ নাম। অঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়,
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, আর কত দেশ
কে পারে বলিতে, নমস্কার করি সতী

প্রত্যাখিলা সবে। ইনি ত্রিদশ ঈশ্বর
মদালসা পুত্র, নাম অলর্ক মহান্,
বিক্রমে, ধরম, কর্ম্মে খ্যাত ত্রিভুবন।
বীরগণ মাঝে সুধু অলর্ক সুধীর
নহে মত্ত মদে, শান্ত, রিপুর বিকার
বিবর্জিত, শিষ্টাচারী, বিনয়ে প্রণত।
তাই দিলা রাজকন্যা গজমতি হার
বীরের বিশালোরসে, শোভিল গলায়
বাসবের গলে যেন কৌস্তুভ রতন।
কাশীরাজ বন্ধুগণ সহ রণস্থলে
ভেটিলা অলর্কে, কিন্তু যথা পুরাকালে,
নরশ্রেষ্ঠ কপিধ্বজ পার্থ ধনুর্দ্ধর,
যদুকুল জিনি রণে সুভদ্রা হরিলা,
জিনিলা একই রথে অলর্ক নৃপতি।
বিদ্বেষে জর্জ্জর অঙ্গ ফিরে কাশীপতি।

চারিদিকে মিত্রগণ, শান্তিময় দেশ,
গৃহে পত্নী গুণে রূপে অতুল জগতে,
শিশুগণ স্বর্গের দেবতা, পাত্র মিত্র
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে নাহি তুল, সেনাগণ
জগৎ বিজয়ী, প্রজা রাজভক্তিময়।
কে আর অলর্ক সম সুখী এ জগতে।

——

পঞ্চম পল্লব।

ভূতলে অতুল, অতি সুগঠন,
রজত, কাঞ্চন মণ্ডিত, শোভন,
বিশ্বকর্ম্মাকৃত হর্ম্ম্য অতুলন,
কোথায় এমন রাজার সভা।
বাক্যবিশারদ, জ্ঞানে সুপণ্ডিত,
নানাবিধ গুণে মানস মণ্ডিত,
বীরত্ব, ধীরতা, মন্ত্রণা-দীক্ষিত,
সভাসদবৃন্দে মরি কি শোভা।
একটী বিষয় হলে উত্তোলন,
কত ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন,
অর্থনীতি শাস্ত্র করিয়া মন্থন,
করে একজন অবতারণা।
আর জন যদি করে প্রতিবাদ,
কতই মধুর শুনিবে সংবাদ,
হেন মনে হয় মিটাইয়া সাধ
শুনি চিরদিন হেন বর্ণনা।
কিবা শিষ্টাচার! মধুর ব্যাভার!
নাহি প্রগল্‌ভতা, অসভ্য আচার,
নাহি কূট তর্ক অসত্য বিচার
রাজার আদেশ সত্যের জয়।

সুবিচার কিবা, ধর্ম্মরাজ হেন,
লয়ে নিজ করে তুলাদণ্ড যেন,
তীক্ষ্ণ নীতি সনে দয়া নরপ্রেম,
করিছে মিলন অমাত্যচয়।
বীর সেনাপতি, একধারে বসি,
ভীমসেন যেন করে খর অসি,
সুদীর্ঘ, আয়ত, গগন পরশি,
বীর অবয়ব, অরাতি-ত্রাস।
শিক্ষা পারিষদ, বিদ্যা বিশারদ,
অভিমান হীন, প্রীতির আস্পদ,
সদা হিতকামী, অতি প্রিয়ম্বদ,
করে সবাকার মূর্খতা নাশ।
রাজ-চিকিৎসক, সর্ব্ব রোগান্তক,
সর্ব্ব বিদ্যাবিদ্, শোভন মস্তক,
সদা অপ্রমাদ, বিজ্ঞান শিক্ষক
রাজ্যের অস্বাস্থ্য বিনাশে রত।
রাজার দক্ষিণ, রাজ পুরোহিত,
বিবিধ শাস্ত্রেতে পরম পণ্ডিত,
ধরম, করম, যোগেতে দীক্ষিত,
ব্রহ্মজ্ঞানে মন, সেই সে ব্রত।
বসি চারিদিকে প্রজা প্রতিনিধি,
হিমাদ্রি হইতে কুমারী অবধি,

নানা ব্যবসায়ী, নানা দেশপতি,
সর্ব্বদেশ সভ্য করে বিহার।
এ হেন সভায় কাশীরাজ দূত
বিদ্যা-বিশারদ, উচ্চকুলোদ্ভূত,
রাজপদ তলে হইয়া প্রণত,
পাণ্ডিত্যের ভাষা করে বিস্তার।
শুন মহারাজ, সুবাহু রাজন,
তব সহোদর, চাহে রাজ্যধন,
তাই কাশীরাজ করিলা প্রেরণ,
জানাতে তোমায় তাহার আশ।
জ্যেষ্ঠাগ্রজ তব রাজ্য অধিকারী,
জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে তুমি বৃত্তিধারী,
দেও সুবাহুরে এ শোভনপুরী,
প্রজাভাবে তার করহে বাস।
"শুন কাশী দূত, সুবাহু কুমার,
তৃতীয় সোদর, অগ্রজ আমার,
বনবাসী তিনি, তাপস ব্যাভার,
রাজপদে তাঁর নাহিক মতি।
যদি সত্য তিনি রাজ্য অভিলাষী,
কেন না আমায় জানাইলা আসি,
ভিক্ষুকের প্রায়, কেন গেলা কাশী
রাজার চরণে করিয়া নতি।

কাপুরুষ কবে লভে রাজ্য ধন ?
ভিক্ষুকের তরে নহে সিংহাসন,
বীরভোগ্যা এই বিশাল ভুবন
বলিও সোদরে আমার কথা।
ক্ষত্রিয় সন্তান ক্ষত্রিয়ের মত,
সৈন্যগণ লয়ে দেখান বীরত্ব ;
বল কাশীরাজে থাকে সাধ্য যত,
করুন সমর ক্ষত্রিয় প্রথা।
শুনি বলে ধন্য সভাসদগণ,
প্রশংসায় সভা হইল পূরণ
রাজার প্রশংসা গায় পাত্রগণ
শুনি কাশী দূত নীরব রয়।
দেশে গিয়া দূত বলিলা বচন,
বিনাযুদ্ধে রাজ্য, না দিবে কখন,
কর মহারাজ যুদ্ধ আয়োজন,
যুদ্ধ করি কর অলর্কে জয়।

ষষ্ঠ পল্লব।

বাজিল কালের ভেরী, চারিদিকে সুধু হেরি,
বীর, অস্ত্র, প্রহরণ, সৈন্য, অশ্ব, যোদ্ধৃগণ,
হুহুঙ্কার, জয়ধ্বনি, বীর কলকল।

শ্রাবণে প্রাবৃট দল, যেমন গগনতল,
করে ঘোর সমাচ্ছন্ন, নাহি স্থান মেঘশূন্য,
ঘোর ঘন মেঘনাদ চমকে চপল।

তথা কাশীরাজ সেনা, সাগরেতে যেন ফেনা,
ছাইল ধরণীতল, মাঠ, ঘাট, জল, স্থল,
সেনার নিনাদে কাঁপে এ তিন ভুবন।

অলর্ক সেনানীগণ, ঝরে যেন প্রস্রবণ,
নররক্ত মাংসভেদী ঘোর শর দেহচ্ছেদী
বিপক্ষ সেনার প্রতি ফলে অনুক্ষণ।

বাজিছে সমর শঙ্খ, ভীরুর শ্রবণাতঙ্ক,
নাদিছে তুমুল ভেরী, রণস্থল স্তব্ধ করি,
রণশৃঙ্গ জগঝম্প, বংশী অগণন।

নাচিছে সে ঘোর রবে, ক্ষত্রিয় সামন্ত সবে,
দেশরক্ষা তরে প্রাণ, আনন্দে করিবে দান
অথবা জিনিবে অরি মনে এই পণ।

কাশীরাজ সেনাগণ, বরষয়ে প্রহরণ,
নাশিতে অলর্কসৈন্য, করিবারে ছিন্ন ভিন্ন,
অলর্কের রাজপুরী, প্রাসাদ, তোরণ।

কিন্তু দুর্গ চিরস্থির, হেন সাধ্য কোন বীর,
পশিবে তাহার মাঝে, জিনিতে অলর্করাজে,
বর্ষব্যাপী সমরেও নহে ক্ষীণপণ।

বীররাজপুত্রগণ, সঙ্গে সৈন্য অগণন,
বাহিরিয়া একবার, শত্রু সৈন্যে মহামার
করি পুনঃ পশে গৃহে ঘোর বীর দাপে।

কাশীরাজ সেনাপতি, আক্রমি প্রাচীর প্রতি,
আগ্নেয়াস্ত্র নানারূপ, ভূমি তলে করি স্তূপ,
অগ্নি দিলা, তার তেজে সর্ব্বদেশ কাঁপে।

আবার অলর্করাজ, রোধিতে, প্রাচীর মাঝ
প্রতিকুল্যা সজ্জা করি, বিরোধিলা সেই অরি,
কার সাধ্য দুর্গ মাঝে করিবে প্রবেশ।

আর এক বর্ষ যায়, নহে শত্রু সৈন্য ক্ষয়,
কিংবা নহে পরাজয়, অলর্ক সেনানীচয়,
যুদ্ধসনে হল কত বিজ্ঞান সংবেশ।

হেথা কাশীরাজ বলে, অথবা ক্রূর কৌশলে,
ক্রমশঃ অরাতিগণে, বিনাশিল সেই রণে,
বিস্তারিয়া নানারূপ কুটিল মন্ত্রণা।

ধার্ম্মিক অলর্ক ভূপ নাহি ছল কোন রূপ
ধর্ম্মপথে থাকি যুঝে ত্যজি অসত্য বুঝে,
রাজ্য প্রাণ ধনতরে না জানে বঞ্চনা।

দীর্ঘকাল যুদ্ধ তরে, আরম্ভিল ঘরে ঘরে,
অন্ন, কষ্ট, রোগ ক্লেশ, দুঃখেতে ভরিল দেশ,
প্রজাগণ হাহাকার করে মনে মনে।

হেনকালে কাশীপতি, কূটমন্ত্রী ক্রূর অতি
অলর্ক সেনানীগণে, অর্থ আর প্রলোভনে,
বশ করি নিবারিত করিল সে রণে।

কেবল পুরুষকার, নাহি করে কার্য্যোদ্ধার,
যুঝিতে অধর্ম্ম সনে, ধর্ম্ম আগে হারি মানে,
অন্তিমে সত্যের জয় এই সে বিধান।

এ হেতু অলর্করাজ, সংগ্রামে পাইলা লাজ;
নিজ সেনা মন্ত্রী গণে, অর্থ, পাপ প্রলোভনে,
মনুষ্যত্ব হীন দেখি হইলেন ম্লান।

কার তরে এ সমর, বিনাশিছি এত নর,
যাদের মঙ্গল তরে, তারাই বিপক্ষ করে,
প্রলোভিত হয়ে ক্রমে করিছে প্রণয়।

না চাহে দেশের হিত, না চাহে রাজার জিত,
ক্ষুদ্র অর্থ প্রলোভনে, অথবা সামান্য পণে,
স্বাধীনতা, দেশভক্তি করে বিনিময়।

হেরি শোকে নরপতি, হইলেন খিন্ন অতি,
ত্যজিয়া আপন পুরী, কানন আশ্রয় করি,
শোকাচ্ছন্ন হৃদয়েতে করিলা প্রস্থান।

বিষাদে ডুবিল দেশ, সাধু জনে মহাক্লেশ,
দুষ্টগণ পায় স্বার্থ, স্বাধীনতা পরমার্থ,
পরিহরি পাপে তাপে ডুবিল সে স্থান।

সপ্তম পল্লব।

রাজ্য নাশ, ভ্রাতৃদ্রোহ, শূন্য ধনাগার,
প্রজাগণ অবিশ্বাসী, শত্রু নিপীড়ন,
পরপদানত দেশ, পিতৃসিংহাসন
বিপন্ন, একটী এর অনর্থ বিষম,
সকলে একত্রে এলে শান্তি কোথা তার।
অদ্য নৃপ কুলরবি অলর্ক সুমতি,
রাজ্যহীন, বনবাসী বিনা সহচর,
বসিলা বিষণ্ণ মনে মহীরুহতলে
প্রফুল্ল সরসী তীরে। বালক যৌবন
প্রৌঢ়কাল ভাবি মনে, বিষাদে মোচিছে
অশ্রু দর দর বেগে। এহেন সময়ে
মেঘেতে চপলা যেন সহসা উদিল

জননীর উপদেশ, "অঙ্গুরীয় পরে
যে বাণী অঙ্কিত, তাহা পালিতে বিপদে।"
"নর সঙ্গ ত্যজ কর সাধু সহবাস,
যাইবে বিষাদ দুঃখ; ছাড় অভিমান;
তার পরে মুক্তি তরে করহ সাধন,
তা হ'লে বিষাদ রোগ না রবে কখন।"
পাঠান্তে জননীপদে করিলা প্রণাম,
শৈশবের লুপ্ত স্মৃতি, মাতৃ উপদেশ,
ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মস্পৃহা সহসা উদিল।
কেন না বিক্রান্ত সম ত্যজিনু সংসার,
শৈশবে, রাজত্বে কিবা মম, জ্যেষ্ঠপুত্র
রাজ্য পায়, আমি হই কনিষ্ঠ সবার,
কেন রাজ্য ধন মানে সপিলাম মন।
আবার সুবাহু প্রতি হইল বিদ্বেষ,
ভ্রাতা হয়ে শত্রু সনে কেন বা মিলিল,
নাশিতে পিতার রাজ্য। কাশীরাজ চক্রে
সতত ছিদ্রানুসারী; দহিল হৃদয়
ক্রোধ, দ্বেষ, জিঘাংসায়; তরঙ্গিত হৃদি
বিবিধ বিভিন্ন ভাব হিল্লোল তাড়নে।
সাধুসঙ্গ? কার কাছে করিব গমন?
কে দিবে সদুপদেশ? অরাতি সকলে।
শুনিয়াছি দত্তাত্রেয় ঋষিকুলমণি

তাঁহার আশ্রমে আজি করিব গমন।
"এই কি সে তপোবন ?" ভাবিলা রাজন,
অহো কি সুন্দর, নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ,
অই দেখ ব্যাঘ্রপদ লেহিছে উল্লাসে
কুরঙ্গ-শাবক, অহি খেলিছে নকুল
সহ, স্বাভাবিক শত্রু বৈরভাব ত্যজি।
কি আশ্চর্য্য তপস্যার প্রভাব মুনির!
আমি রাজা, সৈন্য আর ধনজন বলে
নারিনু রাখিতে মিত্রে, প্রজা, নিজবশে।
কিন্তু হিংস্র বনপশু হিংসালোভ ত্যজি
খাদ্য-খাদকের প্রীতি, ধন্য তপোবল।
রাজত্বে মুনিত্বে হায় কতই প্রভেদ।
স্বাভাবিক ফলফুল মূলস্কন্দ আদি
আহারেই পরিতোষ, রাজভোগ কত
আড়ম্বরে পরিপূর্ণ, কিন্তু তৃপ্তি কোথা ?
ভ্রাতারেও নাহিক বিশ্বাস, নাহি নিদ্রা
শত্রুগণ ভয়ে, পদে পদে দুঃখ হায়!
আগুসারি নৃপবর দেখিলা নয়নে,
হায় কি প্রসন্ন মূর্ত্তি! নহেরে কীরিট
মস্তকের আভরণ, কিন্তু জটাজুট,
নহে বর্ম্ম, স্বর্ণ রৌপ্য মাণিক্য খচিত
পরিচ্ছদ, বৃক্ষের বল্কল কটিতটে,

কি ছার এ আভরণ ও কান্তির সনে।
সহসা ফেলিলা খুলি দিব্য পরিচ্ছদ,
মূল্যবান আভরণ, সুবর্ণ কীরিট ;
মুকুটের সহ হল চিন্তা বিসর্জ্জন।
নগ্ন শিরে, নগ্ন পদে, ধীরে ধীরে ধীরে
পদে বিন্ধে কুশাঙ্কুর, নাহি তাহা জ্ঞান,
বসিলা নৃপতিবর ঋষির চরণে।
মেলিলা নয়ন মুনিবর, নিরখিলা
হেমকান্তি বীরোচিত নৃপতিবদন।
জিজ্ঞাসিলা মুনি, "কেন হেথা ? কিবা দুঃখ ?"
স্থানগুণে স্বস্থ ভাব উদিল রাজায়।
"আমার দুঃখ ? কে আমি ? এ নশ্বর দেহ
নহে আমি কদাচন। যদি হইতাম,
দেহান্তে আমিত্ব তবে না থাকিত কভু।
নহি আমি এই দেহ, নহে এ রাজত্ব
আমার, বিষয়, পদ, বিভব, তৈজস
সৈন্য, মন্ত্রী, দাস, পুত্র কিছু নহে মম।
তবে কেন কান্দি ? কার তরে, যাহা নয়
মম ? হা ধিক্ অলর্কে ! ধিক্ মদালসা
সুতে শতবার, বৃথা ভুঞ্জি হেন ক্লেশ।
হে মুনে, বুঝিনু আমি, সব ভ্রম মম,
নহে যাহা আপনার, ব্যস্ত তার তরে,

কিসে এই দুঃখ নাশ বলহে আমায়।”
“বুঝিলে বৎস, কে তুমি, কি নহে তোমার,
ভেবে দেখ এবে, কি তোমার, কেন তুমি ?”
আমি আত্মা অবিনাশী, ক্লেশ দুঃখাতীত,
অনন্ত আত্মার রাজ্যে আমি গ্রহ এক
পরমাত্মা সূর্য্য-চক্রে, সৌর-জগতের
একটী নক্ষত্র যথা, কাজ মম লাভ
সেই ধনে, কেন্দ্র যিনি এ সৌর-জগতে ;
সেই দুঃখ নাশ, সেই মুক্তি, পরিত্রাণ
জীবের জীবত্ব ঘুচি অমরত্ব লাভ !
কিসে পায় সে রতন, দেখাও হে ঋষি,
সেই পদ সে রাজত্ব সেই শিরোমণি।
কোথা গেলে পাব তাঁয় ?” বলে ঋষিবর,
শুন পুত্র, তাঁর তরে বৃথা অন্বেষণ
পর্ব্বতে, সাগরে কিংবা গহন কাননে।
হৃদয়ের সুনিভৃত কন্দরের মাঝে
বিরাজে নিষ্কল ব্রহ্ম, অন্ধ মন-আঁখি
তাই নারে দেখিবারে তাঁয়, সেই মেঘ
অন্তর্হিত হলে, দেখে নর জ্যোতির্ম্ময়
ঘন নিরাকার চিদঘন আনন্দঘন।
আত্মার পিপাসা যাহে হয় নিবারণ।
কিসে যায় সেই মেঘ ? মানবের মাঝে

আছে শত্রু অহঙ্কার নামে, নাশ তারে ;
বাসনা, কামনা, রিপু কাম, ক্রোধ, মোহ,
সবাই সেনানী তার। নহে সে সহজ।
নির্জনে একান্তে বসি, ইন্দ্রিয় সকলে
রোধ কর, যাহে আখি নাহি হেরে জ্যোতি ;
কর্ণ না শ্রবণ করে, নাসা না আঘ্রাণে ;
জিহ্বা না রসনে কিংবা ত্বক না পরশে ;
হেন ভাবে বসি চিন্তা কর পরমেশে।
যবে সেই ঘোর শত্রু অহঙ্কার মূঢ়,
জীব ব্রহ্মে ভয়ঙ্কর আনে ব্যবধান
ব্রহ্মনামে হুহুঙ্কার করি বল তারে,
দূর হরে অহঙ্কার, ওরে খল রিপু,
ব্রহ্ম না নিবসে যথা তোর আবির্ভাব,
দূর হও ওরে পাপ। থরহরি ভয়ে
কাঁপি যবে অহঙ্কার হবে অন্তর্হৃত,
মেঘোন্মুক্ত ভানু সম তখনি হৃদয়ে
উজ্জ্বল প্রভায় ব্রহ্ম জ্যোতি বিকাশিবে।
দেখিবে নূতন জ্যোতি চিন্ময় নয়নে,
শুনিবে মানবকর্ণে চিন্ময় সে বাণী।
মনের ইন্দ্রিয়গণ অন্তর প্রদেশে
নহে বাহ্যে, পরশিবে, পাবে স্বাদ ঘ্রাণে,
সেই এক পুরাতন ব্রহ্ম সনাতনে।

কি ছার রাজত্ব সুখ, প্রভুত্ব মহিমা
এর কাছে, সকলি অসার, ব্রহ্মানন্দ
সকল আনন্দ হতে সার নৃপমণি।"
এত বলি দত্তাত্রেয়, ঋষিকুলপতি,
দিলা যোগ-উপদেশ, হায়রে সে কথা,
কেমনে বর্ণিব আমি মূঢ় অন্ধজীব,
সংসারের পাপমোহে সতত বিব্রত।
সেই যোগ লভি সব ভুলিলা নৃমণি,
রাজ্যনাশ, ভ্রাতৃ-দ্রোহ, প্রজাকুল নাশ
অর্থনাশ, মনস্তাপ, সেনাক্ষয় রণে।
লভিলা বিমল সুখ, যে সুখের সনে
তুচ্ছ সুখ ভুঞ্জে ইন্দ্র নন্দন-কাননে।

অষ্টম পল্লব।

চলগো কল্পনে সেই সুরম্য প্রদেশে,
যথায় জাহ্নবীজল উত্তরবাহিনী,
শত সাধু মহাজন যথায় নিবসে,
বহে আর্য্য-যশোগাথা পূত নির্ঝরিণী।
সৈকতে প্রাসাদশ্রেণী দিগন্ত পরশি
যেন শত শৃঙ্গরাজি হিমাচল শিরে,—
কোনটী রজত ভাতি, কাঞ্চন শিরসি,
কোনটী ধবল মুক্তা বিমণ্ডিত চূড়ে।
কত রাজা, রাজবংশ হয়েছে বিলীন,
কত বীর, কবি, জ্ঞানী আজি অন্তর্হ্নত,
কিন্তু রূপে এই পুরী আজিও নবীন,
মানবের অনিত্যতা করিছে বিদিত।
সেই দেশে শোভে এক রম্য রাজধানী,
তথায় যোগীর বেশে চলিলা নৃমণি।

রমণীয় সেই পুরী অতি সুশোভন
মণিমরকত রত্নে সভা বিমণ্ডিত,
তার মাঝে বিরাজিত রত্ন সিংহাসন,
কাশী অধিপতি বসি প্রফুল্লিত চিত।

তথা সেই রাজযোগী হয়ে উপস্থিত,
কহিলা "হে কাশীরাজ তব শত্রু আমি,
কিন্তু শত্রুভাব মম আজি তিরোহিত,
তব সম নাহি মম বন্ধু হিতকামী।
তোমার কারণে আমি বুঝিনু রাজন,
ধনজন, রাজ্য, মান সকলি অসার,
আইনু বলিতে তোমা সেই সে বচন,
লও তুমি রাজ্যৈশ্বর্য্য সকলি আমার।
রাজ্য বিনিময়ে যাহা পেয়েছি রাজন।
শত রাজ্য প্রলোভনে না ভুলি কখন।

"সেকি মহারাজ! হেন কাপুরুষ বাণী
কোথা তব ক্ষত্রধর্ম্ম, কোথা বীর-দাপ,
তোমা দেখি টিটকারী দিবে সব প্রাণী,
আজি কোথা তব সেই দুর্দ্দান্ত প্রতাপ?
ধিক্ তোমা, রাজা হয়ে কেন ক্লীব সম,
কেন না দ্বৈরথ যুদ্ধে করিছ আহ্বান?
কাপুরুষ হেরি বড় ঘৃণা হয় মম,
যে নারে রাখিতে রাজ্য, স্বাধীনতা ধনে।"
"রাজন্" বলিলা যোগী, "ক্ষত্রধর্ম্মে আর
নাহি মতি, ছাড়িয়াছি চিরদিন তরে,
ক্ষত্রধর্ম্ম ক্ষত্রকর্ম্ম সকলে আমার

হয়েছে বিতৃষ্ণা ঘোর বিধাতার বরে।
সেকি ধর্ম্ম যার তরে শোণিত তর্পণ
করিয়া মানবঋণ শোধিব রাজন্।"

"তোমারেও ধন্যবাদ সোদর প্রবর,
একদিন ঘোর শত্রু ভাবিতাম মনে,
সংসারের ভাই সম যদিও ব্যাভার
ভ্রাতৃত্যাজি যোগ দিতে ভ্রাতৃশত্রু সনে।
তুমিই জানালে মোরে সংসার অসার,
রাজত্ব, বিভব, ধন, ক্ষত্র পরাক্রম
তোমা হতে এই জ্ঞান হইল আমার,
এ সকল আপনার নহে কভু মম।
আজি দিব্যজ্ঞানে নাই শত্রু-মিত্র ভেদ,
সর্ব্বভূতে এক হরি করেন বিহার।
তাহাতে মিলিত সবে, ছাড়িলে বিচ্ছেদ
এ সকল তব হতে শিখিনু এবার।
এস ভাই একবার করি আলিঙ্গন,
লও রাজ্য ছেড়ে যাই জনম মতন।"

রাজসিংহাসন পার্শ্বে সুবাহু সুধীর,
ভিন্ন সিংহাসনে বসি শুনি এ বচন,
বলিলা "বাসনা যাহা আছিল সুচির,
পূর্ণ হল আজি, বলি দিলা আলিঙ্গন।

"চাই না ইন্দ্রত্ব, শত কুবেরের ধন,
চাই না প্রভুত্ব, যশ, পদ, জনবল,
পেয়েছি সবার হতে অমূল্য রতন,
আমার আকাঙ্ক্ষা নহে বৃথা এ সকল।
মদালসা গর্ব্ভে মোরা চারিটী সোদর,
এক স্তন্যে পরিপুষ্ট, কোলেতে পালিত,
তাঁহারই সুশিক্ষায় গঠিত অন্তর,
তবে কেন ভ্রাতা বৃথা মায়ায় মোহিত।
বুঝাইতে এ সকল বৃথা এ সংসারে,
লইনু শরণ আমি কাশীরাজদ্বারে।

"দিয়াছি বহুল ক্লেশ, হে প্রিয় সোদর,
কিন্তু জানি পরিণামে হইবে মঙ্গল,
যদি শত্রু বলি মোরে ভেবেছ অপর,
ত্যজ তাহা, জান মম সৌহৃদ্য অচল।
বিক্রান্ত শত্রুমর্দ্দন নহে সুমার্জ্জিত,
তব সম, তথাপিও মাতৃশিক্ষা-বলে
সার ধন লাভ করি হয় তিরপিত,
কিন্তু দহিতেছ তুমি বিষয়-অনলে।
এই হেতু বিমোচিতে অনল হইতে,
উদ্ধারিতে আত্মা তব ধূলিকণা ত্যজি,
মদালসা মাতৃনাম পবিত্র করিতে,

ভ্রাতা হয়ে শক্রভাবে রহিয়াছি সাজি।
চল ভাই শক্রভাব করি পরিহার,
কাননে তপস্যা করি ছাড়ি এ সংসার।"

আবার সোদরে রাজা দিলা আলিঙ্গন,
"হে সোদর প্রাণাধিক, প্রাণের দোসর,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, এই নিবেদন,
বড়ই হৃদয়ে তোমা ভেবেছি অপর,
কাশীরাজ মম শক্র নহে কদাচন,
তোমারেই ভাবিয়াছি ঘোর আততায়ী,
ধন্য পরমেশ, দুঃখ হইল ভঞ্জন
বুঝিলাম স্নেহ তব, ভ্রাতা অনুযায়ী।
আজি এস দুই ভাই মিলি প্রাণে প্রাণে,
আগে ধন্যবাদ দেই দেবী মাতা পদে,
পরে বর লভি তার দেবী আত্মা স্থানে
দুই ভাই দেই মন সেই ব্রহ্মপদে।
অসার রাজত্ব ধনে নাহি আর মন,
বুঝিয়াছি রাজ্য হতে শান্তিময় বন।"

"সেকি? তবে কি কারণ এ ভীষণ রণে"
বলে কাশীরাজ ক্রোধে অধীর হৃদয়ে,
"নরবংশ ক্ষয় তরে নিয়োজিলা পণে
কেন বা রাজ্যের তরে আইলা আশ্রয়ে।

বুঝিলাম প্রতারণা, নহে রাজ্য তরে।
কিন্তু যোগীবর মম এই নিবেদন,
আমাকে ও লও আজি তব সঙ্গে করে,
যাহাতে আমিও পাই সেই মোক্ষ ধন।"
"হে রাজন এবে নহে সময় তোমার,
তবে বলি দুকথায় সার উপদেশ,
কি সংসার, কি কানন, সাগর, কান্তার
যথা যাও, এক ব্রহ্ম থাকে সর্ব্বদেশ।
তাঁহার সন্তানগণে করহ যতন,
ভক্তিভাবে কর পূজা তাঁহার চরণ।

সংসারে রাজত্বে ধর্ম্ম আছে সর্ব্বস্থান,
যদি সব কাজে মোরা লক্ষ্য রাখি স্থির,
তাঁহার(ই) আদেশ পালি তাঁহার বিধান,
পাপ তৃষ্ণা পরিহরি হয়ে শান্ত ধীর।
হিংসা, দ্বেষ, অভিমান, ক্রোধ, ব্যভিচার,
নরহত্যা, পরঃপীড়া, পরার্থ হরণ,
পর রাজ্যতৃষ্ণা, নিরদয় ব্যবহার
এ সকল নরপতি করহ বর্জ্জন।
প্রতিদিন প্রাতে উঠি উপাসনা পরে
রাজকার্য্য গুরুতর বিষয় সকল,
বিবেকের অনুমতি মীমাংসার তরে,

চাও, তবে পাবে তুমি সত্য ধর্ম্মবল।
প্রাণান্তেও অসত্যেরে নাহি দাও স্থান,
কখন বিবেকবাণী নহি কর আন।
এ সংসার ধর্ম্মক্ষেত্র, নহে সুখতরে,
দীন হও, ধনী হও, নৃপতি প্রবল,
ছাড়িবে সকলি নৃপ কিছুদিন পরে,
দেহে প্রাণে হবে ছিন্ন অন্যে কিবা বল।
তাই বলি এ অনিত্য সম্পদের তরে,
পাপের শৃঙ্খলে আত্মা করনা বন্ধন,
সেই ধন লাভ কর যাহা ইহপরে,
প্রদানিবে ভূমানন্দ, মুকতি রতন।
সদা সত্য পথে নৃপ কর বিচরণ।
অসত্য সদাই ত্যজ্য, হোক যে কারণ।
সত্য ব্রহ্ম অবিচ্ছিন্ন, সত্যের কারণ,
দিবে প্রাণ বিসর্জ্জন নৃপতি সুজন।
সর্ব্বকার্য্য পরব্রহ্মে করি সমর্পণ,
হইয়া তাহার ভৃত্য পাল প্রজাগণ।"
চলিলা সুবাহু-সহ অলর্ক রাজন।
কাশীরাজ আদেশিলা সেনাপতিগণে,
করহ ঘোষণা আজি, হে সেনানীগণ,
নাহি কাশীরাজ দ্বন্দ্ব অলর্কের সনে।
অলর্কের শত্রু সম অরাতি নিশ্চয়,

অলর্কের জ্যেষ্ঠ পুত্রে দেও সিংহাসন,
আন ফিরাইয়া মম সেনানী নিচয়,
উভয় রাজ্যেতে হল মিত্রতা সাধন।
রাজা নিরুদ্দেশ তরে বহু অরাজক,
বহু অত্যাচার বার্ত্তা শুনেছি শ্রবণে,
করহ শাসন যত রাজ্যের কণ্টক,
বসাও আবার পদে সাধুপাত্র গণে।
বল রাজপুত্রে মম আশীষ বচন,
আজি হতে পুত্র মম অলর্ক নন্দন॥

নবম পল্লব।

রাজাহীন রাজ্য।

রাজা বনবাসী, রাজ্য পর-হস্তগত,
রাজদ্রোহী রাজশত্রু সহ সম্মিলিত,
রাজবংশ নিজ গৃহে বন্দীকৃত সবে,
ক্রন্দন বিলাপ পূর্ণ অলর্ক নগরী।
দুষ্টগণ আর নহে রাজার শাসিত,
চৌরগণ রাজ-শাস্তি না লভে এক্ষণ,
দস্যুগণ দিবসেই লুণ্ঠনে নিরত,
ভৃত্যগণ প্রভু-হন্তা ঘোর দুর্বিনীত।

নীচলোক উচ্চপদে করে অপমান,
দুর্ব্বল সবল ভয়ে সতত কম্পিত,
নারীকুল সদা ভীত সতীত্ব রক্ষণে,
ক্রূরগণ সদা রত সাধুর পীড়নে।
ধনীগণ ধনরত্ন হয় বিলুণ্ঠিত,
ধর্ম্ম কর্ম্ম হলশূন্য রাজাহীন পুরে।
সাধুগণ দশা হেরি ফেলে অশ্রুজল,
ভক্তগণ রাজ্য ছাড়ি বনভূমে যায়।
কৃষিগণ ভয়ে কৃষিকার্য্য নাহি করে,
দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, ক্লেশ দেশে আরম্ভিল,
নিত্য নিত্য কাশীরাজ শুনি অত্যাচার,
পাঠাইলা দেশ হতে কর্ম্মচারীগণে,
শাসিতে সেনানী সহ অলর্কের পুরী।

বসি পতি সিংহাসনে অবন্তী কুমারী
চিত্রলেখা, পুণ্যবতী অলর্ক মহিষী
জিজ্ঞাসিলা দূতে "বল কি দেখিলা,
কোন কোন স্থানে খুজি রাজরাজেশ্বরে
আইলা হেথায়, আছে কেমন সন্তান
মম প্রজাগণ সবে, রাজ্যের অবস্থা
দেখিলে কিরূপ এই অরাজক পুরে।"
"হায় মাত" বলে দূত "কেমনে বর্ণিব
কোন কোন দেশে আমি করিনু ভ্রমণ,

রাজ রাজেশ্বর প্রভু অলর্ক সন্ধানে।
অঙ্গ, বঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, মগধ, মিথিলা
উৎকল, দ্রাবিড়, পুরী, মহারাষ্ট্র ভূমি,
পঞ্চনদ, রাজ্‌ওয়ারা, নেপাল, অন্ধ্রক,
মণিপুর, প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম লব কত,
কোথা নাপাইনু সেই রাজর্ষি বারতা।
দেশে ফিরি শুনিলাম কাশীরাজ দূত,
ঘোষিছে "না অরাজক রবে দেশে আর,
শৃঙ্খলা স্থাপন হবে, কিন্তু সে শাসন,
নিরখি দেশীয়গণ ভাবিছে হৃদয়ে,
অরাজক এর চেয়ে ভাল শতগুণে।
দেশবাসী আর নাহি পায় উচ্চপদ,
মন্ত্রী পুত্র সহকারী হয় কোতয়াল,
সেনাপতি পুত্রগণ মসীজীবী সবে।
মসীজীবী পদ শুধু পাপ্য দেশীয়ের,
অথবা পাহারা ফৌজ পেয়াদা নফর।
কাশীবাসী মূর্খগণ উচ্চপদ পায়,
ধর্ম্মাধিকরণে নাই দেশীয়ের স্থান।
"কাশীরাজ সেনা যদি বিনাশে মানব
পিপীলিকা বধতুল্য পায় সে শাসন
পদাঘাতে যদি লোক লভে যমালয়,
প্লীহাফাটা বলি তাহা হয় উপেক্ষিত,

কিন্তু যদি উচ্চ কথা দেশীয় উচ্চারে,
কাশীবাসী জনপ্রতি, লভে সে দুর্গতি।
দেশীয় দেশীয় সনে পায় সুবিচার,
কিন্তু বিদেশীয় যদি হয় প্রতিবাদী,
হোক চীন, হুন, মিশ্র, যবন পহ্লব,
নাহি দেশীয়ের ত্রাণ, বিচারের নামে
এহেন কলঙ্ক নিত্য হয় অনুষ্ঠিত।

"ছলে বলে হরে অর্থ কাশীবাসীগণ।
ব্যয় কমাইতে যদি হয় মনোযোগ,
দেশী পাঁখা ভৃত্য তবে পায় অবসর,
বাড়ে কাশীবাসী ভাতা। দুর্ভিক্ষের তরে,
প্রজার শোণিত অর্থ করিয়া শোষণ,
রাজ বংশগণ সুখ হয় সংসাধিত।
মদ্য সিদ্ধি অহিফেন অর্থলাভ তরে
করে কাশীবাসীগণ বাণিজ্য সে দেশে।
ডুবাইতে পাপপঙ্কে দীন প্রজাগণে।

"নাহি আর মহারাণী সে সুন্দর সভা,
বিজ্ঞান দর্শন রাজ নীতিতে গঠিত।
তার স্থানে দেখ আজি কাশীবাসীগণ,
লভে স্থান সে সভায়, যদি একজন
থাকে এ দেশীয়, বিদেশীর পদানত,
চাটুকারী পায় পদ হোক অভাজন।

"অধীন রাজন্যবর্গ সন্তান সন্ততি
কুটীর নিবাসী এবে রাজধানী ছাড়ি,
লভে তথা ক্ষুদ্রবৃত্তি, মাসের সংস্থান
বর্ষ তরে, যদি তাহে অসন্তুষ্ট, তবে
রাজ অনুগ্রহ কথা বাখানি আপনি,
নানা অপমান করে সে বিপন্নগণে,
পাষাণের দয়া হয় শুনি সে বারতা।"
"কান্দিলা গভীর শোকে অলর্কমহিষী
হায় কোথা এসময়ে তেজস্বী সুধীর
অলর্ক, বালার্ক সম, সুবিচার রত,
ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যে মণ্ডিত।
হায় কে রক্ষিবে রাজ্য এ ঘোর দুর্দ্দিনে।

দশম পল্লব।

রাজাগমন।

ধীরে ধীরে ধীরে, যোগী দুইজন,
তেজঃপুঞ্জ কান্তিধারী।
পশিল নগরে, মুখে প্রীতি ভরা,
নির্ব্বিকার বনচারী।
একজন তার, রাজঋষি প্রায়,
পরম সুন্দর কায়।

আরজন যোগী, পরম সুন্দর,
ধামের প্রতিভায়।
দেখে পুরবাসী, করি নিরীক্ষণ,
তরুণ অরুণ সম,
প্রভাযে যোগীর, নহে আর কেহ,
অলর্ক নৃপ সত্তম।
পুরবাসীগণ, দিল জয়ধ্বনি,
উলু দেয় নারীগণ।
শিশু বৃদ্ধ যুবা, আসিয়া ঘিরিল,
আনন্দে মগন মন।
এস মহারাজ, তব রাজপুরী,
আঁধার তব বিহনে।
তব পুত্রগণ, শোকেতে মগন,
ভাসে অশ্রু দুনয়নে।
হের কি দুর্দ্দশা, ধরিয়াছে আজি,
তব প্রিয় রাজধানী।
তব রাজসভা, প্রভাহীন আজি,
শোকাকুল যতপ্রাণী।
তব পরিবার, দীন হীন প্রায়,
পরের প্রসাদ ভোগী।
মহিলা তোমার, কি বলিব আর,
শোকভরে চিররোগী।

সহেনা এ ক্লেশ, হে মহারাজন,
লও রাজদণ্ড হাতে।
দেও অনুমতি, যুঝি শত্রুসনে,
করি দূর দেশ হতে।
ওহে বৎসগণ, বলে নরপতি,
সেদিন হবেনা আর।
বিষয়ের মোহে, রাজত্ব কুহকে,
পশিব না এসংসার।
আসিনু হেথায়, বিদায় লইতে,
ওহে পাত্রমিত্র মম।
দেও অনুমতি, করি তথাগতি,
যথা রাজা প্রজা মম।
চাইনা ভুঞ্জিতে, রাজ সিংহাসন,
অনিত্য রাজার পদ।
চাইনা মজিতে, ধনের গৌরবে,
অনিত্য বিষয় মদ।
এ বচন শুনি, হাহাকার ধ্বনি,
করে নরনারীগণ।
যে যথায় ছিল, ধাইয়া আইল,
পাত্রমিত্র বন্ধুগণ।
রাণী চিত্রলেখা, নয়ন আসারে,
রোগে জীর্ণ-শীর্ণ বেশে,

রাজাগম শুনি, ধাইয়া আইলা,
এলোবেশে এলোকেশে।
নাই সে লাবণ্য, নাই সেই রূপ,
সে মহিমা যৌবনের।
রোগেতে কাতর, শোকে জর জর,
নাহি চিহ্ন গৌরবের।
বলিলা রাজন, কর নিরীক্ষণ,
কি দশা লভেছে পুরী।
তোমার অধীন, নর নারীগণ,
প্রাণ কাঁদে দশা হেরি।
ধীরে বলে রাজা, অয়ি প্রাণপ্রিয়ে,
সুখদুঃখ কিছু নয়।
এ সকল মায়া, স্বপ্নবৎ সবে,
সার সুধু কৃপাময়।
রাজত্ব বিভব, রাজার আসন,
দেও পুত্র অশোকেরে।
তাহার নিকট, করি অবস্থান,
শিখাও রাজ ব্যভারে।
বলি অশোকেরে, করি আবাহন,
দিলা নীতি উপদেশ।
কাশীরাজ দূত, রাজার মুকুট,
শিরেদিল রাজবেশ।

কাশী সেনাপতি, আসি প্রচারিলা,
কাশীরাজ উপদেশ।
"আজি হতে রাজ্য, হইল স্বাধীন,
যুদ্ধ আজি হল শেষ।
অশোক রাজায়, আজি পুত্র সম,
ভাবিবে কাশীরাজন।
বিপদে সম্পদে, পরম বান্ধব,
হবে রাজা দুইজন।"
অশোক রাজন, পরিয়া কীরিট,
নমি জ্যেষ্ঠতাত পদে।
পিতা মাতা পদে, করি নমস্কার,
বসিলেন রাজপদে।
গাও সবে আজি, ধরমের জয়,
যার বলে আর বার,
অলর্কের বংশ, লভি রাজ পদ,
প্রচারিলা সদাচার।
আবার হাসিল, পুণ্যে জনপদ,
হাসিল প্রজার কুল।
ধন ধান্যে পুনঃ, বিরাজিল মহী,
ফুটিল সৌভাগ্য ফুল।

একাদশ পল্লব।

পরিণাম।

রাজ্য ছাড়ি দুই ভাই করিলা গমন
ছাড়ি কত গিরি নদী রম্য তপোবন।
বন ফল আজি রাজ ভোগ উপাদেয়।
উন্মুক্ত গগন আজি হর্ম্ম্য হতে শ্রেয়ঃ।
দেখিলা কতই দেশ, কত প্রস্রবণ,
যোগী, ঋষি, মহাত্মার শান্তি নিকেতন।
কত রাজ যোগী ছাড়ি রাজ সিংহাসন,
নিবসে কানন ভূমে শান্তি নিমগন।
কত যোগী লুপ্তসংজ্ঞ যুগযুগান্তর,
ব্রহ্মজ্ঞানে মত্ত হয়ে ভুঞ্জে নিরন্তর।
মুনিগণ বনভূমে সুখে কাল হরে
কিছার রাজত্ব সুখ সংসার ভিতরে।
যাই দেখিলা রাজা যোগী ঋষিগণ,
শান্তি রসে নিমগণ হল তাঁর মন।
দেখিলা জনক জননীর সিদ্ধি স্থান।
ভ্রাতাগণ যোগে যথা ব্রহ্মার্পিত প্রাণ,
ব্রহ্ম নামে উভয়ের সমাধি ভাঙ্গিল,
এস রাজা ভ্রাতা বলি দোহে আলিঙ্গিল।
আবার গভীর যোগে হল নিমগণ।

সুবাহু সহিত তথা অলর্ক রাজন,
যোগাসনে বসে দোঁহে হয়ে একমন।
কতবর্ষ এইরূপে করিলা যাপন।
কত যুগ যুগান্তর হয়েছে বিলীন
তথাপি ও ব্রহ্মেপ্রাণ হয়েছেনিলীন।
ব্রহ্মযোগে মগ্ন হয়ে ব্রহ্মে সঁপি প্রাণ,
ব্রহ্ম সাগরের মাঝে লভেছে নির্ব্বাণ।
হায় কোথা সুবাহুর সম সহোদর!
মোহমুগ্ধ জীবগণে করিতে অমর।
কোথা মদালসা সম আদর্শ জননী!
সন্তানের স্বর্গকামী দিবস রজনী।
হায়, ঘোর কলি যুগে জননী সোদর।
মোহ মায়া বাড়াইতে সতত তৎপর।
গাও সবে ভ্রাতা আর জননীর জয়,
আর গাও পূর্ণব্রহ্ম প্রভু দয়াময়!

ইতি রাজর্ষি অলর্ক সমাপ্ত।

যূথিকা-গুচ্ছ ।

(গীতি-কবিতা)

বঙ্গ-মহিলা।

দাঁড়াও তারকা, করনা গমন
দেখেছ তোমরা এতিন ভুবন,
তীর সম বেগে করিছ ভ্রমণ,
নাহিক বিরতি, নাহিক ক্লেশ।
কোথা চন্দ্রলোকে, রবির হৃদয়ে,
স্বর্গের তোরণে, যমের আলয়ে,
পাতালে, ভূতলে, অমর নিলয়ে,
করেছ লোকন সকল দেশ।
বলদেখি কোথা দেখেছ এমন
কণ্টকের গাছে, ফলিতে কাঞ্চন,
কাঙ্গালের ঘরে বিচিত্র রতন,
বাঙ্গালির ঘরে রমণী যেমন ?
ইথিওপ্ গলে গজমতি হার,
বিজন বিপিনে কুসুম সঞ্চার,
দগ্ধ মরুভূমে সলিল সুধার,
সাগর কন্দরে মুকুতা খনি।
অই দেখ অই কুটীর ভিতরে
অধম বাঙ্গালি সহর্ষে বিহরে,

কিন্তু আঁখি মেলি দেখ তার ঘরে
সতী শিরোমণি বঙ্গ রমণী।
অই দেখ অই পাষাণ হৃদয়
বহুপত্নী সহ কুলীন তনয়,
দলিয়া চরণে সুবৃত্তি নিচয়,
ইন্দ্রিয়ের মোহে লোভের বশে।
করিয়া বিবাহ রমণী রতন
দূর করি দেয় হরি রত্ন ধন,
তবু পদ তার সেবিছে কেমন
রমণী তাহার ভকতি রসে।
শত শত নারী সুখভোগ হরি
আপন উদর, ধনাগার ভরি,
যারে যথা পায় ,যায় পরিহরি,
আর নাহি দেখা জনম তরে।
কি অসুখে তথা বিহরিছে দিন
অভাগী রমণী পরের অধীন,
হয়ে নির্ব্বাসিতা, হয় দীন হীন
মরিলেও কেহ না চায় ফিরে।
কে দেয় তাহারে বসন, অসন,
করে পরিত্যাগ সহোদরগণ,
ভিখারিণী হায়, করিছে ক্রন্দন
তবু কেহ নাহি ফিরিয়া চায়।

বিমুখ জনক, বিমুখ সোদর,
বিমুখ পতিও পাষণ্ড পামর,
বলকে তাহার তুষিবে উদর
জীবনের কিবা হবে উপায় ?
অই দেখ, অই আয়স হৃদয়
পাষণ্ড জনক, নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়,
কি কঠিন হিয়া বজ্র-লেপময়,
ফেলিছে সলিলে দুহিতাগণে।
প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের পুতলি,
কুসংস্কার স্রোতে দেয় জলাঞ্জলি,
কুলদেব পদে দিতেছেরে বলি,
প্রাণ সম প্রিয় স্নেহের ধনে।
সুললিতা বালা, দুধের সন্তান,
বৃদ্ধের চরণে করি বলিদান,
রাখিছে আপন কুলের সম্মান
হরষ হৃদয়ে অম্লান মুখে।
তবুও এমন পিতার কারণে
দেখ কত ভক্তি দুহিতার মনে,
বিন্ধিলে কণ্টক পিতার চরণে,
বিন্ধে যেন শেল দুহিতা বুকে।
দেখরে আবার, ধিক শতবার
বাঙ্গালির মুখে অসংখ্য ধিক্কার,

অই দেখ সুখ নাশে দুহিতার,
হতভাগ্য মূঢ় জনক তার।
পলিত চিকুর, গলিত দশন,
জরায় কাতর, মরার মতন,
স্থবিরের হাতে রমণী রতন
সপি, সুখে কাল করে বিহার।
ভবিতব্যে দূষি সুশীলা রমণী,
পাপ বাঙ্গালার সতীশিরোমণি,
তাহাতেই মনে অসুখ না গণি,
পতির চরণ করিছে সেবা।
পতি বিনে তার নাহি গতি আর
পতির চরণে সদা মতি তার,
পিতারেও কভু করেনা ধিক্কার,
এমন রমণী দেখেছ কেবা।
তনয়ের মন বিকাশের তরে
বাঙ্গালি জনক কত যত্ন করে,
পাঠায় বিদেশে পরম আদরে,
কত সুখ গণে পুত্রের যশে।
কিন্তু হায় কত শত নারীগণ
যাহাদের মন পুরুষ মতন
কোমল, নির্ম্মল, সুশিক্ষাপ্রবণ,
সতত বঞ্চিত জ্ঞানের রসে।

যেই নারী কুলে হইলা সৃজিতা
খনা, লীলাবতী, দময়ন্তী, সীতা,
দ্রৌপদী, সাবিত্রী, আশ্রম-দুহিতা
শকুন্তলা, রমা, মিস্ কার্পেণ্টার।
হা ধিক বাঙ্গালি, সেই নারী জাতি
তোমার কারণ খাটে দিবারাতি,
বল তুমি তার নাহিক শকতি
পরিতে অতুল জ্ঞানের হার।
রমণী-হৃদয় নির্ম্মল দর্পণ
স্নেহের আলোকে উজলি কেমন,
প্রতিবিম্ব তার করিয়া অর্পণ,
পুরুষের মন করে কোমল।
নিরমল জল সরসী কেবল
করয়ে ধারণ হৃদয়ে কমল,
লবণাম্বু সিন্ধু তরঙ্গে কমল
ভাসিতে কখন দেখেছ বল?
কবিতা কল্পনা, কোমল যেমন,
নারীরই হৃদয় করিত বরণ,
পরদুঃখানলে হইতে দাহন
কে আছে এমন রমণী সম?
পুরুষের মন কঠিন পাষাণ,
বারমদে মত্ত করীর সমান,

রৌদ্র ভীমরসে হয়ে ভাসমান
দেখাবে ভীষণ রণে বিক্রম।
লিখিবে বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত,
আয়ুর্ব্বেদ, বীর—ভাষার সঙ্গীত,
কিমিতি, জ্যোতিষ, জীবনচরিত,
ইতিহাস, রাজনীতি সমর।
নারীর কোমল লেখনী কেবল,
কবিতার হার গাথিবে উজ্জ্বল,
পর লাগি সুধু দিবে অশ্রুজল,
কান্দাবে ত্রিলোক, অমর, মর।
কিন্তু দেখ চেয়ে চিরপরাধীন
অধম বাঙ্গালি পৌরুষ বিহীন,
নিজেই কোমল রসেতে বিলীন,
শৌর্য্য, বীর্য্য, জ্ঞান, দর্শন ভুলি।
নারীর শিক্ষায় কিবা প্রয়োজন ?
চিরদাসী তার রমণী রতন,
নিরক্ষর, হীন জাতির মতন
দাসভার শিরে দিতেছে তুলি।
আহা! ইচ্ছা হয় বাঙ্গালী সকলে,
এই অপরাধে নারী পদতলে
করি বলিদান, তাহাদের স্থলে
নব এক জাতি সৃজন করি।

চাহি না ঘৃণিত বাঙ্গালী জীবন,
পরিতে চরণে দাসত্ব বন্ধন,
জননী, ভগিনী দাসীর মতন
দলিতে চরণে দিবা সর্ব্বরী।
তবু স্নেহময়ী জননী, ভগিনী,
এত অপমান মনে নাহি গণি,
আমাদেরি দুঃখে দিবস যামিনী,
করিছে মোচন নয়ন জল।
এই হেতু দেখ বিধির বিধান,
বাঙ্গালি হৃদয় যেমন পাষাণ,
চরণে তাহার করেছেন দান
সপ্তশত বর্ষ দাস শৃঙ্খল।
দেখরে আবার ব্যভিচার রত
বাঙ্গালি চরণে দলিছে সতত,
প্রণয়িনী মনে হানিছে নিয়ত
অবজ্ঞার শর, পুরুষ বাণী।
এত অত্যাচার, এত অপমান,
রমণীর মনে নাই তাহা জ্ঞান,
পতির কারণ সপিতেছে প্রাণ,
ধন্য এজগতে বঙ্গ রমণী।
তবুও রমণী স্বামীর কারণ
জ্বল হুতাশনে ঢালিত জীবন,

চিরকাল পূজি পিতার চরণ,
পতি চিতানলে ত্যজিত প্রাণ।
যতই কাঞ্চন করিবে দাহন,
হইবে উজ্জ্বল তাহার বরণ,
যতই চরণে করিবে দলন,
তত জ্যোতিঃ নারী করিবে দান।
আবার আবার বিদরে হৃদয়,
লিখিতে লেখনী সমর্থ না হয়,
ঘরের, পরের যাতনা নিচয়,
কেমনে লিখিব, হায় কেমনে !
যে দিকেই চাই, দেখিবারে পাই
অনলের কুণ্ড জ্বলিছে সদাই,
বালিকা বিধবা সংখ্যা তার নাই
ঘরে ঘরে আহা কত কে গণে।
পবিত্র, নির্ম্মল, সরলতাময়
কোমল অন্তর, বিমল হৃদয়,
ধরমেতে রত তপস্বিনী প্রায়,
দিবা নিশি হিয়া দহে অনলে।
আপনার দুঃখে আপনি বিকল,
ফেলিছে সতত নয়নের জল,
নিবারিতে তার হৃদয় অনল
নাহি একজন ধরণী তলে।

কতই বিনয়, ধরমনিষ্ঠতা,
নিরাগ, অপাপ, সাধ্বী পতিব্রতা
নাহি হাস্যমুখ, নাহি প্রগল্‌ভতা,
নবীন বয়সে প্রবীণা সম।
নাহিক আহার, দিনে একবার,
কোন মতে করে ক্ষুধার সংহার,
রসনা, বাসনা, কামনা অপার
হৃদয়ের মাঝে করে সংযম।
ধিকরে বাঙ্গালি পাষাণ হৃদয়!
ধিকরে জনক, সোদর নিচয়!
এত যে যাতনা হৃদয়েতে সয়
তবু একবার দেখনা ভেবে?
জরাগ্রস্ত যবে অশীতি বরষে,
সুত-দার-পতি পরম হরষে
নূতন বনিতা গৃহিছ সরসে,
নাহিকিরে লাজ তোদের ভবে!
অথচ বালিকা অস্ফুট কোমল
দ্বাদশে বিধবা হলেও কি বল,
চিরকাল তরে বৈধব্য অনল
দহিবে তাহার হৃদয় মন?
জ্বাল হুতাশন হিন্দুর রমণী,
পাপ বাঙ্গালায় সতী শিরোমণি,

মিশাও অনলে মনের অগিনি
কতদিন বল রবে এমন ?
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বাল হুতাশন,
পুড়ুক বাঙ্গালি-সমাজ বন্ধন,
পুড়ুক বাঙ্গালি শাস্ত্রকারগণ,
পুড়িয়া বাঙ্গালি হউক ছাই।
জ্বালাও প্রবল ভীম হুতাশন,
স্মৃতি, শ্রুতি, বেদ হউক দাহন,
বঙ্গ সমাজের সকল বন্ধন,
পুড়ে হোক ছাই বাঙ্গালি সবাই।
পতি চিতানলে হইতে দাহন,
রাজাদেশ তাহা করিল বারণ।
মনাগুণে সদা দহে যে জীবন
কে তারে বারণ করিবে ভবে ?
তাই বলি পুনঃ জ্বাল হুতাশন,
জাতি, মান, কুল, সমাজ বন্ধন,
বাঙ্গালির নাম জনম মতন
পুড়ে হোক ছাই বাঙ্গালি সবাই।
দেখি দিন দিন অনাথা মলিন
তনয়া, সোদরা আশ্রয় বিহীন,
আহা ! তনুক্ষীণ, বদন মলিন,
শুকায় নলিন দুঃখ শিশিরে ;

সুখে খায় দায়, জীবন কাটায়,
নাহি ভাবে হায়, কেমনে বাঁচায়
অভাগী অবলা পরাণ ধরায়,
স্বপনেও আহা, চায় না ফিরে।
হেন ইচ্ছা হয়, বিদারি হৃদয়
শোণিত অক্ষরে লিখি দুঃখ চয়,
যে দুঃখ দুখিনী বিধবা নিচয়
বাঙ্গালির ঘরে ভুগিছে হায়।
ফণি শিরে মণি কবির কল্পনা,
হে জগত বাসী, মনেও করনা,
চাহিয়া দেখনা, বাঙ্গালি ললনা,
জগতে তুলনা, পাই কোথায়।
কোথায় এমন বিধবা রমণী,
মাতৃস্তন্য ছাড়ি বিধবা অমনি,
তবু অকলঙ্ক সতীত্বের খনি,
এমন রমণী কোথায় আর!
তাহতে দুঃখিনী কুলীন কুমারী,
আজীবন চির-কৌমার্য্য আচরি,
আপনার দুঃখ সকলি পাশরি
জনকের কুল উজলে তার।
তাই বলি তারা, করনা গমন,
দেখেছ তোমরা এতিন ভুবন,

বলদেখি কোথা দেখেছ এমন,
বাঙ্গালির ঘরে রমণী যেমন।
ইথিওপ* গলে গজমতি হার,
সাগর কন্দরে খনি মুকুতার,
মেঘ নীলিমার চপলা সঞ্চার,
এত চমৎকার নয় কখন।

অনন্ত শূন্য।

বললো প্রকৃতি সতি, কত আছে আর ?
দিগন্ত জুড়িয়া, তিমিরে মাখিয়া,
অনন্ত গগনে, উধাও হইয়া,
আরও কত আছে উদরে তোমার ?

সুদূর অনন্তে, ছাড়ি চন্দ্রতারা,
ছাড়ি দিবাকর, হই শূন্যে হারা ;
নাহিক আলোক, নাহিক পুলক,
নাহি সচেতন, নাই অচেতন,

---

* মিসর দেশের দক্ষিণ প্রদেশবাসী নিগ্রো জাতি নামান্তর।

নাহি জল স্থল, নাহি সমীরণ,
কি আছে তথায় বল একবার ?

সসীম সঙ্কীর্ণ, কিছু তথা নাই,
অসীম অনন্ত, যেদিকে তাকাই,
আপনার বলি, কারেও না পাই,
অনন্তের কোলে মিশিয়া যাই।

উত্তর, পূরব, পশ্চিম, দক্ষিণ,
ধূ ধূ ধূ ধূ মহা শূন্যেতে বিলীন,
নাহিক পবন, করে শন্ শন্,
নাহিক তপন, বিতরে কিরণ,
নাহিক চন্দ্রমা, মধুর সুষমা,
নাহিক সায়াহ্ন, ঊষা মনোরমা,
পূরিয়া দিগন্ত, আকাশ অনন্ত,
নাহি বর্ষা গ্রীষ্ম, সরস বসন্ত,
জীবের সঙ্কীর্ণ, স্বার্থময় ভাব,
হায়রে হেথায়, সবার অভাব,
তনয়ের তরে, জননী কান্দেনা।
পতির বিরহে, সতীও দহেনা ;
বিলাসী এখানে, আহ্লাদে হাসেনা,
শিশুর নয়নে, আলোক ভাসেনা,

হিংস্র চতুষ্পদ, করেনা পীড়ন,
অত্যাচারী নৃপ করেনা তাড়ন,
রাজা, প্রজা, দীন, স্বাধীন, অধীন,
সম্পন্ন, বিপন্ন, গৃহী, উদাসীন,
হায়রে! এখানে কেহই নাই॥

অনন্ত জুড়িয়া, অনন্ত ঘিরিয়া,
অনন্তের কাছে অনন্ত হইয়া,
অনন্ত, অসীম, বিশ্ব মূলাধার,
চিদানন্দ রূপে করেন বিহার,
তিনিই সবার আপনার ধন,
তিনিই সকল জীবের জীবন,
তিনিই অনাদি অনন্ত কারণ,
তাঁহারই চক্রে ভ্রমে ত্রিভুবন,
ইচ্ছা হয় মনে, অনন্তের সনে,
অনাদি কারণে মিশিয়া যাই।

যদি একবার, বিষয় বাসনা,
ধনের ভাবনা, মানের কামনা,
প্রাণের যাতনা, মনের বেদনা,
সংসার লাঞ্ছনা, লোকের গঞ্জনা,
তোমাদের হাতে বিদায় পাই।

কালের লহরী।

১

কালের লহরী আসি, সকলি ফেলিছে গ্রাসি
কালিকার সহ ভেদ আকাশ পাতাল।
শৈশবে দেখিনু যত, সকলি হইল গত;
ভাবিয়াও নাহি পাই একিরে জঞ্জাল।
হেলায় হারানু যাহা, প্রাণ গেলে আজি তাহা,
পাই নারে দেখি নারে একি দশা হায়।
মায়ার কুহকে পড়ি, মোহ কূপে ডুবে মরি,
ধর্ম্মের আশ্রয় বিনা বুঝি প্রাণ যায়।

২

রে মায়া, কুহক তোর, নিশার আঁধার ঘোর,
মানবের চর্ম্ম চক্ষু বুঝিতে না পায়।
কোথা হতে এত আসে, কেইবা সকলে গ্রাসে,
কোথাইবা জীবজন্তু অন্তিমে লুকায়।
এই যে বীরত্ব রাশি, এত যে ক্রন্দন হাসি,
কোথা যায় এত স্বার্থ, এত ভালবাসা।
ধনীর ধনের মায়া, মোহিনী কল্পনা ছায়া,
যুবকের বিশ্বজয়ী উন্নতি পিপাসা।

৩

ক্ষণেক ধরণী পরে, আনন্দে বিহার করে,
আবার ধরণী পৃষ্ঠে হয়রে পতন।

একদিনে কোথা যায়, কেই বা ফিরায় তায়,
তার হাসি তার কান্না চির নিমগন।
বীরত্ব ধীরত্ব, ধর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান, কর্ম্ম,
সকলেরই শ্মশানেতে হয় পরিণতি।
রাজার মুকুট নত, পার্থিব গৌরব হত,
সুকৃতি, দুষ্কৃতি হেথা লভে সমগতি।

৪

এই কিরে তবে গতি ? এই কিরে পরিণতি ?
আর কি মানব ভাগ্যে হবে না জীবন ?
আসিয়া দুদিন তরে, হাসিয়া খেলিয়া পরে,
চিরতরে মরণের কোলে নিমগন।
কে করিবে উন্মোচন, এ রহস্য আবরণ,
সকল ঢাকিয়া যাহা করে অন্ধকার।
পাইব কি হেন দৃষ্টি, ভেদ করি স্থূল সৃষ্টি,
যার কাছে খুলিবে এ রহস্যের দ্বার।

বুদ্‌বুদ্‌।

মলয় স্নিগ্ধ হিল্লোলে,   সলিলের স্নিগ্ধ কোলে,
কে তোমরা খেলিতেছ লহরীর সনে।
সূর্য্যের বিমল ভাতি,   ধরিছ হৃদয় পাতি,
শোভিছ নক্ষত্র যেন সুনীল গগনে।
লহরী সখির সনে,   আমোদ বিহ্বল মনে,
উঠিতেছ পড়িতেছ খেলিছ কেমন;
নদী কল কল ধ্বনি,   পবনের শন শনি
বাজাইছে স্বভাবের যন্ত্র সম্মোহন।
বড় সুখ হয় মনে,   দেখি তোমা যেই ক্ষণে,
ভুলে যাই সংসারের বিষম যাতনা।
কিন্তু হায় একি দেখি,   দেখিতে দেখিতে একি,
খেলিতে খেলিতে কোথা লুকালে আপনা।
বুঝিলাম,
এজগতে তোমরাও মম সম মর;
তুমি আমি এজগতে সমান নশ্বর।
রে বুদ্‌বুদ্‌ বুঝিলাম,
বৃথায় জনম তোর,   বৃথায় জনম মোর,
ধন মান সুখ ভোগ বৃথা এ সকল।
তুই যা সলিল কোলে,   আমি তা ধরণী তলে,
তুইও মিশাবি জলে জলবিম্ব, জল।
আমিও সকল ভূতে মিশাব সকল।

ভিতরে বাতাস তোর, ভিতরে বাতাস মোর,
মুহূর্ত্তে নভোর দেহে লভিবেক স্থল।
মিশিবে বায়ুতে বাত, সলিল সলিল সাথ,
মাটি সহ এই দেহ হইবে বিলীন,
সেই একদিন আর এই একদিন।

মেঘ।

আয় মেঘ নীলাকাশ গায়,
যথায় তারকা হাসে নিশাকর পরকাশে
দিবাকর জগৎ জ্বালায়।
হিংসুক মানব যথা, পরের গুণের কথা,
সযতনে ঢাকিয়া বেড়ায়।
রবির চাঁদের আলো, সেইরূপ কর কালো,
কালো মুখে ঢাক সমুদয়।
আকাশের নীল আভা, সলিলের নীল শোভা,
ঢেকে ফেল আপন প্রভায়।
পাহাড়ের উচুমাথা, চির হিমানীতে গাথা,
আর যেন নাহি দেখা যায়।
দূরের প্রাসাদ রাজি, নিরন্তর রহে সাজি,
মানবের নয়ন ভুলায়।

জগতের হাসি রাশি, দেখিতে না ভালবাসি,
কালরঙ্গে ঢাক সমুদায়।
সয় না হাসির জ্বালা, দিবানিশি ঝালাপালা,
আমোদ সয় না আর গায়।
তাই মেঘ ছুটি ছুটি আয়।

যেন তব নেত্রাসারে, জগৎ প্লাবিত করে,
স্রোত নাহি হয় নিবারণ।
নিদাঘের ঘোর তাপে, দুর্ভিক্ষের ঘোর দাপে,
জীবলোক করিছে ক্রন্দন।
বরিষ এমন বারি, নিবারি নেত্রের বারি,
সে যাতনা কর নিবারণ।
আমরা তোমার সনে, কান্দিবরে সমতানে,
কেবা তাহা করিবে বারণ।
যে দেশের নভো দেশে, নিত্য মেঘ সেজে এসে,
করে নিত্য রক্ত বরিষণ।
বিধবার নেত্রাসার, পীড়িতের হাহাকার,
ঘোর নাদে ছায় এ গগন।
অত্যাচারী সুখে হাসে নিরীহ কান্দয়ে ত্রাসে
পাপাচারী গ্রাসে ত্রিভুবন ;
সে দেশেরে কর নিমগন।

ভবিষ্যৎ ।

বর্ত্তমান একটু আলোক
আঁখির পলক যত দূর,
আগে পিছে ঘোর অন্ধকার
সীমাহীন নিবিড় নিঠুর ।

পশ্চাতের বিদ্যুৎ চমকে,
অস্ফুট মূরতি দেখা যায়,
ইতিহাস সবে তাকে বলে
সত্য মিথ্যা অঙ্কিত তথায় ।

সম্মুখেতে সে বিদ্যুৎ নাই
নির্ব্বাপিত সুধু চিতানল,
তার পার্শ্বে ঘোর অন্ধকার
সূচিভেদ্য অচল অটল ।

পশ্চাতের ঘোর অন্ধকারে
স্মৃতি নামে আলোকের রেখা,
অন্ধকারে ছায়া পথ প্রায়.
একটু একটু যায় দেখা ।

সম্মুখেতে তাও নাই, হায়!
মানব নিয়তি যাহে ঢাকা,
সুধু কল্পনার তুলিকায়
সত্য মিথ্যা রহিয়াছে আঁকা।

মৃত্যু নামে ক্ষুদ্র গবাক্ষের
ছিদ্র মাত্র সে প্রাচীর গায়
নাহি দেখে জীবিত মানব
দেখে সুধু যে তথায় যায়।

* * *

প্রাণোৎসর্গ।

কি ছার এ প্রাণ—
জলের বুদ্‌বুদ্ প্রায়, বায়ুতে মিশিয়া যায়;
ক্ষণেক লহরী কোলে মলয় অনিলে দোলে,
আবার মুহূর্ত্তপরে হয় অন্তর্দ্ধান।
অসার ভৌতিক দেহ, প্রাণের বাসের গেহ,
ক্ষিতি অপ তেজ সনে, মিশি যায় ক্ষণে ক্ষণে,
এ অসার জড় পিণ্ড বহি ক্ষণকাল।

অসার ইন্দ্রিয় দ্রোহ, কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ,
করে তারে বিচলিত, চিরতরে কলুষিত,
বহিয়া পাপের বোঝা বিষম জঞ্জাল।
অসার সংসার মায়া, পুত্র, মিত্র, বন্ধু, জায়া,
আজি যার সনে দেখা, কালি কোথা নাই লেখা,
তাহাদের তরে কেন করি বিসর্জ্জন।
অসার পার্থিব ধন, স্বর্ণ রৌপ্য প্রলোভন,
বালক খেলানা প্রায়, নয়ন ঝলসি যায়,
তার তরে দেহ মন পাপে নিমগন।
অসারের মাঝে থাকি, অসার সঞ্চিত রাখি,
অনিত্য সম্পদ লয়ে, নিরন্তর ব্যস্ত হয়ে,
অশ্রুজলে ভাসি চির লইব বিদায়।
এইকি নিয়তি ? হায়! এর তরে এত দায়,
সংসার সর্ব্বস্ব করি, ক্ষণে তাহা পরিহরি,
নিরালম্ব, নিঃসহায়, নিরাশ্রয় প্রায়।
এ সকল পরিহরি, কি ধন আশ্রয় করি,
প্রবল ইন্দ্রিয় দ্রোহ, অনিত্য বিষয় মোহ,
রোধ করি স্বর্গধামে করিব গমন।
না রবে মৃত্যুর ভয়; শোকদুঃখ করি জয়
উচ্চ সংকল্পের রথে, চলিব স্বর্গের পথে,
এছার পরাণ পাবে নবীন জীবন।
অনিত্য শরীর সহ দেখ কত অহরহ

মুক্ত আত্মা অগণন, যুঝিতেছে অনুক্ষণ,
অনুক্ষণ মরণেরে করি পরাজয়।
ইন্দ্রিয়েরে জয় করি, আকাঙ্ক্ষা ঘোটকে চড়ি,
চির উন্নতির রথে, চলিছে মহত্ত্ব পথে,
বিপক্ষে সপক্ষ করি মানবনিচয়।
ভূতবলে ভূতে বান্ধি, নরের নয়ন ধান্ধি,
মহান ব্যাপার কত, সাধিতেছে অবিরত,
এক এক মহাজন পুরুষ প্রধান।
একি উপাদানে গড়া, একি এই বসুন্ধরা,
তবে কেন হেন মতে, চলিব নৈরাশ্য পথে,
কি কারণ বলি তবে অসার পরাণ।
এ প্রাণ অসার নয়, মানবাত্মা মহাশয়,
অনন্ত শকতি পানে, যাইবে পুণ্যের যানে
বিরোধি শকতিগণে করি পরাজয়।
নিজে চিনি একবার, করে যদি হুহুঙ্কার,
পাহাড় পর্ব্বতচয়, পদাঘাতে চূর্ণ হয়,
সমুদ্র অতল স্পর্শ গণ্ডূষে শুকায়।
কেন ভাই হীন বল, বিলাপে কি হবে ফল,
উঠ হুহুঙ্কার করি, অলসতা পরিহরি,
অবশ্য মহত্ত্ব প্রাণে হইবে উদয়।
ধর বল কর পণ, যুঝিতে সম্মুখ রণ,
পাপ প্রলোভন সনে, দমি বাধা বিঘ্নগণে,

অবশ্য পাইবে রাজ্য অনন্ত অক্ষয়।
নাহি কি জীবনে বল, হীন তেজ পেশীদল?
ইন্দ্রিয় শৃঙ্খলে পড়ি, করিতেছ জড়াজড়ি?
অনন্ত শকতি নামে কররে হুঙ্কার।
এ ধরণী কর্ম্মক্ষেত্রে, দৈব তেজ ধরি নেত্রে,
কর বীর্য্যে আস্ফালন, করহ জীবন পণ,
অনন্ত শকতি পাবে বিক্রম অপার।

প্রেম।

অমিয়ার ধারা সম, এ মর মরত ধামে,
তুইলো পিরীতি।
ললিত লাবণ্য তব, নিতি নিতি নব নব,
বিকাশে মূরতি।
কোমল কমল কলি, আজি যে পড়িবে ঢলি,
তপন কিরণে।
তপনের পানে চেয়ে, হাসিতে বিকল হয়ে,
বান্ধয়ে বন্ধনে।
অই যে আকাশে তারা, যেন হিরকের ছড়া,
স্বভাবের গলে।
চাঁদের ও চাঁদ মুখে, তাকিয়ে মনের সুখে,
দেখিছে সকলে।

বান্ধা আহা কি বন্ধনে, অক্ষয় অনন্ত প্রেমে
অনন্ত জীবন।
হেন ইচ্ছা হয় মনে, চাঁদ তারা গ্রহ সনে,
থাকি অনুক্ষণ।
প্রশান্ত গভীর নীর, সীমাহীন জলধির,
থাকে অচঞ্চল।
সমীর সখার সনে, মিশিলে আনন্দ মনে,
করি কল কল,
পাহাড়-লহরী তুলে, হৃদয় ভাণ্ডার খুলে,
করে সম্ভাষণ।
বিটপির উচ্চ শিরে, বাহিয়া উঠিছে ধীরে,
লতাহীন জন।
এ ঝোঁপে ডাকিছে পাখি, পুলকে শরীর মাখি,
সুতানে সুস্বরে।
অন্য কুঞ্জে তদুত্তরে, সঙ্গীত লহরী ঝরে,
তুষিয়া অন্তরে।
কোমল মল্লিকা বধূ, পিয়ায় বুকের মধু,
পবনে ভ্রমরে।
স্বভাব সৌন্দর্য্য রাশি, ঢেলে দেয় হাসি হাসি,
স্রষ্টার চরণে।
হায় কি সুন্দর ছবি, বিরচিল কোন্ কবি,
প্রকৃতির মাঝে।

যে দিকে ফিরিয়া চাই, নিরখি সকল ঠাঁই,
পিরীতি বিরাজে।
যুবক যুবতী যারা, প্রেম বলি হয় সারা,
না জানে কি তাহা।
চেয়ে দেখ শুদ্ধ প্রীতি, স্বভাবে বিহরে নিতি,
কি সুন্দর আহা।
আপনারে ভুলি যায়, পর লাগি সমুদয়,
দেয় বিসর্জ্জন।
পৃথিবীর ভালবাসা, শুধু নিজ সুখ-আশা,
প্রেম কি কখন ?
প্রণয়ী আপন প্রাণ, অবহেলে করে দান,
বিনা বিনিময়।
পারে কি ধরম ধন, হরিতে প্রেমিক জন
হইয়ে নির্দ্দয়।
দূরে যারে ওরে পাপ, দিস্‌নারে অভিশাপ,
পিরীতির নামে।
স্বর্গের অমৃত ধন, কর প্রেম আগমন,
এ মরত ধামে।
বান্ধা যার আকর্ষণে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ সনে,
চেতন অচেতন।
সর্ব্বত্র গাইছে গীতি, স্বর্গের অক্ষয় প্রীতি,
বিশ্ব বিমোহন।

হায় কবে ক্ষুদ্র প্রাণ, বিনাশি মোহের বাঁধ,
এ প্রেমের লাগি।
গাইবে প্রেমের গীতি, মাতাবে ত্রিদিব ক্ষিতি,
হয়ে সর্ব্বত্যাগী।
জীবন নিয়ন্তা সনে, আনন্দ বিহ্বল মনে,
অক্ষয় বন্ধনে।
মাতিবে অনন্ত কাল, ভুলিয়ে কুহক জাল,
অনন্ত জীবনে।

বর্ষা ।

ঘোর রঙ্গে অসীম তরঙ্গে,
কেগো তুমি ভাসাইলে বঙ্গে,
বর্ষণের নাহিক বিশ্রাম,
তরঙ্গ চলিছে অবিরাম।

ভেসে যায় আজি জলচর,
ভাসিয়া যেতেছে বাড়ী ঘর,
গরু ঘোড়া সব ভাসি যায়,
কেহ নাহি কাহাকে সুধায়।

গাছের উপরে জড়াজড়ি,
করিতেছে নর আর নারী,

সাপ বেঙ এক ডালে রয়,
কেহ কারে কিছু নাহি কয়।

ভেসে যায় ছাগ মেষ পাল,
ভেসে যায় কুকুর বিড়াল,
গৃহীর তৈজস ভেসে যায়,
চাষা-আশা আকাশে মিশায়।

চির দুঃখী নাহি পায় ভাত,
জাগিয়া কাটায় সারারাত,
স্নেহময়ী জননীর প্রাণ,
শিশু তরে করে আনচান।

ভেসে গেছে সুখ শান্তি আশা
আজি এক ধনী আর চাষা,
বঙ্গের কপালে আজি হায়
যাহা ভাল তাই ভেসে যায়।

*　　　*　　　*

যায় যদি সব ভেসে যাক্,
নতুবা সকলি বেঁচে থাক্,
ভাল যাহা বেছে নিয়ে যায়,
মন্দ লয়ে থাকা বড় দায়।

থেকে থেকে ধূ ধূ করে প্রাণ,
দুঃখের হৃদয়ে বহে বান,
আর কত সহিব যাতনা,
ঘুচে নাক সকল ভাবনা।

বান বঙ্গে ভাসাইয়া লও,
দুর্ভিক্ষ রাক্ষস সবে খাও,
ভূমিকম্প কর চূরমার,
বঙ্গসহ ঘুচুক আঁধার।

অহঙ্কার।

বালুকা কণার নিবেদন।

ছট্ ফট্ করিতেছে প্রাণ
এক বিন্দু বারি কর দান,
সূর্য্যের বিষম তাপে, ধরণী নির্গত হাঁপে
শুকাইয়া হারাই পরাণ।
হে তটিনী জলের ভাণ্ডার,
তোমার আশ্রিতা বালুকার,
জীবন করহ দান, গাব চির যশোগান,
এ সময়ে কর উপকার!

দুর্ব্বাদলের নিবেদন।

তীরে থাকি হইয়া কিঙ্কর।
তব গুণ গাই নিরন্তর।
নির্দ্দয় আতপ তাপে, দহি সদা মনস্তাপে
এ যাতনা করহ অন্তর।
বারি বিন্দু করিয়া প্রদান,
আজি আমাদের রাখ প্রাণ;
যুগে যুগে লভি তনু, লইয়া তোমার অণু,
গাব চির তব যশোগান।

তটিনীর উত্তর।

কূলে থাকি কর অহঙ্কার,
মম উচ্চে করহ বিহার।
নীচ কুলোদ্ভব বলি, নীচে নদী যায় চলি,
এই বলি করহ ধিক্কার।
আজি দিব প্রতিশোধ তার,
বিন্দু বারি নাদিব আমার।
পর্ব্বতের স্তব করি, সলিল হৃদয়ে ধরি,
মূল্য তার নাহি কি গো আর।

শুনি তৃণ মৌন হয়ে রয়।
বালুকণা বায়ু সহ বয়।

হেন কালে বিশ্বপতি, আদেশিলা দ্রুতগতি,
যাও মেঘ বরিষ ধরায়।
সহসা বহিল শীত বারি,
তৃণ বালুকার তৃষা বারি,
নদী করি কলকল, ধরি বরষার জল,
চলিল উরষ স্ফীত করি।

হাসি হাসি বালুকণা কয়,
কেন তুমি হেথা এ সময়।
তৃণ দেয় টিটকারী, দিবে না তোমায় বারি,
তবে কেন দিলে এসময়।
অনুতাপে তটিনী আকুল
কান্দিল করিয়া কুল কুল,
সেই বারি দিতে হল, কিন্তু নাম না রহিল,
অহঙ্কারে মজিল দুকূল।

কবি বলে ভাই অহঙ্কার,
দূরে তুমি থাক হে আমার।
কেবল তোমার তরে, দেশে দেশে ঘরে ঘরে,
হইতেছে কত পাপাচার।
ভাই পানে ভাই নাহি চায়,
দুঃখী পানে ধনী না তাকায়।

যাহা আপনার নয়, তাহারও কর্ত্তা হয়
পরগুণে নিজ যশো গায়।

স্বপ্ন।

অমর ধামের তুই ফুল্ল পারিজাত রে
মধুর স্বপন,
যখন তোমারে পাই, জগৎ ভুলিয়া যাই,
নিরাশ জীবনে খেলে আশার পবন।
এই যে দুঃখের ধরা, শোক দুঃখ তাপ ভরা,
ক্রন্দন নিনাদ যথা দহে প্রাণ মন।
পুত্র শোকাতুরা মাতা, ছিন্ন প্রেম ডোর ভ্রাতা,
চির বিরহিনী জায়া বিষন্ন বদন।
হায় মুহূর্ত্তের তরে, ভুলে সেই শোক নরে,
বিহরে ত্রিদিব পরে মর্ত্ত্য নরগণ।
দ্বাপরে ব্যাসের বরে, যথা এ ধরণী পরে,
বিরহ বিধুরা কুরুকুলবধূগণ।
নিরখি আপন কান্ত, শোকানল করি শান্ত,
সবাই ত্রিদিব ধামে করিল গমন।
তেমন তোমার বরে, মর্ত্ত্যে মুহূর্ত্তের তরে,
ত্রিদিবের ধন যত করি দরশন।

রে স্বপন কি কুহক তোর!
বহু দিন যেই জনে, দেখিনি ভাবিনি মনে,
বহু দিন ছিড়িয়াছে যে বন্ধন ডোর।
মর্ত্ত্যের আঁধারে থাকি, স্বর্গের প্রেমের পাখী।
নিরখি ভাবেতে মন হয়রে বিভোর।
তো হতে কুহক যার, মৃত্যু করে ছারখার,
কোথা আমি কোথা মম প্রাণাধিক জন।
এই স্থানে দুই জন, আজি বসি হৃষ্ট মন,
কালি কোথা হায় সেই যতনের ধন।
খুজিয়া সকল ক্ষিতি যদিও বেড়াই নিতি
তবু দরশন তার পাবনা কখন।
যবে এ ভবের মেলা, আমার (ও) ফুরাবে বেলা
সে দিনেও পাব কি না কে জানে এখন?
কিন্তু তোর মায়া বলে, মরণ পড়েরে তলে,
মরণের লুক্কায়িত ধন পুনঃ মিলে।
শত রত্ন বিনিময়ে, সদা লালায়িত হয়ে,
না পেলেও তোর বলে পাই কুতুহলে।
জীবনের ঊষা কালে, সুখের কিরণ জালে,
হৃদয়ের কম-কায়া ছিল আলোকিত।
আজি এ আঁধার মোর, নৈরাশ্য জলদ ঘোর,
কে পারে করিতে পুনঃ তারে প্রজ্জ্বলিত।
কিন্তু তোর আগমনে, রে কুহকী এই ক্ষণে,
বিগত শৈশব সুখ যৌবনেও পাই।

যেন নব সৌর করে, ফুল্ল কমলিনী সরে,
নবীন জীবনাকাশে মলিনতা নাই.
সেই সব বন্ধু সনে, বিহরি আনন্দ মনে,
স্বর্গের সংবাদ পাই বসি এই লোকে।
বিরহ ভুলিয়া যাই, হৃদয় খুলিয়া গাই,
নাচি হাসি শিশু সম ভুলি দুঃখ শোকে।
এই যে রয়েছি একা, তথাপিও পাই দেখা,
চির বিস্মরিত পূর্ব্ব পূজনীয়গণে।
যাঁদের ঘুচেছে নাম, খুঁজিলে এধরা ধাম
চিহ্ন মাত্র নাহি হেরি ঘুরি প্রাণপণে।
পুত্র কন্যা বন্ধু জায়া, ত্যজিয়া মরত কায়া,
অমর ধামেতে যার করেছে গমন।
হায়রে আঁধারে বসি, তোর মায়া হৃদে পশি,
মরত ধামেতে করে স্বর্গের মিলন।
সেই ধামে যেই স্থানে, অন্তিমে সঁপিব প্রাণে,
তার তরে খুলি যায় হৃদয় দুয়ার।
তুচ্ছ বোধ হয় ক্ষিতি, যায় মরণের ভীতি,
ইচ্ছা হয় সেই দেশে করিতে বিহার।
স্বপন, দেখালি যাহা, লয়ে চল দেখি তাহা,
আর এ দুঃখের ভবে নাহি রে বাসনা।
কেবল মরণ যথা. বিরহ দুঃখের কথা,
পাপের কুহক আর লাভের কামনা।

অই যে বাজিছে ভেরী মধুর আলোক হেরি
স্বর্গের পবিত্র জ্যোতিঃ স্ফুরিছে কেমন।
সংসার বিদায় দাও, অসার বাসনা যাও,
স্বপনের দেশে মন কররে গমন।

আত্মগৌরব।

কি স্বদেশে, কি বিদেশে, শ্বাপদে, দ্বিপদে,
কি সুখে, অসুখে, কিম্বা সম্পদে, বিপদে,
যথা যাই, যেই হই, যেখানেই থাকি,
আপন প্রাধান্য মনে সর্ব্বদাই রাখি;
নিজে যাহা বুঝি তাহা সকলই সার,
যুক্তিযুক্ত ভ্রান্তিহীন সকলি আমার;
এই কথা যথা তথা সকলেই কয়;
যে না কয়, মনে মনে ভাবয়ে নিশ্চয়।

১৮৮৫ সালের ভূমিকম্প।

ভয়ে কেঁপে উঠে যে পরাণ,
গরজিছে সহস্র কামান।
একি একি ধরাতল করিতেছে টলমল,
আজি কি ধরার লীলা হবে অবসান।

জল স্থল তরুলতা বন,
জীবজন্তু চেতন অচেতন
কাঁপিছে বসুধাদেহ, ভয়ে স্থির নহে কেহ,
আজি বুঝি সবারই মরণ।

হে বসুধা জীবের জননী,
হও স্থির নতুবা এখনি
মরিবে মানব যত, জীবজন্তু হবে হত,
জীবন বিহীন আজি হইবে ধরণী।

কিংবা আজি করিবে প্রলয়
তাই গর্জ্জি দেখাইছ ভয়,
অসুর বিক্রমে আজি, কাঁপিছে পদার্থরাজি,
গৃহ, অট্টালিকা কুল হইবে বিলয়,

উহু! ভেঙ্গে গেল বৃক্ষডাল
ভেঙ্গে গেল ঘরের দেওয়াল,
অট্টালিকা মনোহর, যার তরে শিল্পিবর,
ক'রেছিল কত শ্রম বসি কত কাল।

সব এবে হল চূর্ণমান,
ভগ্নদেহ হয়ে শত খান,
পড়িল ধরণীতলে, যেন মাতা পদমূলে,
ভয়ে পড়ে কাতর সন্তান।

কিন্তু আহা নিষ্ঠুর জননী
ধিক্ ওগো নির্দ্দয় ধরণী,
চেয়ে দেখ আঁখি খুলে, তোমার পাষাণ কোলে,
পড়িল কি ভয়ানক শোকের অশনি।

শিশু কোলে করে স্তন্য পান,
পুলকে শিহরে মা'র প্রাণ।
একি একি অকস্মাৎ, পড়িয়া ঘরের ছাত,
মাতা পুত্র লভিল নির্ব্বাণ।

ভাই ভগ্নি ধরি গলাগলি,
কত কথা করে বলা বলি।
কি বিপদ হরি হরি, ইষ্টকের স্তূপ পরি,
উভয়ে অনন্তধামে মিলি গেল চলি।

ইন্দ্রালয় সম যে নগর,
আছিল শোভায় মনোহর,
আজি তা ইষ্টকস্তূপ, হীনপ্রভা হীন রূপ,
কালের করাল মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।

জনপূর্ণ রাজধানী নাই,
চেয়ে দেখ আছে তার ঠাঁই,
শোকাকুল শোভা হীন, কৃপাপাত্র অতি দীন,
ভগ্ন অট্টালিকা শ্রেণী দেখিবারে পাই।

উদাসিনী। *

ঘোর পিপাসায়, ফাটিছে পরাণ,
চরণ চালাতে পারিনা আর,
ভয়ে দুরু দুরু, কাঁপিছে হৃদয়,
জীবন আমার বিষম ভার।

কার এ কুটীরে, জ্বলিছে প্রদীপ,
অনাথ বালকে ভিতরে লও,
আর যে যাতনা, সহেনা পরাণে
একদিন তরে জীবন দাও।

"এস বৎস এস, ভয় নাই আর,
আপনার বাড়ী আপন ঘর।
পর হিত তরে, জীবন আমার,
এস এই ঘরে আসন ধর।

এই দেশ দেখ, বড়ই কুস্থান,
দয়ামায়া হেথা কিছু নাই,
হিংস্র জীব হতে, কঠিন পাষাণ,
মানবগণেরে দেখিতে পাই।

---

* একটী ইংরাজী পদ্যের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

একবার যদি, ছাড়িয়া কুটীর,
কাননে মানব চলিয়া যায়,
শ্বাপদের হাত, যদিও এড়ায়,
মানবের হাতে ত্রাণ না পায়।

কে তুমি কোথায়, নিবাস তোমার,
কোমল বয়সে এ বেশ কেন,
কি হেতু ভ্রমিছ, এ মরু কান্তার,
বিপদ আপদ যথায় হেন ?"

"সে দুঃখের কথা, বলিব না এবে,
আগে শ্রান্তি দূর করহে মম।
আমার সমান দুঃখী নাহি ভবে
নাহি অভাজন আমার সম।"

শুনিয়া তাপস, অতি সযতনে,
অনাথ বালকে শুশ্রুষা করে ;
আহারের পরে, বলিছে বালক,
"শুন এ হৃদয় কি দুঃখ ধরে ?"

এত বলি পান্থ, বাহিরেতে আসি,
দেখে চারি দিকে মানব নেই।
বন্ধ করি দ্বার, গবাক্ষ ও শাশি,
ধীরে ধীরে বাণী বলিছে এই।

"নিবাস আমার, সেকেন্দরপুর,
শৈশবে জনক-জননী হারা ;
আর কেহ মম, না ছিল ধরায়,
শোকে দুঃখে মন হইল সারা।

'দেশে জমীদার, সৈয়দ ইসলাম,
তাহার গৃহেতে হইনু দাসী ;
সেই দিন হতে, দুঃখী হইলাম,
অকূল সাগরে এখন ভাসি।

'নবীন বয়স, নবীন জীবন,
আপনার দশা বুঝিতে নারি,
অমৃত বলিয়া. ভখিনু গরল,
এখন ভুগেছি যাতনা তারি।

'দিনু প্রেমহার এক যুবাগলে,
আমার সমান অনাথ সেই,
দোঁহা বিনা কিছু, নাছিল দোঁহার,
প্রণয়-বন্ধন আঁটিল তেই।

দোঁহে বিবাহিত, হইনু যখন,
কতই স্বপন দেখিনু আহা ;
হায় কোথা আমি, কোথা ওসমান,
আর কি বিধাতা মিলাবে আহা।

'কিছু দিন পরে, প্রভুর তনয়া,
স্বামীর ভবনে চলিলা যবে,
আর সব দাসী, সহ এ দাসীও,
তাহার সহিত চলিনু সবে।
'কতই কাঁদিনু, গৃহিণীর পায়,
এক অনুরোধ রাখগো মাতা,
নাহি এ জগতে কেহ অভাগীর
ওসমান সহ জীবনগাথা।

'যদিই আমায়, পাঠাইবে তথা,
স্বামী সহ মোরে বিদায় দাও,
বধির কথায়, গৃহিণী তখন,
ধমকি টানিয়া লইলা পাও।

"দেখ দুর্ব্বিনীতে! বেহায়া বেলাজ,
খেয়েছিস তুই লাজের মাথা,
আমার নিকটে, কেমন করিয়া,
কহিলিরে তুই এমন কথা?

দেখ সব বাঁদী, নিজ স্বামীগণে,
আপনার মনে তালাক দিয়ে,
যাইছে বিদেশে, নূতন যুবকে,
করিয়া বরণ জুড়াবে হিয়ে।

'আছে এ জগতে, কতই পুরুষ,
চির লালায়িত রমণী তরে,
তুই ও রমণী, সুপুরুষ এক,
বরণ করিয়া থাকিস ঘরে।'

আর কিছু নাহি, বলিলা আমায়,
আর না দেখিনু হৃদয়নাথে,
বাঁধা পাখী যেন, ঘাতকের হাতে,
চলিনু তেমনি স্বামিনী সাথে।

তরণী যখন, রজনী সময়,
কূলের নিকটে থামিল আসি ;
গভীর নিশীথে, অমনি চকিতে,
নদীবক্ষে আমি চলিনু ভাসি।

'কতই কৌশলে, এড়ানু সন্ধান,,
কতই আয়াসে ভ্রমিনু পথ ;
শুনিনু গোপনে, করিয়া সন্ধান,
ভ্রমে ওসমান আমারি মত।

তাই দেশে দেশে, করিছি ভ্রমণ,
এই দুঃখ ক্লেশ সহিছি তাই,—
এ যাতনা মম, তা হলে সার্থক,
যদি প্রিয় জনে আবার পাই।"

এত বলি পান্থ, উন্মোচি, বসন,
সহসা ধরিল বালিকা বেশ—
সুগোল গঠন, নির্ম্মল বরণ,
শোভিল চাঁচর চিকণ কেশ।

অমনি তাপস, আপনা পাসরি,
চুম্বিল বালার অধর চারু।
ভাসি প্রেমরসে, আলিঙ্গন করি,
বলে "এস মম প্রাণের তরু।

এস এস প্রাণ, প্রিয়ে তহুরণ,
তোমার ওস্‌মান নিকটে তব;
তোমার কারণ, ত্যজিছি ভবন,
কাননে নিবসি পাসরি সব।

এ জনমে আর, হবনা অন্তর,
যাইবনা আর মানব মাঝে।
যথা স্বার্থপর, পাষণ্ড পামর,
অত্যাচারী দল সুখে বিরাজে।

———

বিষাদ ।

মরণের শত দ্বার খুলি,
বিস্তারিয়া বিষাদ-কালিমা
দয়া মায়া, স্নেহ কৃপা ভুলি
দুঃখরাজ্য বিস্তারিছে সীমা ।
এ ধারে দুঃখিত নরনারী—
অশ্রুকণা মুছাইতে চায়,
ক্ষুদ্র পিপাসায় দেয় বারি,
করে রোগনাশের উপায় ।
ওদিকেতে এক ভূকম্পনে
শত রাজ্য অনন্তে মিলায়,
একবার ঝটিকা তাড়নে,
শত দীন দেহ ছাড়ি যায় ।
এ দিকেতে দয়াবান নর,
দীনজনে আহার যোগায় ।
ওদিকে দুর্ভিক্ষ ঘোরতর,
শত প্রাণী অনা'সে শুকায় ।
এদিকে বিজ্ঞান সুকৌশলে,
শরীরের রোগ করে নাশ,
হেথা মহামারীর কবলে,
লাখ প্রাণী করিতেছে গ্রাস ।

এদিকে সতর্ক পোতবহ,
দুরবিনে জলমগ্ন তরী,
নিরখি নিরখি অহরহ,
বাঁচাইছে কত নরনারী।
ওদিকেতে সাগরবেলায়,
পাহাড় প্রতিম তরঙ্গেতে,
শত শত গ্রাম ভেসে যায়,
সাগরের গভীর গর্ভেতে।
জননী একটী তনয়েরে,
কত যত্নে ধরায় পাঠান,
ও দিকেতে দুর্ব্বার সমরে,
বধে নর শতেক কামান।
পাহাড়ের নীচে নর নারী,
বসি করে আনন্দেতে গান,
তার উচ্চ শৃঙ্গ ভাঙ্গি পড়ি,
বিনাশিছে অযুত পরাণ।
গৃহে বসি গৃহস্থ সৌখীন,
কত সুখে ঘরটি সাজায়,
ও দিকেতে সাগর-প্লাবন,
ঘর দ্বার ভাসাইয়া লয়।
যথা পিপিলিকা সারি সারি,
পরিশ্রমী না জানে বিশ্রাম,

অনুক্ষণ আহার আহরি,
ফেলে পায় মস্তকের ঘাম।
পিপিলিকামাতা সুত তরে,
মুখে লয়ে আহার বেড়ায়।
ও দিকে নিষ্ঠুর ক্রূর নরে
সেই শ্রেণী পদে দলি যায়।
শিশু যে মরিছে কণাবিণা
পিতা সুত পানে চেয়ে আছে,
কেবা মনে করে সে ভাবনা,
তার তরে কিবা যায় আসে।
হায় কত নর আর নারী,
অলক্ষ্যে যে চক্ষে বারি ঝরে,
কত শ্বাস শূন্যে দেয় ছাড়ি,
করুন ক্রন্দনে প্রাণভরে।
পুত্রশোকে জননীর প্রাণ,
স্বামী শোকে বিরহিনী জায়া,
মাতাপিতৃ বিহীন সন্তান,
পিতৃহীন তনয় তনয়া ;
যথা শত কুসুমের বাস,
মলয় সমীরে মিশি যায়,
তথা শত বিলাপের শ্বাস
বাতাসের সনে হয় লয়।

কুড়াইলে সেই অশ্রুকণা
যোড়াইলে সেই সব শ্বাস,
ধরাতলে আশার প্রেরণা
কত দুঃখ করেছে নিরাশ!
সাগরের তরঙ্গ সমান
উঠে তবে বিষাদ লহরী,
ঝটিকার সম বহে তান,
স্রোত বহে অনন্ত বিস্তারী :—
শত কবি যাহা গান করে,
শত কাব্য ছন্দোবন্দে গায়।
দুর্ব্বল মানব অশ্রু ধারে ;
অনুক্ষণ কপোল ভিজায়।
হায় এই ঘোর বিষাদের,
এ ঘোর দুঃখের সীমাহীন ;
এই সব দুঃখী তাপিতের,
এই সব দরিদ্র প্রবীণ ;
এই সব পুত্রহীনা মাতা,
পত্নী-পতি হীন নরনারী ;
হৃত যার পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
অনুক্ষণ কাঁদিছে ফুকারী।
এরা কি রহিবে চিরতরে,
জ্বালাময় চিতার আকার,

চির কি বহিবে সমস্বরে
বিষাদের নিত্য হাহাকার ?
ইহাদের নয়নের বারি,
অলক্ষ্যে আকাশে হবে লয় ?
হায়! তুই কি ভীষণ অরি
বিষাদ, বিস্তারি বিশ্বময়।

আনন্দ।

("আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।")

আয় জীব ক্রন্দন পাশরি।
একদণ্ড তোরে ছাড়ি, আমি কি থাকিতে পারি,
পলকে প্রলয় মনে করি।
তোর ও দুঃখের তান, তোর বিষাদের গান,
দেখ হৃদে বিন্ধেছে আমার।
অশ্রুর অনন্ত স্রোতে, নিঃশ্বাসের বায়ুপথে,
বহি আনে দেখ অনিবার।
মিলিয়া অনন্ত স্রোতে, অই দেখ শতে শতে
জীবগণ পরশে আমায়।
জলচর, স্থলচর, পতঙ্গ, শ্বাপদ, নর,
কার বাধা নাহিক হেথায়।

আসিতেছে নরনারী, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ছাড়ি,
রাখি ভবে অনন্ত ক্রন্দন।
আসিতেছে দলে দলে, দুর্ভিক্ষ মারীর বলে,
রাখিয়া শোকের প্রস্রবণ।
ঝটিকা আমার শ্বাস, আমার তরঙ্গ গ্রাস,
আনে জীব শত শত হেথা।
ঘোর ভূকম্পনে যারা, হয়েছে জীবন হারা,
কোলে মোর রাখে তার মাথা।
আসিয়া আমার কোলে, জনমের মত ভোলে
শোক-তাপ পাপের বন্ধন।
অই দেখ এই কোলে, মুকুতার সম দোলে,
লভি নর অনন্ত জীবন।
যার তরে এত স্নেহ, দুঃখেতে শুকায় দেহ,
মর দেশে অশ্রু নিকেতনে,
রাখিয়া কেমন করি, ধৈরয ধরিতে পারি,
তাই তারে আনি এ ভবনে।
ঘোরতর ভূকম্পনে, চাপিয়া মরেছে প্রাণে
বলি ক্ষোভ রয়েছে তোমার।
দেখ অমৃতের ধার, প্রাণেতে বহিছে তার
রোগ মৃত্যু আসিবে না আর।
দুর্ভিক্ষের শুষ্ক দেহ, শরীরে নাহিক স্নেহ,
শুকাইয়া হয়েছিল সারা।

অই দেখ এই ক্ষণ, অমৃতের প্রস্রবণ
পান করি ক্ষুধামুক্ত তারা।
মারী ভয়ে হাহাকার, ভয় দুঃখে একাকার
হয়ে জীব ছটফটকরে।
আসিয়া আমার ঘরে, পাশরি সে হাহাকারে,
দেখ শান্তি সুখ ভোগ করে।
কি আর বলিব তোরে, যার যা দিয়েছ মোরে,
চেয়ে দেখ আমাতে বিরাজে।
তোর পুত্র, তোর কন্যা, জনক, জননী মান্যা,
তোর তরে মম প্রাণে রাজে।
প্রসারিয়া শত কর, দেখ করি নিরন্তর,
আনন্দের রাজ্য প্রসারণ,
একদিক দেখ বলি, ভাব আমি আছি ভুলি,
করিতেছি দুঃখে নিমগন।
অই দেখ এক করে, ভূকম্পনে ঘরে ঘরে,
শত প্রাণী ধূলিতে মিলায়,
অলক্ষ্যে অপর কর, দেখ হয়ে অগ্রসর,
শান্তি সুধা সবারে বিলায়।
শ্মশানের এই পারে, শত হাতে, শতধারে,
প্রাণীগণে বয়ে লয়ে যায়।
দেখরে অপর পারে, শতকর আগুসারে,
সে সবারে অমৃত বিলায়।

আয়রে বিধবা বালা, লয়ে তোর প্রেমমালা,
মম ক্রোড়ে কররে অর্পণ।
দেখ তোর প্রেমহার মস্তকে দিয়াছি তার
যারে ভাবি কেটেছ জীবন।
আয়রে শোকার্ত্তা মাতা, দেখরে তুলিয়া মাথা,
তোমাদের স্নেহের বাছনি,
যেমন গিয়াছে ছাড়ি দেখরে রয়েছি ধরি
মোর কাছে আছেরে তেমনি।
আয় শোকাতুর পিতা, নির্ম্মলা তোর দুহিতা,
দেখ মোর সুনির্ম্মল কোলে,
এই রাজ্যে এসে পাবি, শোক-তাপ ভুলে যাবি
তাই রাখিয়াছি এই কুলে।
এরাজ্যে মরণ নাই, দেখরে শোকার্ত্ত ভাই,
ভাই তোর মম ক্রোড়ে গাথা।
ওরে শিশু হীনবল, কাঁন্দিয়া কি হবে ফল,
দেখ হেথা তোর পিতামাতা।
ভুলে যা ক্রন্দন রোল, শীতল কররে কোল,
আনন্দাশ্রু করি বরিষণ।
না হলে বিরহ জ্বালা, কে খুজে প্রেমের মালা,
তাই আমি করিরে গ্রহণ,
ডুবাতে আনন্দনীরে, মৃত্যুর অপর তীরে,
অমৃতের দেখ প্রস্রবণ।

যাহা চাও তাহা পাবে, আনন্দে ভাসিয়া যাবে,
নয় কি এ সুখ নিকেতন ?
ছাড় জীব দুঃখ, শোক, হেথা নাই শোক, রোগ,
এখানে করিয়ে আগমন,
ভুলে যাবে ক্লেশরাশি, মুখে বিরাজিবে হাসি,
এ হেতুরে ইহার সৃজন।
সবে আয় হাসি হাসি, স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ পরকাশি,
অবিনাশী মম এই পুরে।
আনন্দের প্রস্রবণ, রহে মুক্ত অনুক্ষণ,
থেক না থেক না জীব দূরে।

বালবিধবার দুঃখ।

তোমরাই বল সুখ সুখ।
সুখ যেকি দেখি নাই সই।
না জানি কাহার, কোপেতে পড়িয়া,
এ দুঃখের ভরা বই।
সখি, শুন এ মরম ব্যথা
কোন দিন আগে, দেখেনি শুনিনি,
যাহার একটী কথা।
কেবা ছিল সেই, সম্বন্ধে আমার,
কি ছিল তাহার নাম।

জানিনি কখন, দেখিনি কখন,
কোথাইবা তার ধাম।
কি কথা বলিত, কেমনে চলিত,
কিছুই নাহিক জানি।
একদিন তার, হস্তের সহিত,
মিশাইল মম পাণি।
আমোদ আহ্লাদ, বাজিল বাদন,
পরিনু নূতন বাস।
সেই দিন সবে, আদর করিয়া,
করেছিল পরিহাস।
আর একদিন সখি,
ঘিরিল গ্রামের, বালক প্রবীণ,
আমায় ভিতরে রাখি,
কান্দিল কতই, প্রতিবেশীগণ,
কান্দিলেন পিতা মাতা।
চাহিনু জানিতে, সকলে বলিল,
"অভাগী তোমার মাথা।"
আর কিছু নাহি জানি সই,
সে দিন হইতে, অভাগী অবলা,
এ দুঃখের ভরা বই।
সে দিন হইতে, অশন, বসন,
হয়েছে চোখের বালি।

সে দিন হইতে, কে যেন এ মুখে,
ঢালিল দুঃখের কালি।
সে দিন হইতে, দেখে মোর মুখ,
ফিরায় বদন নরে।
সেদিন হইতে, অভাগীর মুখ,
দেখিলে সকলে ডরে।
শুনেছি লোকের, মুখে এই কথা,
আমি চির অভাগিনী।
কিসে ভাগ্য হয়, অভাগী কেইবা,
কিছুই নাহিক জানি।
বিষাদের মেঘে, ঢাকিয়া বদন,
গেলেন স্বরগে পিতা।
কান্দিতে কান্দিতে, অন্ধ প্রায় আঁখি
মরিলেন মম মাতা।
কেহ না রহিল, করিতে সম্ভাষ,
হইলে দুপর বেলা।
জগতের মাঝে, চারিদিকে শুধু,
নিরখি কেবল হেলা।
কবে কোন দিন, অন্ধ শাস্ত্রকার,
করেছিল এক ভুল।
জীবন মরণে, দহি সে আগুনে
আমরা নারীর কুল।

সখি, বিধিকে নিন্দিব কেন ?
তিনি যে কেমন, দয়ার ঠাকুর
কোথায় পাইব হেন।
আজিও এ প্রাণ, রয়েছে এ দেহে,
তিনিই তাহার মূল।
সে গভীর প্রেম অনন্ত দয়ার
জগতে নাহিক তুল।
কিন্তু দুঃখ এই, জনম সে দেশে,
যে দেশের নরনারী।
নারী বধ করি, পাইছে আমোদ,
দেখাইছে বাহাদুরী।
সখি, কর এই আশীরবাদ।
না হল জনমে, কোন দিন ভবে,
পূরণ আমার সাধ।
মরণের পরে অন্তিম সময়
যেন সে চরণ পাই।
অসার জীবন, এ পাপ যৌবন,
দুদিনে যেন হারাই।

বালিকা কুসুম।

চপলা চঞ্চলা বালা, বিমল রূপের ডালা,
তারকার সম আঁখি ঝকঝক জ্বলে।
দশন মুকুতা-পাতি, বরণ সুবর্ণ ভাতি
হীরকের কাজ তায় করা সুকৌশলে।
সরলতা গুণে মাখা, সরম তুলিতে আঁকা,
কোমল তরুণী মূর্ত্তি মরি কি সুন্দর।
এমন স্বর্গের ছবি, বর্ণিবে কেমনে কবি,
নবনীত কলেবর কিবা মনোহর।
কিন্তু হায়, ধিক দেশাচার।
চেয়ে দেখ দুর্দ্দশা বালার।
যে বালা খেলিতে চায়, বাধা তার পায় পায়,
ধরি তায় পায় বান্ধে বিবাহ-নিগড়।
না হতে যৌবনাগত কারার বন্দিনী মত
পুত্র কন্যা অত্যাচারে হতেছে কাতর।
বৃদ্ধ স্বামী অত্যাচারে, ননন্দার বাক্য-শরে,
নবনীত পুত্তলিকা হয় বিগলিত।
অথবা বালক পতি অর্ব্বাচীন ক্ষুদ্র মতি
নানা মতে করে তায় চরণ-দলিত।

মুর্খ শ্বশ্রু অত্যাচারে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,
সপত্নীর দ্বেষ, ঈর্ষা, বচন গঞ্জনা।
বহু পুত্র কন্যা লয়ে, দারিদ্র্য বিদগ্ধ হয়ে,
জীবন ভরিয়া যায় অনন্ত যন্ত্রণা।
কোটরে বসেছে আখি, পিঞ্জরেতে যেন পাখি,
উন্নত কণ্ঠের হার বিশুষ্ক বদন।
শরীরে নাহিক বল, ঝরে সদা অশ্রু জল,
বালার হইল সার কেবল ক্রন্দন।
নাহি সুখ নাহি শান্তি, শুকায় কমল কান্তি,
নিরাশ জীবন শুধু দুর্দ্দশার ভরা।
ভকতি বিশ্বাস ধর্ম্ম, না বুঝে কিছুই ধর্ম্ম,
যেন প্রাণ নিয়োজিত সেবিতে এ ধরা।
ব্যসন নিরত পতি, সর্ব্বদা কঠোর অতি,
দিনমানে রজনীতে নাই তার দেখা।
বিরহকাতর বালা, প্রাণে সহে নানা জ্বালা,
দিবানিশি গণে সেই অদৃষ্টের লেখা।
যবনিকা হও রে পতন
দেখাওনা সে দৃশ্য ভীষণ।
যেখানে বিধবা বালা, না সহি সে ঘোর জ্বালা,
বিনাশে নৈরাশ্যে দুঃখে জীবন আপন।
ক্ষণপ্রভা ক্ষণ মাত্র, বিকাশি ঢাকিল গাত্র,
অমানিশা অন্ধকারে ঢাকিল গগন।

পূর্ব্বস্মৃতি।

নদীর বিমল বুকে ঢলিয়া পড়েছে চাঁদ,
যেন নদী পাতিয়াছে চাঁদ ধরিবার ফাঁদ।
সে চাঁদ হৃদয়ে ধরি ছোট ছোট বীচিগুলি,
হেসে হেসে, নেচে নেচে, গরবে যেতেছে চলি।
হাসিয়া খেলিয়া চাঁদে চুমিয়া চলিয়া যায়।
আবার মাতার বুকে মিশায় আপন কায়।
পুনঃ কত ক্ষুদ্র বীচি সাগর সম্ভাষ মাঙ্গি,
ফুলিয়া চলিয়া যায় নদীর নীলিমা ভাঙ্গি।
হৃদয়ে কতই আশা চিন্তা আসি দেয় দেখা।
হৃদয়-নীলিমা বক্ষে যেনরে চাঁদের লেখা।
একা চিন্তাকুল যুবা জাহ্নবীর কূলে বসি,
হেনকালে জ্বলেছিল নদীর হৃদয়ে শশী,
আঁধার হৃদয় তার নিরাশার কুয়াসায়,
ভাবী দিন ভাবি মনে দিন দিন ক্ষীণকায়।
দিগন্ত জুড়িয়া ঘোর আঁধার কালিমা ঢাকা,
উজ্জ্বল বয়সে তার নিয়তি মসিতে মাখা।
কতই কাঁদিয়াছিল দুঃখ সাগরেতে ভাসি,
হেনকালে নিরখিল গঙ্গার হৃদয়ে শশী।

সে চাঁদ কোথায় আজি কোথা সে জাহ্নবী জল,
হৃদয়ের দুঃখ শোক কোথায় লভেছে স্থল,
কিন্তু আজি নদী জল হৃদয়ে চাঁদেরে ধরি,
সেদিনের সেই স্মৃতি দিয়াছে হৃদয় ভরি।
সেদিন গিয়াছে চলি, সে দুঃখ গিয়াছি ভুলি।
ফুটেছে জীবন নদে নবনব বীচিগুলি।
কিন্তু সেদিনের তরে এক্ষণও কান্দিছে প্রাণ,
দুঃখেতে ভাসিয়া যারে করেছি বিদায় দান।

ভারতীর উক্তি।

আয় বৎসগণ, বহু দিন পরে,
জুড়াই হৃদয়, পুত্র কোলে করে,
যুগ যুগান্তরে, শতাব্দীর তরে,
এ মুখে আমার ছিলনা হাসি।
করিয়ে মিনতি, বিধাতার পায়,
কতই কেন্দেছি, নিশীথে দিবায়,
জাগ্রতে শয়নে, স্বপনে নিদ্রায়,
সদাই দুঃখের সাগরে ভাসি।
দুঃখের সাগরে, হয়ে ভাসমান,
দেখিছি বিধির, অশেষ বিধান,

তনয় শোণিতে, হয়ে ম্রিয়মান,
কলঙ্কে হইয়ে জীবন্তে মরা।
তনয়ের দুঃখে, কেন্দেছি সদাই,
দেখে ভাই ভাই, হয়ে ঠাঁই ঠাঁই,
জননী হৃদয়, শোণিতে ভাসাই,
কারেবা দেখাই এদুঃখ ভরা।
আজি কি আনন্দ, জননীর মনে,
কেমনে দেখাব, তোদের সদনে,
তোদের সকলে, হেরিয়ে নয়নে,
বুঝিনু ফিরিয়া চাহিলা বিধি।
সেদিন আমার, ছিলরে যখন,
কেমন উজ্জ্বল ছিল এ বদন,
উজ্জয়িনী পুরে, গৌরব তপন,
যখন শোভিত নয়টী নিধি।
নয়টী রতনে, ছিলাম উজ্জ্বল,
কতই মানিত, এমহী মণ্ডল,
চৌদিকে ছাইল, যশঃ সুবিমল,
হায়রে সেদিন কোথায় আজ।
যদিও এখন, শতেক রতন,
আমার হৃদয়ে, করে বিচরণ,
কিন্তু আজি কোথা, গৌরব তপন;
পড়ে আছি লয়ে দাসীর সাজ।

এ ধরণী ধামে, নাই কি আমার,
তবে কেন মম, এ দুঃখ দুর্ব্বার,
তবু কেন মোরে করেরে ধিক্কার,
বিদেশী যবন যূনানী গণে ?
ত্রিশকোটী মুখে মাতৃ সম্বোধন,
কোন্ জননীর জুড়ায়শ্রবণ ?
শতেক ভাষায়, আশায় বচন,
কোন্ জননীর পশে শ্রবণে।
আয় বৎসগণ, নাই কি আমার,
শিখ, রাজপুত, সমরে দুর্ব্বার,
মোগল, পাঠান, পারসী, খ্রীষ্টান,
মহারাষ্ট্রী যার তনয়গণ।
তার মুখে কেন, ক্রন্দনের রোল,
তার মুখে কেন, নিরাশার বোল
কেন বাজে তার, কলঙ্কের ঢোল,
কেন আজি তার আকুল মন।
এতদিন তোরা, ছিলি জীবন্মৃত,
সচেতনে থাকি, আছিলি নিদ্রিত,
আজি যে আবার হলি সঞ্জীবিত,
একতার মহামন্ত্রের বলে।
ভুলি বর্ণজাতি, মিলে ভাই ভাই,
কর কোলাকুলি, ডাক ভাই ভাই,

ডাক মা মা বলি, পরাণ জুড়াই,
কেবা মম সম জগতী তলে।

নিশীথে বৃষ্টি।

নিশার গভীর যামে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হল ঘুম,
হেন কালে পশে কাণে একি রব ঝুম ঝুম,
গরজিল ঘোর রবে কুলীশ গগনোপরি,
হাসিলা চপলাদেবী নাথের বদন ধরি।
বরষিল ঘোর রবে আঁধার প্রাবৃটদল
ধরণীর বক্ষে চলে কল কল করি জল।
নিঝুম ধরণী, জন মানবের সাড়া নাই,
নিশির সুষুপ্তি বশে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।
গভীর ভাবনা প্রাণে উদয় হইল তাই,
আরও বারিদ কত জল দিয়া ছিল ভাই।
জীবন তাহাই আছে সেদিন নাইরে আর,
তাই সে দিনের স্মৃতি আসিতেছে বার বার।
সুখে দুঃখে গৃহে বনে প্রবাসে বসিয়া হায়,
কত ভাবে গেছে দিন আজি মগ্ন কুয়াসায়।
তরণীর বক্ষে যবে আটিয়া আসিল ঘুম
এইরূপ বরষিল টুপটাপ ঝুম ঝুম।

নদীর জলেতে পড়ে টুপটাপ করি জল।
ভিজি ভিজি দাঁড়ীগণ বাহে দাঁড় কল কল।
গাইছে আনন্দে তারা প্রকৃতির কোলে পড়ি,
কি আমোদ তার মনে অবাক হৃদয় স্মরি।
আবার ঘরেতে শুয়ে ঝড়ে যার খড় নাই,
শিশুটী জননী কোলে মন সাধে দুধ খাই।
হেনকালে ঝুম ঝুম বহিল জলদ জল,
ভিজিল শয্যার সহ ঘরের বালকদল।
ঘরের কোণেতে বসি জননী শিশুটী কোলে,
থামলো জৈমিনি বলি প্রকৃতি মাতারে বলে।
আবার থামিল জল, আবার হাসিল চাঁদ,
প্রভাতে হাসিল শিশু ভাঙ্গি সে দুঃখের বাঁধ।

আঁধার।

কেন তোরে ভালবাসি বুঝেও বুঝিতে নারি।
আঁধার ধরণী তল, গরজে প্রাবৃট দল,
অন্ধকার নভস্তল, কি সুন্দর বলিহারি।
কি শয়নে কি স্বপনে, নিদ্রায় কি জাগরণে,
কি যেন অমিয়ামনে, ঢালি দিস্ মরি মরি।
ইচ্ছা হয় তোর সনে, বিহরি আনন্দ মনে,

অলীক বাসনাগণে, চিরতরে পরিহরি।
হায়রে বুঝিনা কেন, কি বন্ধন আছে হেন,
আঁধার মেঘের সনে, আঁধার মনের মোর।
চাই না চাঁদের হাসি, চাই না জোছনা রাশি,
চাই সুধু দেখিবারে, আঁধার, বদন তোর।
কত ভাব উঠে মনে, জলদ নিনাদ সনে,
জল কল কল স্বনে, হৃদয় নাচিতে চায়।
বল দেখি কি বন্ধনে, বেঁধেছ হৃদয় মনে,
কেন বল এ আঁধারে হৃদয় ভুলিয়া যায়।
বুঝিয়াছি, এ জীবনে চির আঁধারের সনে
চিরদিন যোগমম তাই তোরে ভালবাসি।
হাসি নাই মন খুলি, নাচি নাই বাহু তুলি,
অনুদিন ধরিয়াছি বদনে আঁধার রাশি।
অথবা আঁধার তোর, ভারত অদৃষ্ট ঘোর,
ধরে প্রতিবিম্ব তাই, অন্ধকারে বাসিভাল।
অথবা সেদিন স্মৃতি, যে দিন ত্যজিব ক্ষিতি
হৃদয়ে জনমে ভীতি, ভাবি সে বিষম কাল।
অথবা যে পরকাল, আঁধার অভেদ্য জাল,
চিরবাস নিকেতন, ভাবিয়া পুলকে হিয়া।
আঁধার পাপের রাশি, তাই কিরে ভালবাসি ?
যার তরে স্বর্গসুখ, হারাই অসার নিয়া।
কিংবারে মিলিয়া যোগে ; প্রাণেশ সংযোগে,

ঘন অন্ধকারে পাই, অনন্ত কালের ধন।
অথবা আঁধার পরে, শোভিবে তপন করে,
সমুজ্জ্বল পরকালে, অনন্ত নব জীবন ?
কিছু না বুঝিতে পাই, তথাপি দেখিতে চাই,
মেঘের গর্জ্জন আর, আঁধার গগনতল।
কি যে ডোরে আছি বান্ধা, কে ঘুচাবে এই ধাঁধা,
কেন উথলয়ে স্মৃতি, শুনি তোর কল কল।

সংসার।

কি যেন তোমাতে আছে, কি যেন তোমাতে নাই,
ছাড়িতে বাসনা করি, ছাড়িতে পারি না তাই।
এই আনন্দের হাসি, এই নৈরাশ্যের রাশি,
এই শিশু ফুল্ল মুখ আবার বিষাদে ভরা।
দুঃখ মগ্ন ম্রিয়মান, বৃদ্ধের ব্যথিত প্রাণ,
তবু কেন নাহি চায় ছাড়িতে দুঃখের ধরা।
দারিদ্র্যের ঘোর দায়, ক্ষুধায় জীবন যায়,
যায় যদি যাক্ কেন আবার বাঁচিতে চায়।
কেবল দাসত্ব শ্রান্তি, নাহি সুখ নাহি শান্তি,
তবু কেন যেন প্রাণ সংসারে মজিয়া যায়।
কি যেন রয়েছে ঢাকা, অমিয়ায় যেন মাখা
বার বার নিরাশাও না পারে করিতে দূর।

হায় রে সংসার তোর, এ কিরে কুহক ঘোর,
কি বন্ধনে বান্ধিয়াছ করিতে মানবে চূর।

বসন্ত পঞ্চমী।

পোহাইল আজি, বিষাদ রজনী,
বসন্ত পঞ্চমী ধরায় এল।
জাগিল জগৎ, পিক কুলধ্বনি,
পঞ্চমে মেদিনী ভরিয়া গেল।
জাগিল জগৎ, জাগিল ব্রিটন,
দেবগণ যেন অমরপুরে,
ধ্বনিল চৌদিকে, বীর কোলাহল,
ব্রিটিস পতাকা উদিল দূরে।
জাগিল পূরবে, জগৎ প্রাচীন,
জর্ম্মনি ইটালি বিষম দাপে!
নূতন জগতে, জাগে মারকিন,
বীরত্বে যাহার জগৎ কাঁপে।
কতই বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, গণিত,
পুরাতন তত্ত্ব, ভূতত্ত্ব আদি।
নানা দরশন, জীবন চরিত,
কাব্য সুললিত মধুর নাদী।

বিজ্ঞানের বলে, বাস্পে দাস করি,
জল স্থল শূন্যে মানব চরে,
বিজ্ঞানের বলে, চপলা সুন্দরী,
দেবের অসাধ্য সাধন করে।
অই যে দেখনা, বিদ্যুৎ প্রভায়
শত ক্রোশ হতে সন্দেশ আসে,
অই শুন বসি, দূর আসিয়ায়
ব্রিটিস অমাত্য কেমন ভাসে।
কত কব আর, বিজ্ঞান মহিমা
অসাধ্য সাধনে সঙ্কল্প যার।
মর্ত্ত্যে সুরলোক, অমর গরিমা,
করিতে প্রচার উদয় তার।
সভ্যতা আলোকে, পাশ্চাত্য জগৎ
আজি আলোকিত আলোক স্তরে।
ঘুমায় আসিয়া, ঘুমায় ভারত,
চীন, পারসীক, মোহের ভরে ।
তবে কেন পুন, ধরায় আইল
বসন্ত পঞ্চমী কোকিল গান,
কেনবা হৃদয়ে, জাগিল সবার,
কবির মধুর বীণার তান ?
বাল্মীকির সুতা, ব্যাসে লীলাময়ী,
কালিদাস মাতা কবিতা সতী,

পুনঃ কি আইলা হয়ে দয়াময়ী,
নিদ্রিতা ভারতে দিতে সুমতি।
চাই না কুৎসিৎ বারনারী গীতি,
কুটিল পিরীতি কলঙ্ক গাথা।
জয়দেব গীতি, ভারত পিরীতি,
শত বৈষ্ণবের কুরুচি কথা।
নট নাটিকার জঘন্য প্রণয়,
অশ্লীল আলাপে কবিতা গাথি।
আজি ভারতের, এ শোক সময়,
মাতা'ইও না আর এ আর্য্য জাতি।
কোমল কবিতা ললিত গ্রন্থন,
আর না ভারতে মানব চায়।
কাঁচা সুরে দিতে, পাপের ইন্ধন,
আর যেন কেহ নাহিক গায়।
এস ভবভূতি, ব্যাস, কালিদাস,
বাল্মীকি ভারবী ভারত ভূমে,
বীর লীলাগীতি, বীরত্ব উচ্ছ্বাস
গাইয়া আবার ভাঙ্গাও ঘুমে।
কলঙ্ক কালিমা, আবৃত ভারত,
দাসত্ব নিগড়ে চরণ বান্ধা।
তবু চারিদিকে, ব্যভিচারে রত,
বালক যুবক এ কিরে ধাঁধা!

নাহি ভাবে কেহ, ভারতের কথা,
জাতীয় দুর্গতি নাহিক মনে।
অসাড়ের প্রায়, ভ্রমে যথা তথা,
মোহের ছলনে পাপের বনে।
লক্ষ জন মাঝে, নহে এক নর,
মানব নামের সুযোগ্য যেই,
যাহাদের পরে, ভরসা বিস্তর,
অশিক্ষিত গণে জিনিল সেই।
তোর(ও)তরে কান্দি হায় মা ভারতী
এ দুঃখ তোমার কপালে গাথা।
শতকোটী সুতে, না ঘুচে দুর্গতি,
দিবানিশি শোকে কান্দিছ মাতা।
শত শত সুত, অনাহরে মৃত,
শত শত মরে বসন বিনা।
শত শত সুত, শিক্ষায় বঞ্চিত,
শত শত সুতা বিষম দীনা।
ধন রত্ন তার, সব বিলুণ্ঠিত
স্বর্ণভূমি আজ ভিখারী বেশে।
দিনে দিনে দৈন্য হতেছে বর্দ্ধিত
ক্রমেই কান্দিছ ভীষণ ক্লেশে।
পর মুখ চেয়ে, পরদাসী হয়ে,
পর পদ সেবি কাটিছ দিন।

পর পরসাদ, শিরোপরে লয়ে,
হাস কান্দ হয়ে আশ্রয় হীন।
হাসিবার দিন, আছে কিরে আর,
শুনিতে মধুর বীণার ঝঙ্কার ?
হাসিবার দিন, আছে কিরে আর,
বারাঙ্গনা নৃত্যে দিতে সাঁতার ?
আমোদের তরে, কিবা অধিকার,
দাসের তনয় দাসের জাতি ?
কর সবে আজি, শোক ব্যবহার
পর সবে শোক বসন পাতি।
এসমা ভারতী, দেও চক্ষে জল,
হৃদয় অনল প্রকাশ করি।
এ ঘোর দুর্দ্দিনে, ফেলি অবিরল,
নয়ন সলিল শোকলহরী।

শ্মশান-বৈরাগ্য।

অমা তামসীর, নিবিড় কালিমা,
ঘিরিল সকল দিশি,
শন শন করি, নিশার সমীরে,
লইয়া খেলিছে নিশি।

ঘোর ঘনঘটা, ছাইল গগনে,
নাহিক তারকা লেশ।
আঁধারের ভয়ে, আলোক লইয়া,
জোনাকি ছাড়িল দেশ।
মুখভার করি, যেনরে রজনী
নিরাশ স্বপন হেরে।
চারিদিক হতে, নিবিড় কালিমা,
অন্তর বাহির ঘেরে।
ধীরে ধীরে ধীরে, কুল কুল করি,
তটিনী বহিয়া যায়।
অলক্ষ্যে যেমন, মানব জীবন,
অনন্তের কোলে ধায়।
শোভিছে দুকূলে, মাটির কলসী,
মড়ার বিছানা রাশি।
আঁধার ভেদিয়া, অলক্ষ্যে চলিছে,
নর কপালের হাসি।
এমন সময়, হরি হরি বলি,
মানব কয়েক জন।
শব ভার লয়ে, আঁধারে চলিছে,
ভয়েতে আকুল মন!
সাজাইল চিতা, হরি নাম করি,
খুলিল শবের মুখ।

আঁধারেও যেন, রমণী বদনে,
ভাসিছে স্বর্গের সুখ।
কিবা সে গঠন, কিবা সে বদন,
মরণ যেনরে গালি।
হায়রে বালিকা, কাহার হৃদয়ে,
ঢালিলি শোকের কালি।
আলোক আনিলে, শবের নিকট,
যুবার নিঃশ্বাস পড়ে।
ধীরে ধীরে ধীরে, দুই ফোঁটা জল,
কপোল বহিয়ে ঝরে।
বিদেশে যখন, শিক্ষার কারণ,
ছিলেন যুবক রত।
লিখেছিল বালা, এস একবার,
দেখি জনমের মত।
মরণের আগে, শুধু একবার,
নয়নে নয়নে দেখা।
সে দৃষ্টিতে যেন, চির জীবনের,
সকলি রয়েছে লেখা।
যেন এক বালা, তাহার কারণ,
সয় নির্ব্বাসন ক্লেশ।
যেন তারই তরে, সকল সহিয়া,
পরিছে সুখের বেশ।

হায় যার হাতে, জীবন মরণ,
সে কেন নিষ্ঠুর এত।
মরণই মঙ্গল, কি দুঃখ তাহাতে,
যদি দরশন পেত।
হায় কি মরম ব্যথা,
যাহার কারণ, দিল এজীবন,
এমন কনক লতা।
মরণ সময়, সে পাষাণময়,
সুধাল না এক কথা।
ঘোর পিপাসায়, ছটফট করি
পেলে না একটু জল।
রোগের সময়, কোন ভিষকের,
ঔষধ হল না তল।
কুপথ্যের তরে, বাড়িল সে রোগ,
জীবন বাঁচান ভার।
তথাপি বালার, দাসত্বের হাতে,
হলনা নিস্তার আর।
রোগেতে মরিত, রান্ধিত বাড়িত,
খাটিত দাসীর মত।
দিনে তিন বার, সিনান করিয়া,
বল হে বাঁচিবে কত।
সমাজ, ধিক্ শত বার তোরে।

কেন নারীগণ, এ কঠিন দেশে,
জনমি অনলে পোড়ে।
কন্যার জনম, শুনি পিতা মাতা,
ফেলায় চোখের জল।
বিবাহের তরে, জনক জননী,
ভুঞ্জয়ে পাপের ফল।
চির জীবনের, সঞ্চিত অর্থেতে,
তথাপি না পায় কুল।
বিবাহের পরে, এমনি করিয়া,
শুকায় স্নেহের ফুল।
কি ভয় পতির, এ বঙ্গ সংসারে,
কতই বালিকা আছে।
ধনরত্ন দিয়া, যার পিতা মাতা,
দিবে মৃতদার পাশে।
গেল যার ধন, জনম মতন,
শুকাল আশার নদী।
হায় কি কারণ, দুহিতা রতন,
পাঠাও এদেশে বিধি।
যুবা ভাবিল আবার মনে,
হায় কি কারণ, লইনু রতন,
ফেলিতে খড়ের বনে।

কেন বান্ধিলাম, সে দৃঢ় বন্ধন,
কাটিতে আপনি তাহা।
কেন পরিলাম, সুন্দর লতিকা,
রাখিতে নারিনু যাহা।
বিধি দেও মোরে এই বর।
আর যেন পুন, পাষাণ হৃদয়,
ফিরিয়া না যায় ঘর।
আর লইব না, বিবাহ বন্ধন,
সংসারী হব না আর।
দেশে দেশে দেশে, ফিরিয়া ফিরিয়া,
বলিব এ কথা সার।
যদি কেহ চাও, মানব পিশাচ,
দেখিতে নয়ন ভরে,
এস দেখে যাও, রমণী ঘাতক,
বাঙ্গলার ঘরে ঘরে।

আবাহন।

দেখরে জগৎ বাসী, দুয়ারে দাঁড়ায়ে আসি,
প্রেমময় করেন আহ্বান।
উঠ কর গাত্রোত্থান, ত্যজি মোহ অভিমান,
সঁপ তাঁরে দেহ, মন, প্রাণ।
আর কত দিন ভবে, পাপ ভার স্কন্ধে ব'বে,
মোহ ঘুমে হয়ে অচেতন।
একটী একটী করি, দিবস লইছে হরি,
ঘোর কাল সুতীক্ষ্ণ দশন।
ধন, পদ, যশোমান, উচ্চ বংশ অভিমান,
কিছু নারে রাখিতে জীবন।
বিলাস ইন্দ্রিয় সুখ, আরও বাড়ায় দুঃখ,
রোগ শোক করে আচ্ছাদন।
বিদ্যা, বুদ্ধি, উচ্চ পদ, অনিত্য বিষয় মদ,
মোহজালে ধাঁধিছে নয়ন।
যে দিন শমন আসি, ফেলিবে তোমায় গ্রাসি,
কোথা রবে এ সুখ স্বপন।
বাড়ী, ঘর, রম্য হর্ম্ম্য, সুন্দর ভূষণ, বর্ম্ম,
ধর্ম্ম বিনা সকলি অসার।
সে দিন কোথায় রবে, কিছু নাহি সঙ্গে যাবে,
আত্মীয় স্বজন পরিবার।

মোহেতে আচ্ছন্ন হলে, একবার না ভাবিলে,
কি হইবে শেষের সে দিন।
যে দিন নয়নাসারে, ভাসিয়া শমনাগারে,
শ্মশানেতে হইবে আসীন।
এখনো সময় আছে, চল যাই তার কাছে,
যাঁর আজ্ঞাবহ সর্ব্বজন।
জড় জীব রবি শশী, পরকাশে দিবানিশি,
মেঘ, বায়ু, অনল, শমন।
যাহার কৃপার বলে, লভে নর অবহেলে,
মরণেতে অনন্ত জীবন।
ভীষণ বিপদ মাঝে, প্রেমময়ী বেশে সেজে,
কোলে করি দেন শান্তি ধন।
ভেব না গিয়াছে সবে, আমি কেন যাব তবে,
মরিব যে কি তার প্রমাণ।
জন্মিলে মরিতে হবে, এই সার সত্য ভবে,
চিরস্থায়ী নহেরে পরাণ।
এই যে বহিছে শ্বাস, কেমনে কররে আশ,
এর পরে আর শ্বাস ব'বে।
হতে পারে এইক্ষণে, ত্যজি নিজ নিকেতনে,
আত্মা তব অন্যাশ্রয় লবে।
তবে কেন মায়াকূপে, ভুলে র'লে এইরূপে,
লও শীঘ্র তাঁহার শরণ।

আজি থাক্ কালি যাব, এ কথা কেনরে ভাব,
কালি পাবে জান কি এখন ?
এস তবে সবে মিলি, জাতি বর্ণ, পদ ভুলি,
সে পিতার লইগে শরণ।
সেই ব্রহ্ম সনাতন, নিত্যধনে দেহ, মন,
করি আজি সাদরে অর্পণ।

বিষাদের গান।

কথা তোর বুঝিতে না পারি,
কিন্তু হৃদে বিন্ধে অই তান ;
ভাষা বটে তোর আপনারি,
কান্দে প্রাণ শুনি তোর গান

একজন কে ছিল তোমার,
মম হৃদি চিনে না তাহায়,
ভাল কিংবা মন্দ নাহি জানি,
তবু যেন প্রাণ ফেটে যায়।

হতে পারে ছিল সে সুজন,
কিংবা ছিল রূপে মনোহর,
হতে পারে ছিল অভাজন,
রূপ তার ছিল ঘৃণাকর।

হতে পারে সে বাসিত ভাল,
বান্ধা ছিল তব প্রাণে প্রাণে ;
কিংবা ছিল সেই তোর কাল,
সেই কথা নাহি আসে মনে।

শুধু মনে আসে এক কথা,
সেই আজি নাহি ধরাতলে।
গেছে সেই সবে যায় যথা,
ভাসা'য়ে সবারে অশ্রুজলে।

কত কথা ছিল সে জীবনে,
কত সুখ দুঃখের নিঃশ্বাস,
কত সাধ উঠি নিবাইল,
নিরাশার শীতল বাতাস।

দারিদ্র্যের কঠোর পেষণ
দুর্দ্দশার মূরতি ভীষণ,
শোকানল অতি বিভীষণ,
সে হৃদয়ে করিল দাহন।

হায় কত আছে অভাজন,
হিয়া যার দহে অনিবার,
অশ্রু জলে ভাসে দু নয়ন,
জাগে হৃদে মূর্ত্তি দুর্দ্দশার।

শৈশবে গ্রন্থিত প্রেমহার,
ছিন্ন যার কালের পীড়নে ;
অনুক্ষণ দহে বিধবার,
তনু মন নিরাশ অনলে।

কোলে ছিল একটী রতন,
একমাত্র ফুটেছিল ফুল ;
ছিঁড়ে গেছে সে স্নেহ বন্ধন,
হৃদি হায়, কান্দিয়া আকুল।

জনক, জননী, সুত, দারা,
ভক্তি স্নেহ প্রেমের ভাজন,
ক্রমে হয়ে সে সকল হারা,
দুঃখানলে দহে কতজন ;

সমাজের ভীম অত্যাচারে,
স্বার্থপর পাপিষ্ঠের হাতে ;
কত কুলবালা পাপাচারে ;
পতিতা পাপের কষাঘাতে।

ঘোর দাব'দাহে দহে প্রাণ
কারে নাহি বলিছে ফুকারি।
প্রাণ করে সদা আন চান,
ভাল যাহা সবারই ভিখারী।

এইরূপ দহে অনুক্ষণ,
বিষাদের তীব্র হুতাশনে,
কোথা লোক তুষিবে সে মন,
বৃদ্ধি করে নূতন ইন্ধনে।

আজি তোর শুনি এই গান,
সব তান উঠেছে এ মনে,
সদা কান্দে বিষাদে এ প্রাণ,
তাই গান লেগেছে মরমে।

কাটে কাল কৃষক করাল,
ভগ্ন মগ্ন বিষণ্ণ সবায়,
কত শোক দুর্দ্দশা জঞ্জাল,
উড়ে যায় অনন্ত বাত্যায়।

উড়ে যায়? না দেখিছে কেহ?
কেহ নাহি দিবে শান্তি দান?
একজন আছেন সবার
তিনি শুধু জুড়াবার স্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি চৈতন্য।

পূর্ণায়ত নীলনভঃ শিরে চন্দ্রমণি,
অমিয়ার ধারা সম ঢালে করসুধা।
ধৌত করি শুভ্ররঙ্গে গহন কানন,
প্রাসাদ, গগন, নীল সাগরের জল,
উথলিয়া যাহা, চায় আলিঙ্গিতে, কর
প্রসারণ করি দূরস্থিত নিশানাথে।
ধায় মন, হেরি সিন্ধু আকুল পরাণ,
ধরিতে শশাঙ্ক ধনে, ফুল্ল চিদাকাশে
বসাতে সে পূর্ণশশী। হায় কোথা আমি
কোথা পূর্ণ সুধাকর। মলিন এ দেহ
এ হৃদয়, কিন্তু পূর্ণ বিমল কিরণে
অকলঙ্ক সেই চাঁদ, পূর্ণ পুণ্যরাশি।
ধিক্ হায়, এ পোড়া পরাণে, এ জীবনে
কিবা কাজ, যদি সেই পূর্ণশশীকর,
না বিতরে এ মলিন হৃদি সরোবরে।
ভাবি আমি, মনোহর সুধাকর যদি
সাগরের সুমলিন নীলাভ উদকে
এত প্রীতিমান, কেন এ মলিন মনে
সেই পূর্ণ শুভ্রশশা নাহি বিহরিবে?

কিন্তু হায় এই সিন্ধু, অব্যাহত গতি,
অনন্ত নীলিমাময়, দিগন্ত প্রসারি
গভীর অতলস্পর্শ; গোষ্পদ যে আমি।
কলঙ্কী শশাঙ্ক কেন হেলিবে সিন্ধুরে?
কিন্তু কেন নিষ্কলঙ্ক, পূর্ণ শশধর,
ক্ষুদ্র এই বিন্দু মাঝে ছড়াইবে সুধা?
চায় প্রাণ আসক্তি সংহারি মিলাইতে
সে অনন্তে; এই দেহ ক্ষুদ্র, সীমাময়;
আঁখি দূর নাহি হেরে—না শুনে শ্রবণ,
অনন্ত ধামের সেই মধুর বারতা,—
চাই ধাই সে অনন্তে, চলে না চরণ,
ধরি বাহু আলিঙ্গিয়া, তথা না পরশে।
ইচ্ছা হয় ভাঙ্গি এই দেহের পিঞ্জর,
মিশাতে অনন্ত সনে এ ক্ষুদ্র পরাণী।
হেনকালে কেগো তুমি, এলে ভুলাইতে
এ অনন্ত পূর্ণ প্রেম, এই বিহ্বলতা,
বিকল পরাণে এই ঘোর ব্যাকুলতা,
ক্ষুদ্র মসীচিহ্ন লয়ে। কেন নিন্দি তোমা?
প্রেমময়ী তুমি, যথা মম ক্ষুদ্র প্রাণ
প্রেম সিন্ধু তরে; চাও তুমি মম প্রেম।
হায়, দীনা তুমি, আজীবন দুঃখ মগ্না,
ভেবেছিনু তাই, দিব এ পরাণ তোমা।

তোমা সহ কাটাইব এই জীবনের,
সামান্য কয়টা দিন, যথা গৃহাশ্রমী
শত শত নরগণ। দেখিব দেখাব
সেই প্রেম, যাহা নারে করিতে বিচ্ছেদ
শত বাধা বিঘ্নরাজি, ভেবেছিনু মনে,
একদিন তবপ্রেমে হব চিরসুখী।
কিন্তু আর পারিনা যে আমি রোধিবারে
এ আবেগ, সিন্ধুপানে ধায় যেই নদী,
পারে কি আবার দেবি, পশিতে গহ্বরে?
অনন্ত আকাশে মিশি স্বচ্ছন্দে বিহরে
যে অনিল, চায় কি পশিতে অন্ধকূপে।
কি বলিলে? হায় সেই কথা? পুত্রহীনা,
অভাগিনী জননী কাহিনী, কান্দে প্রাণ
সে মমতা স্মরি, হায়রে তুলনা কোথা,
বিনা তাঁর সনে, যাঁর তরে কান্দে প্রাণ।
বৃথা পুত্র আমি। নারিনু শোধিতে ঋণ,
বলো মারে, অপরাধী সুতে, ক্ষমিবারে
অপরাধ। ভেবেছিনু, ঠিক কথা সখি,
কভু তার অশ্রু রাশি দিব না বহিতে।
ভেবেছিনু প্রাণ দিয়ে শোধিব সে ধার।
কিন্তু হায়, না পারিনু, নহে সাধ্য মম,
ছিড়িবারে এ বন্ধন, যাহে সুগ্রন্থিত,

মর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ-তন্তু, এ পঞ্চ পরাণ।
যাও প্রিয়ে, ভুলে যাও সংসার বারতা।
নহি আমি তব, তুমি নহ ত আমার।
শুধু সম্মিলন, অনন্ত মিলন রাজ্যে,
চিদানন্দ ধামে, ভক্ত চিত্ত বিনোদন
সেই বৃন্দাবনে, এস তথা মিলি সবে।
নাহিক বিচ্ছেদ যথা, নাহিক ক্রন্দন।
অনুক্ষণ বিহরেন সেই বৃন্দাবনে
হৃদি বৃন্দাবন-নাথ, সহ গোপীগণে
হও তুমি গোপী * এক। পার যদি বলে
নিবারিতে রিপু দল, কাটিতে আসক্তি,
ভুলিতে অহম জ্ঞান, দেখিবে আমায়।
চর্ম্ম চক্ষে স্থূল দেহে আর না হেরিবে।
আর নয়, যাই আমি, ওই দেখ চেয়ে
প্রসারিয়া শত বাহু সিন্ধু আলিঙ্গিছে
সুধাকরে; নীলাকাশ মিশি সিন্ধু নীলে,
পরে টিপ শিরোদেশে পূর্ণ শশধর।
শশধর সহ, সিন্ধু অনন্ত গগনে,
ওই দেখ ধায় তাঁর পানে, পতি যিনি।

---

* ভক্ত। গোপী বলিয়া কেমন ব্যক্তি ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। ভগবানের আকর্ষণে ভক্ত কেমন করিয়া গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ভাবে তাহার শরণাপন্ন হয়, গোপীভাব তাহার আদর্শ।

এস, চল প্রিয়ে ধাই এক সনে। চল,
চল আর প্রাণ লয়ে কি হবে আমার।
সঁপি প্রাণ সেই প্রাণেশ্বরে, সিন্ধুসহ
মিশাই এ প্রাণ। হায় না পাইনু তাঁরে।
ধাই আমি, ওই চলি যায় চিত্ত চোর,
প্রেমডোরে বান্ধিব তাহারে প্রাণ সহ।
আর কি গোরার প্রাণ মজে এ সংসারে?
আর কি মানব প্রেম বান্ধিবারে পারে,
এ আবেগ! অনন্ত প্রবাহে যে চলিছে
স্বর্গপানে, কোথা প্রাণেশ্বর প্রেমসিন্ধু
বলি, দেখা দাও দীনে, অনাথ শরণ
করহে কৃতার্থ নাথ এ মিনতি পদে।
দিনু ঝাঁপ এ অকূলে দেখা দিও মোরে।*

* একদিন চৈতন্য দেব সমুদ্র মধ্যে শশধরের শত কিরণ প্রতিফলিত দেখিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রেমবিহ্বল মনে সিন্ধুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। সেই তাহার লীলা সাঙ্গ; যদিও তৎপরে তাঁহার কথা ভক্তগণ লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আর কোন প্রধান কার্য্য তৎপরে ঘটে নাই।
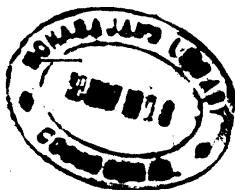
বিদ্যাসাগর।

বঙ্গ জুড়িয়া, হাহাকার ধ্বনি
উঠেছে ক্রন্দন রোল,
বিষাদের মেঘ দিগন্ত ছাইয়া,
গরজে দুঃখের ঢোল।
বঙ্গ জননী, শোকাকুল মনে,
ফেলিছে নয়ন বারি।
বঙ্গের ঈশ্বর, বঙ্গ মাতারে,
গিয়াছেন আজি ছাড়ি।
ঈশ্বরের তরে, কেন এ ক্রন্দন,
জীবিত সময় যার।
বরষিল লোক, তিরস্কার বারি,
ভুলিয়া মহত্ত্ব তাঁর।
অনাথার তরে, কান্দিত বলিয়া,
ঈশ্বর অযশ ভাগী।
তবে কেন লোক, হাহাকার রবে,
কান্দিছে তাহার লাগি।

বঙ্গের ক্রন্দন শুধু কপটতা,
হৃদয় বিহীন ধ্বনি।
বাঙ্গালির কথা, বাঙ্গালি জীবন,
কপট ভাবের খনি।

নতুবা কি হেতু, নয়ন আসার,
শুধু ঈশ্বরের তরে,
বক্তৃতার স্রোতে, ভাসায় জগৎ,
বাঙ্গালার নারী নরে।
জীবন থাকিলে, অবশ্য উঠিত,
আজি হুহুঙ্কার করি,
সাধন করিত, ঈশ্বরের বিধি,
বায়ু উল্কাপাত ধরি।
বাধা বিঘ্ন সবে, নয়ন অনলে,
দহিয়া করিত চূর।
সমাজের সহ, যুঝিত সমর,
করিতে কুপ্রথা দূর।
অনেক দিনের, কীটের দংশনে,
যে সমাজ জর জর।
বীর পদভরে, অবশ্য টলিত,
কাঁপি ভয়ে থর থর।
বঙ্গ বিধবার, ক্লেশ দূর তরে,
ধাইত যুবক কুল।
বঙ্গ উদ্যানের, নির্জ্জীব লতায়,
ধরিত আশার ফুল।
হায়রে সেদিন, আসিবে না আর
এ নহে তেমন দেশ।

আপনার সুখে, সকলেই রত,
পাশরি পরের ক্লেশ।

ওরে দুরাচার, বঙ্গ কুলাঙ্গার,
কেন্দ না কপট স্বরে,
হৃদয় হীনের, নাহি অধিকার,
কান্দিতে ঈশ্বর তরে।
দয়া অবতার, সে বিদ্যাসাগর,
দৃঢ় বীরোচিত মন।
পরের কারণ, ধরিত জীবন,
দরিদ্রের তরে ধন।
যদি কেহ থাক, তাঁহার মতন,
পরের দুঃখের ভাগী।
যদি ধন মান, জীবন যৌবন,
দিতে পার পর লাগি।
যদি সমাজের, ঘোর নির্য্যাতন,
দলিবারে পদতলে।
যদি কুপ্রথার সহ বুঝিবারে,
পারহ সিংহের বলে।
তাহার উচিত, করিতে ক্রন্দন,
বিদ্যাসাগরের তরে,

প্রতি অশ্রু বিন্দু মুকুতার ফল,
ধন্য সে জীবন ধরে।

বিষাদে বিরোধ।

আমার একটী কথা শুনলো চপলে,
যেওনা মেঘের পাশ, করিও না দীপ্তাকাশ,
কি কাজ হাসিয়ে যবে তিতি অশ্রু জলে।
কান্দিতেও দিবে নাকি এ ধরণী তলে।

তোমারেও করি মানা তারকামণ্ডল,
যবে কৃষ্ণপক্ষ নিশি, নিশার আঁধারে মিশি,
কেন ঝিকি মিকি করি ঘটাও কোন্দল,
নিবে যাও দেখিও না এই অশ্রু জল।

কে তুমি বিহঙ্গবর করিতেছ গান,
ছাড়িয়াছি লোকালয়, সকলই কাননময়,
কি সুখে বলগো তবে ধরিতেছ তান,
কিছুক্ষণ রসনার হবেনা নির্ব্বাণ ?

গভীর সাগর তলে হে কীট প্রবাল,
মণি মুক্তা আহরিয়া, বান্ধিছ সাগর হিয়া,
আঁধার সাগর বক্ষে বিস্তীর্ণ বিশাল,
কি কারণ বান্ধ দ্বীপ সুন্দর রসাল।

ধূ ধূ করে মরুভূমি, উড়ে উগ্নিকণা,
জ্বলে মরি ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি কেহে ভাই,
সবুজ দ্বীপের মত করেছ রচনা।
জলদিয়া তৃষিতের রেখেছ চেতনা।

কে জানিত এসংসারে অশ্রুজল নাই,
মেঘেতে চপলা আছে, আঁধারে তারকা নাচে,
কাননে বিহঙ্গ কূজে সাগরেও ঠাঁই।
মরুভূমে তৃণ ক্ষেত্র একিরে বালাই।

কোথায় এমন স্থল আছে ধরাতলে,
যথায় আলোক নাই, অন্ধকার সব ঠাঁই,
বিহঙ্গ কূজেনা যথা, রতন অতলে,
তৃণক্ষেত্র শূন্য মরু যাব সেই স্থলে।

কবি হেমচন্দ্র।

নিদ্রিত মোহের ঘুমে, আছিল ভারত ভূমি,
লয়ে বীণা যন্ত্র করে, কে তারে জাগালে তুমি
দেখাইলে ভারতের, পূরব ঐশ্বর্য্য রাশি,
জানাইলে পুরাতন, আর্য্যগুণ পরকাশি।
এমন পতন আর, নাহি জানে কোন জাতি,

তাই তুমি জাগাইলে, আঁধারে জ্বালিয়ে বাতি,
আঁধার আঁধার ঘোর, সবাই জীবন্তে মরা,
এমন অধম নাই, খুঁজিলে এ বসুন্ধরা।

কান্দিল তোমার হৃদি, ভারত দুঃখিনী তরে,
তাই তুমি কান্দাইলে, কবিতা বাঁশীর স্বরে।
বিঁধিল তোমার হৃদে ভারতের শোকতান,
তাই তুমি শুনাইলে, করুণ শোকের গান।

একদিন অবশ্যই, জাগিবে এ মৃত জাতি।
একদিন এ ভারতে, পোহাবে এদুঃখ রাতি।
সেদিন ভারত বাসী, তবনাম স্মৃতি পটে,
ধারণ করিয়া তোমা পূজা দিবে ঘটে ঘটে।

চেয়ে দেখ তবতান, চারিদিকে সবে গায়,
তোমার কবিতা পড়ি, মৃতও জীবন পায়!
তোমার ললিত গান, তোমার বীরের গীতি,
দেবাসুর সংগ্রামের ভীষণ অন্তিম স্মৃতি।

ইন্দ্রের দেবত্ব যাহা, কলঙ্কেতে ছিল ঢাকা,
দেখাইলা উজলিয়া, তব কিরণেতে মাখা।
শচীরে মাটীতে আনি, উজলি মাটীর ক্ষিতি
অতুল মহত্ত্বে তাঁর উজলিলা পূতস্মৃতি।
শক্রর মূর্চ্ছিতা নারী অশ্রুপূর্ণা দেবীকোলে,

ধরায় অতুল হায়, দেবচিত্র দেখাইলে।
এই বঙ্গ সিংহাসনে, ছিল কত মহাকবি,
উদিবে ভারতাকাশে, নূতন নূতন রবি।
কিন্তু তোমা তরে প্রাণ, সদাই কান্দিছে মম,
হেন সুধামাখা বীণা কে শুনাবে তব সম।

করুণা শঙ্কর।

আঁধার ঘরের উজ্জ্বল রতন,
কাঙ্গাল ঘরের সোণা,
পিতার, মাতার, বুক ভরা ধন
বিধির করুণা কণা।
ফুটন্ত কুসুম, জীবনের বৃন্তে,
জীবন্ত স্নেহের ধার।
মাতার স্নেহের, গুণেতে গ্রন্থিত,
চারু মুকুতার হার।
বিধির করুণা, যেন অবতার,
তোমার মোহন ছবি।
বিধির বিধানে, আজি অস্তমিত
হায় সে নবীন রবি।
জননীর কোল, করি অন্ধকার,
হরিয়ে নয়ন মণি।

আঁধার করিয়া, পিতার হৃদয়,
হীরক ত্যজিল খনি।
কি বিধির বিড়ম্বনা,
চাই নাই ধন, তথাপি পাইনু
বিধির করুণা কণা।
করুণা শঙ্কর, সাধের সে নাম,
আজি কি গেলরে ভাসি।
আর কি হৃদয়, জুড়াবে না হায়,
হৃদয়ের ধন আসি।
আর কি মায়ের, স্তনের অমিয়া,
পিবেনা সে যাদু ধন,
আর কি মধুর হাসিয়ে কান্দিয়ে,
শীতল করিবে মন।
আর কি সুন্দর, মেঘের মতন,
সুন্দর কেশের রাশি।
স্থির সৌদামিনী, মাঝে নীলোৎপল,
নয়ন ঢাকিবে আসি।
আর কি মধুর, সুধামুখ খানি,
দুধেতে আলতা মাখা,
সে সুন্দর ছোট, কচি হাত পায়ে,
কুসুম কোরক গাথা।
পৃথিবীর রূপ, পৃথিবীর ধন,
মাটীতে হইল লয়।

মাটীতেই পুন আমার শরীর
মিশিবে তবে কি ভয় ?
চাইনা মাটীর দেহ।
অসার, অনিত্য, আত্মার পিঞ্জর,
তাহাতে কি আর স্নেহ।
কোথা সে কোমল, ফুটন্ত কোরক,
ক্রমশঃ বিকাশমান।
অনিত্য দেহেতে, নিত্যের বিহার,
ক্রমশঃ ফুটন্ত জ্ঞান।
বিধির করুণা, ভাবিয়া যাহার,
হইল করুণা নাম।
কেমনে ভাবিব, হায় সে করুণা
হয়েছে আমারে বাম।
যে করুণা কণা, দিয়াছিল বিধি,
তাহা কি ফিরিয়া নিলা।
হায়রে কেমনে, হেন নিদারুণ,
ভাবিব বিধির লীলা।
নহেরে সম্ভব কথা।
বিধির করুণা, তাহারই সনে,
দেখহে খেলিছে তথা।
যথা রোগ নাই, শোক তাপ নাই,
নাহিক মরণ জ্বরা।

তাঁহার "করুণা" তাঁহারই কোলে,
হাসিছে ত্যজি এ ধরা।
বিধাতার সনে, করিছে বিহার,
বিধাতার কোলে বসি,
তাঁহারই কোলে, আমরা আবার,
হেরিব সে মুখশশী।
সান্ত ক্ষুদ্রদেহ, করি পরিহার,
করুণা অনন্ত হল।
চারিদিকে দেখ, করুণার খেলা,
নয়ন ভরিয়া গেল।
আজি ভগবান, করুণানিধান,
লইয়া করুণা হরি,
অপার করুণা, করিলা বিস্তার
করুণা মূরতি ধরি।
ছিলা আগে পিতা, হইলা তনয়,
পুত্র শোকাতুর তরে।
গোপাল বলিয়া, তাই পূজে তায়,
পুত্র শোকাতুর নরে।
ভকতি প্রেমের, স্নেহের সহিত,
মিলন হইয়া গেল।
করুণার নিধি, "করুণা শঙ্করে"
মিলিয়া তনয় হল।

স্মৃতি-লিপি।*

যথা ধায় কুল কুল করি, করতোয়া নিয়তির পানে,
সুবিশাল প্রান্তর মাঝারে, আমার বাছনি সেইখানে।
চিহ্ন তার নাহিক হেথায়, চিহ্ন তার থাকিবে না আর,
এসেছিল পথিকের প্রায়, লুকাইল অঙ্কেতে মাতার।
তার কথা স্মরণের তরে, দুটী অশ্রু দিতে বিসর্জ্জন,
এক শোক নিশ্বাসের তরে, স্মৃতি-লিপি রহিল লিখন।

নির্ম্মলা—শ্মশানে।

নীরবে ভৈরব নদ, সাগরের পানে ধায়,
শরদের রাকাশশী উজলিছে তারকায়।
ছোট ছোট ঢেউগুলি, চলিছে গরবে ফুলি,
নাচিয়ে গাইয়ে যেন মেতে কলকল নাদে।
প্রকৃতি বিমল মনে, কপালে শশাঙ্ক ধনে,
পরিয়া অনেন্দে ভাসি, হাসিছে মনের সাধে।
হেন আনন্দের দিনে, কে বাজায় শোক-বীণে,
কেন বা কান্দিছে হায়, শোকাকুল নরনারী।
একার মূরতি হায়, রাখিল নদীর কূলে,
শোকাকুল ভীত নর হায় হায় রব করি।
স্বর্গের বিমল ছবি, ধরায় এসেছে ভুলে,

---

* জন্ম ২৯এ ভাদ্র—মৃত্যু ৪ঠা পৌষ, ১২৯৮ সাল।

তাই বুঝি স্বর্গপানে, চলিল মায়ের কোলে।
ভাসাইয়ে শতদল, নদীর বিমল জলে .
কৈলাসের রাণী বুঝি কৈলাস ভবনে চলে।
শরদের নীলাকাশে, কেন হাস অয়ি শশী ?
নাহি কি হাসির তব, দেশকাল চন্দ্রমসি ?
যতনের ধন এযে পিতার নয়ন মণি,
অমর বাঞ্ছিতধন, কবিতা হীরক খনি।
পুরুষ রতন এর, সুরূপ যুবক পতি,
নাহিক তাহার তরে, অশ্রু তব রে নিয়তি ?
আসিছে জনক এর, দেখিতে যতন করি,
একাল রোগের হাতে, জীবন রাখিতে ধরি।
কত দুঃখী নরনারী, সম্পর্কবিহীন জনে,
জাগিয়া রজনী যিনি, যতনেন প্রাণপণে।
হায় একদিন তরে, না হইল এর দেখা,
নিশ্চয় অখণ্ড এই ধরায় বিধির লেখা।
যখন জননী এর, শুনিবে দারুণ কথা,
শুকাবে পরাণ তার, বজ্রাহত যেন লতা।
প্রথম সন্তান তার, অতি যতনের ধন,
ছাড়ি গেল একবার দেখিবে না এ বদন।
ভাই ভগিনীর এযে, দিদি নয়নের মনি,
আজি যে হইবে তারা মণিহারা যেন ফনি।
আদরে সম্ভাষ করি, কত খেলা খেলাইত,

যতনে কবিতা মালা, গাথি গলে পরাইত।
পশুদেরও ক্লেশ দেখি, কাঁদিত তাহার হিয়া,
বনের পালিত পাখী বাঁচা'ত ঔষধ দিয়া।
পথের গরিব মেয়ে, পিতা মাতা বন্ধুহারা,
যতন করিয়া সেই, মুছাইত অশ্রুধারা।
ধরায় হবেনা আর, এ হেন পবিত্র মেয়ে,
তাই বুঝি স্বর্গে যায়, জগতেরে কান্দাইয়ে।

নির্ম্মলা।

সংসার মরুরমাঝে, তুই ছিলি নির্ঝরিণী,
দাবদগ্ধ হৃদয়েতে সুধাধারা নিস্যন্দিনী।
বরষি অমৃত ধারা,
এ হৃদয় শান্তি হারা,
শান্তিরসে পরিপূর্ণ করেছিলি অনিবার।
খুজিয়া সকল ক্ষিতি।
কোথা পাব সেই প্রীতি,
তোর কথা শুনি যাহা উথলিত রে আমার।
তোমার লেখনী হতে
ঝরিত বিমল স্রোতে
কত মধুমাখা গীতি সুললিত কবিতার।

আর কে দেখাবে হায়
গদ্যময় এ ধরায়,
চাঁদের বিমল হাসি প্রকৃতির নেত্রাসার।
আর কে গাইবে আহা,
এ হৃদয় বহি যাহা,
ঝরিবে বিমল প্রীতি আনন্দাশ্রু অনিবার।
কেমনে সে মধুময়,
জ্ঞানপূর্ণ বাক্যচয়,
শুনিব সে সারগ্রাহী সুললিত রসনার।
এবঙ্গ সংসার মাঝে,
সাজি প্রজাপতি সাজে,
ভাবে মূর্খ বামাকুল জীবন সার্থক তার।
জনমিয়া সেই বঙ্গে।
কোন দিন তব অঙ্গে,
চাওনি পরিতে কভু মণিময় অলঙ্কার।
তোমার হৃদয় মাঝে,
সাজিত অপূর্ব্ব সাজে
মণিময় স্বর্ণহার তুলনা কোথায় তার।
ধর্ম্ম হীরকের হার,
বিনয় মুকুতাধার,
মনে গাথা পবিত্রতা, হেমময় অলঙ্কার।

পুণ্যের বিমল শঙ্খ।
শোভিছে তোমার অঙ্ক,
দয়ার কোমল সূত্রে বাঁধা মরকত হার।
কি ছার অমূল্য মণি,
তবসনে নাহি গণি,
খুজিলে সকল ক্ষিতি কুবেরের ধনাগার।

ফুল সম্পূর্ণ।

মুকুল।

মুকুল।

শ্রীমতী নির্ম্মলা সুন্দরী দেবী।

জন্ম ১২৮৬, অগ্রহায়ণ, মৃত্যু ১৩০৩, আশ্বিন।

তোমার করুণা বলে, বালিকা তোমার,
করিয়াছে অবসরে, মালিকা-রচনা।
অঞ্জলি ভরিয়া তব চরণে আবার,
প্রদানিছে কৃতজ্ঞতা, কবিতা কল্পনা।
আমার এ ফুল কটী অযোগ্য তোমার,
স্নেহের কটাক্ষে নাথ যদি একবার,
দেখ তবে চরিতার্থ হইবে বালিকা,
যদিও সৌন্দর্য্যহীন কুসুম-মালিকা।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সাল।

ওঁ তৎসৎ।

পরমারাধ্য

শ্রীযুক্তেশ্বর প্যারীশঙ্কর দাস

পিতাঠাকুর মহাশয়ের

শ্রীচরণে উৎসর্গ।

কি দিব চরণে তব নাহি কোন ফুল,
নহে ফল, নহে ফুল, এ শুধু মুকুল ;
উপহার বলিতেও শঙ্কা হয় মনে,
সাজেনা এ উপহার ও পূত চরণে।
স্নেহ তব অনুপম,
তাই এ ভরসা মম
করিবে কৃতার্থ ইহা সাদর গ্রহণে ;
তোমার স্নেহের বলে,
তোমার চরণতলে
দিতেছি মুকুলগুচ্ছ,—আশা আছে মনে,
চাহিবে বারেক তুমি স্নেহের নয়নে।
লইতে কি অনুরোধ করিব আবার!
অযোগ্য হলেও ইহা তব তনয়ার।

প্রার্থনা।

১

জীবন-জীবন বিভো তোমারই চরণে,
সঁপিব এ ক্ষুদ্র প্রাণ,
নাহি যদি পাই ত্রাণ,
তথাপি ও পদ যেন ভুলিনা এ জীবনে।
যদি গিয়ে থাকি ভুলে,
ব'লনা আমায় খুলে,
পরাণ-মধুপ যেন ও মধুর চরণে
ডুবে থাকে চিরকাল,
হয় যদি মিথ্যা জাল,
হোক না! কি কাজ মম সে বিচার শ্রবণে।
সঁপিব আনন্দে প্রাণ তোমারই চরণে।

২

যে করিবে অবিশ্বাস, করুক সে জানিয়া,
যে বলে বলুক ভুল,
আমি খুজিবনা তুল,
আমি শুধু প্রাণ দিব তোমায় মা সঁপিয়া,
আমিত মা নিরজনে,
প্রাণ দিব ও চরণে,

যে করে করুক নিন্দা সহিব তা হাসিয়া।
বিচারে কি কাজ মম,
আমিত পতঙ্গ সম,
তুমি মোর প্রিয় অগ্নি যাইব তা জানিয়া,
ও চরণ পানে শুধু বাঁচিয়া ও মরিয়া।

৩

অভাগীর লক্ষ্যহীন শান্তিহীন জীবনে,
তুমিই শান্তির পথ,
তুমিই চালাও রথ,
গাঁথ প্রাণে প্রেমমালা কি নিপুণ গ্রন্থনে!
শিখাইয়া দেও সব,
অনভিজ্ঞ কন্যা তব,
নাহি জানে পাবে তোমা কোন্ পুণ্য সাধনে।
যেনা জানে পুণ্য, পাপ,
কিসে পাপ, কিসে তাপ,
হিতাহিত শিশু সম যেই জন না জানে,
মা হতে মঙ্গলা মাতা চালাও এ পরাণে।

ফুল।

হে অতুল ফুল,
অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশ,
করি তুমি পরকাশ,
হইয়াছ মানবের তুলনার তুল।
এ ভবে অতুল তুমি,
গন্ধ-রূপ-রস-ভূমি,
সকলের তুল হয়ে নিজেই অতুল।

ওহে প্রিয় ফুল,
গন্ধের আদর্শ তুমি,
স্পর্শের তুলন-ভূমি,
রূপে শ্রেষ্ঠ তুমি ফুল, মধুতে অতুল!
এ জগতে নাহি তব তুল!
তুমিই রূপের তুলা
অতুলন গুণ গুলা,
তোমার সমান বস্তু আছে কোথা ফুল?

হে অতুল ফুল,
অই যে সরসী বুকে,
নলিনী ভাসিয়া সুখে,

রূপ রস গন্ধে কিবা করে ঢুল ঢুল,—
কি হেন সৃষ্টির মাঝে এর সমতুল!
সৃষ্টির অতুল তুমি,
তাই গাম্ভীর্য্যের ভূমি,
স্থির শান্ত, ভাবময়, মহান্, অতুল।
নহেত মোদের মত
বৃথালাপে সদা রত,
হে ফুল তোদের প্রেম আরও অতুল।

হে সুন্দর ফুল,
কমল ভাস্কর পানে
চেয়ে আছে আন মনে,
পবিত্র কুমুদ-প্রেম ভাবের মুকুল,
নাহি তার তুল!
কুমুদ মানিনী বড়
তাহাতে সতীত্ব দঢ়
পর পুরুষের স্পর্শে সরমে আকুল,
সরমে মরিয়া তাই মুদিত মুকুল!

মনোহর ফুল,
গোলাপ ঈশ্বরধ্যানে,
দিয়াছে আপন প্রাণে,

ধ্যানময়ী স্বর্গ পানে চাহিয়া আকুল,—
তাই কবিদের কাছে সৌন্দর্য্যে অতুল!

হে অতুল ফুল,
তোর মধুরিমা দেখে,
চিন্তাস্রোত বয় বুকে,
ও পবিত্র ভাবে প্রাণ করেছে আকুল;
তাই ভাই সৃষ্টি মাঝে তুমিই অতুল।

স্বপ্ন।

সংসার সাগর মাঝে অপূর্ব্ব নলিনী,
দেখিনু স্বপনে।
বড় সাধ হ'ল মনে,
তুলে পরি নাকে কাণে,
অসীম নীলিমাময়,
কাল নীর দিল ভয়,
একাকিনী তুলিব কেমনে?

.দেখিনু এহেন কালে,
সাঁতারিয়া কাল জলে,
দেহধারী এক নর
কত আশা হৃদি পর,
সাথী পেয়ে প্রীতি তারে করিনু পরাণে।

বলিলাম "চল মোর সনে,—
অই যে ফুটিয়া ফুল,
করিতে শ্রবণে দুল,
এস দুই জনে চলি,
তুলে আনি পদ্ম-কলি,
গহনা করিব তাহা ভেবেছি পরাণে,
সঙ্গী হয়ে চল মোর সনে।"

দেখিয়া তাহার মুখ
বিষাদে ভাঙ্গিল বুক,
দেখিনু মানব প্রীতি,
এ ভবে নশ্বর অতি,
বলিল সে "তব আশা পূরাব কেমনে!
দেখ সখী শ্রান্ত আমি,
হইয়াছি গৃহস্বামী
শ্রান্ত প্রাণ শ্রান্ত মন,
খাটি খাটি সর্ব্বক্ষণ,
উহা ত্যজি গৃহে মোর চল মম সনে।

অই, বাসস্থান মম,
এই নলিনীর সম
সোণার নলিনী কত
দিব তব মনোমত;

এস এস এস মম সনে।”
“যাবনা”, বলিনু দুখে,
না চাহিয়া মম দিকে
সঙ্গী মম গেল চলি,
তুলিতে নলিনীকলি,
নীর মাঝে দ্রুত সন্তরণে।

নামিনু ত্যজিয়া ভয়,
দেখিনু নলিনী নয় ;—
প্রস্ফুটিত বিশ্বপ্রেম !
নহে মণি চুণি হেম,
জলজ নহেত সেই দেখিনু নয়নে ;
পরা আর হইলনা কাণে।
নহে তা সিন্ধুর বারি,
সাঁতারিয়া দিনু পারি ;
এবে দেখি পথ তাহা,
তার উপলেতে আহা
পড়ে শিশু একজন নিরত রোদনে !
অশ্রু মম আসিল নয়নে !

মুছাইনু অশ্রু তার,
ভুলি সে বেদনা ভার,

চলি গেল হাসি মুখে,
হাসিনু তাহার সুখে,—
কত দূরে দেখি একস্থানে
গৃহ হর্ম্ম্য মনোরম,
আত্মীয় স্বজন সম
বিরাজিত নরনারী,
তাহাদের ঘর বাড়ী ;
শ্রান্ত হয়ে অতিথি হইনু সেই স্থানে।
সখি বলি তাঁরা মোরে
বান্ধিলেন মায়া ডোরে,
অবাক্ হইল মন!—
আসি তথা কোন জন,
সুধায় ভোজন কথা প্রেমার্দ্র পরাণে।

স্বপনেতে কি বা খাই,
সে কথাটী মনে নাই ;
মনে পড়ে জলতুলি
প্রাণেরে দিয়াছি ঢালি,
বলিনু তা কতজনে বিষাদিত মনে।

* * *

ভাবিয়া অবাক্ আমি,
বলিনু জগৎ স্বামী,

এত কৃপা মোর পরে,
বিশ্বময় স্নেহ ডোরে
বেন্ধেছ, বান্ধিব আমি তুলিয়া জীবনে।
কিবা কাজ সীমাবদ্ধ প্রেমে,
"এস ভাই এস বোন
প্রাণের স্নেহের ধন
আমার স্নেহের ঘরে,
সবারে রাখিব ভ'রে,"—
দেখিলাম অপূর্ব্ব স্বপনে!
মজেছে যেন গো প্রাণ বিশ্বময় প্রেমে!

জাগরণ।

ভেঙ্গে গেছে অপূর্ব্ব স্বপন,
প্রাণভরা প্রেম আর নাই;
জাগি প্রাণ করিছে ক্রন্দন
কেন স্বপ্ন ভাবিতেছি তাই।
কি ব্রহ্মমুহূর্ত্তে জীবনের
দেখিলাম এহেন স্বপন,
হায় বিভো তবে পলকের
কিবা স্বর্গ করালে দর্শন।

ত্রিদিব দেখালে যদি মোরে,
কেন তাহা দেখালে স্বপনে,
কেন আহা জাগ্রত অন্তরে,
না দেখালে মানস নয়নে ?
সাধের স্বপন কেন আর
ভাঙ্গাইলে হরি দয়াময় !
জাগি নাহি দিনু স্নেহ ডোর,
না পাইনু বিশ্বের হৃদয় !
কেন সেই নিশীথ-নিদ্রায়
নাহি গেল ফুরায়ে জীবন ;
কেন মোরে কাঁদাইতে হায়
মৃত্যুময় হেন জাগরণ !

দিন চলে যায়।

১

রাত্তি দিন আসে আর যায়।
আমি যে বিষয়ে মাতি
কাটাই দিবস রাতি,
ভাবি মনে মোক্ষফল সংসার সেবায়।
এ আত্মার কি হইবে হায় !

২

রাতিদিন আসে আর যায়।
সুখের শৈশব বেলা
গিয়াছে ভাসায়ে ভেলা,
এসেছে যৌবন এবে মরু সাহারায়।
ওহে বিভো দিন চলি যায়।
বল বালা কি করিবে হায়!
দিন ত চলিয়া যায়।

৩

রাতি দিন আসে আর যায়।
আমার হল না কিছু,
কেবল হাটিছি পিছু,
মরিতেছি ঘুরি সুধু মৃগতৃষ্ণিকায়।
বল মোর কি হইবে হায়,
দিন আসে আর যায়।

৪

রাতি দিন আসে আর যায়।
কত আশা ছিল মনে
না পূরিল এ জীবনে ;
অলস অসার হয়ে রয়েছি ধরায়।
কাজ কিছু না হইল হায়!
দিন মাস এসে এসে যায়।

৫

রাতি দিন আসে আর যায়।
হইয়া বল্মীক স্তূপ,
আলস্যের প্রতিরূপ,
কেবল কাটাই দিন বৃথা কামনায়!
হরি মোর কি হবে উপায়,
বেলা ত চলিয়া যায়।

৬

রাতি দিন আসে আর যায়।
ধীরে ধীরে পলে পলে
বরষ যাইছে চলে,
কবে যেন এসে পড়ে শেষ সন্ধ্যা হায়!
যাহে সকলি ফুরায়!
রাতি দিন আসে আর যায়।

৭

রাতি দিন আসে আর যায়।
কি করিব, কি কারণ
ধরিয়াছি এ জীবন,
জানি, তবু কার্য্যে নাহি পারি সমুদয়!
বেলাত চলিয়া যায়।

নাবিক।

জীবন তরণী এক জীবন প্রভাতে
খুঁজেছিল নাবিক তাহার ;
বহু দিন ঘুরি ঘুরি
সংসার সাগরোপরি
আবর্ত্তে ও ঘূর্ণিবাতে আঘাতিয়া ঘাতে ঘাতে
মিলাইল নাবিক তাহার।
দিন রাত সুখে দুখে
নাবিক তরণী বুকে
ঘুরিল সাগর মাঝে নিশি দিবা ঊষা সাঁঝে,
কিন্তু কূল পাইল না আর।
কালস্রোত চলি যায়,
বর্ষ যুগ গত প্রায়,
তবু না মিলিল কূল, করি সিন্ধু কুল কুল,
বিদ্রুপিয়া কাঁদাল আবার।
দীনা ক্ষীণা তরণীরে
আঘাতিয়া বারে বারে
দুষ্ট সিন্ধু কান্দাইল, দিন মাস বর্ষ গেল,
তরী কূলে গেল নাক আর।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা,
নাবিক পাগল পারা,

আবর্ত্তে বিপন্নবেশে ঘুরি সে সাগর দেশে
গেল আশা কূলে যাইবার।

সহসা কি একদিন দুঃখ কালিমার
বিবেক পবন আসি
কহিল বিশুষ্ক হাসি,
কে তোমরা করিছ ক্রন্দন ?

নাবিক তরণী কয় "কেগো তুমি মহাশয়,
অভাগা অধম মোরা
ঘুরিয়া হইনু সারা,
দয়া করি আমাদের ঘুচাও রোদন
কূলে লয়ে মোদের জীবন"।

কহিলা পবন তবে কে তোমরা হেন ভবে,
হায় কিবা হীন দশা
জ্ঞানবুদ্ধি ভাসা ভাসা,
তাই বুঝি এ হেন বেদন !

তুমি ত নাবিক নও একা নাহি তরি বাও,
তোমরা দুজন তরী, নাবিক ভবকাণ্ডারী,
আমি স্বধু তরণীর সগুণ পবন।
আগুসারি লইব জীবন।
কতদিনে দিন যায়,
আশায় ও নিরাশায়,

দুইজনে ছুটি যায় কেহ কূল নাহি পায়,
পুনঃ ভগ্ন তরণী জীবন !

আশাগুলি ক্ষীণ প্রায়
ঘূর্ণিবাত ঘায় ঘায়
কূলে নাহি যায় আর, ক্রমে তরী হয় ভার,
উজানেতে ভরসা পবন ;
কান্দিয়া কান্দিয়া সারা বার্দ্ধক্য জীবন !
সহসা সে জলস্রোত বিপুল বেগেতে
অনুকূল হইল আসিয়া ;

খরস্রোতে বৈরাগ্যের
লয়ে গেল দূরে ঢের
কিন্তু মিলিল না কূল, খরস্রোতে প্রাণাকুল
খরতর আবর্ত্তে পড়িয়া !

চাহিতে সময় নাহি
দিন যায় ত্রাহি ত্রাহি
ঘোর বেগে ডোবে তরী, কূল কিন্তু কার বাড়ী
নাহি দেখে এতেক আসিয়া।
সহসা সে একদিন জলস্রোতে মিশিয়া
ভক্তি গঙ্গাজল পথে দেখা দিল আসিয়া।
উছলি উছলি জল নামিল কৌতুকে
চলিল জীবন তরী কূল অভিমুখে।

সহসা সে তরী পরে ভব কর্ণধার

দিল দেখা, তরীখানি গেল ভবপার।

মানব জীবন।

কোন দেশ হতে আসে নব জীবনের কলি,
নূতন মানব এক আপনার পথ ভুলি ;
ছড়া'য়ে স্বর্গের চারু সুষমার রেখা,
জননীর কোলে আসি শিশু দেয় দেখা।
চেতনে ও অচেতনে যেন মেশামিশি,
মুখে মাখা স্বরগের স্বপ্নময় হাসি।
অভাব বিহীন আর বেদনা বিহীন,
হাসি কান্না এ সংসারে জিনিষ নবীন।
তারপর শিশুকাল অস্ফুট জ্ঞানের রেখা,
স্বর্গীয় বিমল জ্যোতি বিন্দু বিন্দু দেয় দেখা।
আধ সংসারের জ্ঞান সংসারের আধ ভাষা
আধেক স্বর্গীয় ভাব স্বরগের ভালবাসা।
আধ তার জীবনের স্বর্গীয় সুষমা,
আধ তার জগতের মৃদু মধুরিমা।
আধ রাগ আধ দ্বেষ আধেক মলিন,
আধ তার সংসারের মালিন্যবিহীন।
তার পর ক্রমে যবে কলি হয় বিকশিত,
পড়িয়া সংসার জ্ঞানে হয় শোভা বিপরীত।

গুছাইয়া খড় কুটা বিহগ বিহগী মত
যায় যেথা অভিরুচি বান্ধে নীড় মনোমত।
আপন আপন করি কারে কোলে টানে,
পর বলি কারো পরে শ্যেনদৃষ্টি হানে।
কারেও বা শত্রু বলি মারিবারে চায়,
কারে ও বা মিত্র বলি মরিয়া বাঁচায়।
আশার কুহকে ভুলি কভু নাচে পায়,
কখনো বা চূর্ণ হয় নিরাশার ঘায়।
বিদ্যায় ভূষিত হয়ে কেহ বড়লোক হয়,
কেহবা অজ্ঞান মূর্খ আঁধারেই পড়ে রয়।
কেহবা জীবন ক্ষেত্রে করে অর্দ্ধ অভিনয়,
জীবনের যবনিকা সেই খানে শেষ হয়।
কেহবা তাহার তরে বিষাদে মগন;
কেহবা আশার হাসি হাসেরে তখন।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ নাচে গায়,
কেহ বা নূতন আসে কেহ চলি যায়।
কাহারো বা শিশু কাল মধুর জীবন,
কাহারো বা বেলা শেষ বার্দ্ধক্যে মগন।
কত বিপরীত ভাবে একত্রে সংসারে বান্ধা
পরস্পর স্নেহঋণে, দেখি চোখে লাগে ধাঁধাঁ।
আমি ভাবি কি উদ্দেশ্যে এত লোক কি করিয়া
চলি যায় আসে পুন প্রতিদিন কি লাগিয়া।

কি উদ্দেশ্যে প্রতিদিন শিশু জন্মে শত
কি কারণ নিবে প্রাণ জলবিম্বমত।
কি জানি কিসের লাগি মানব জনমে এত !
কেমনে বলিব আমি বিধাতার মনোরথ !

কি চাহিব আর।

১

দেব, কি চাহিব আর !
না চাহিতে দিয়াছ সকল,
মানবের জীবন সম্বল,
বাকি রাখিয়াছ প্রভো ! কোন সুখ সার !
কি কামনা আর ?

২

দেব, কি চাহিব আর !
দিয়াছ ত পীযূষের পারা
নাম তব অমিয়ার ধারা,
দিয়াছ পবিত্র শান্তি প্রসাদ তোমার !
কি চাহিব আর !

৩

দেব, কি চাহিব আর!
রাখ নাই কোনটিই বাকি,
দেও নাই কোনদিকে ফাঁকি,

তবে কি থাকিবে বল কামনা আমার ?
কি চাহিব আর ?

৪

দেব, কি চাহিব আর !
মানবের আশা না ফুরায়,
পরাণের তৃষা নাহি যায়,
তবু দেব চাহিবারে কি আছে গো আর ?
কি চাহিব আর ?

৫

দেব, কি চাহিব আর !
জানি না বুঝিনা যাহা আমি,
বুঝে তাহা দিতেছ ত স্বামী,
প্রাণনাথ ! চাহিবারে কি রেখেছ আর !
কি চাহিব আর ?

৬

দেব, কি চাহিব আর !
এত যে দিয়াছ দয়া করে
তৃষা এক তবু নাহি মরে,—
দেও মোরে প্রিয়তম ভকতি তোমার !
কামনা আমার !

৭

দেব, কি চাহিব আর!
প্রাণে তোমা পূরিয়া রাখিব,
হেন শক্তি কোথায় পাইব,
দেও মোরে সেই শক্তি প্রাণেশ আমার!
কি চাহিব আর!

ধর্ম্ম প্রচারক।

কে আছে এমন?
সংসারে আশক্তি হীন,
মহাধনী, মহা দীন,
মায়াপাশ মুক্ত যিনি জন্মের মতন,
প্রিয় হরি নাম করি
যায় প্রাণ মন ভরি
দারা পুত্র বিসর্জ্জিয়া জন্মের মতন!
বল ভাই এ সংসারে কে আছে এমন?
ভজিতে মায়ের নাম
ত্যজিয়া জনম ধাম
ভ্রমিছেন দেশে দেশে ভিখারী যেমন,
চলেছে পরাণ তাঁ'র
করি সব পরিহার
বৃথা জেনে সংসারের অনিত্য স্বপন।

ভাবাবেশে আত্মহারা,
প্রেমেতে পাগল পারা,
মহাজ্ঞানী, মহাধনী, সন্ন্যাসী যেমন,
বল ভাই এ সংসারে কে আছে এমন ?
হৃদয়ে সচ্চিদানন্দ
দিতেছেন মহানন্দ
সে আনন্দ বিলাইতে উৎসর্গ জীবন ;
গৃহে কাঁদে বৃদ্ধ মাতা
হরি প্রেম তত্ত্বকথা
বলিয়া প্রবোধ দিল জননীর মন ;
আলুথালু কাঁদে দারা
হইয়া পাগল পারা,
দিয়া তারে হরিনামে প্রবোধ বচন
হইলেন গৃহত্যাগী চৈতন্য যেমন,—
বল ভাই এ সংসারে কে আছে এমন ?
সমস্ত সংসার ঘর,
নাহি ভেদ আত্মপর,
শান্তি মকরন্দ পানে সতত মগন
চৈতন্য যেমন,
বল ভাই এ সংসারে কে আছে এমন ?

শৈশবের প্রতি।

শৈশব আমার! আজি কোথা তুমি চলিলে ?
দোষ পেয়ে ভগিনীরে তুমিও কি ত্যাজিলে ?
হে শৈশব! তুমি আমি একসনে ভূতলে
এসেছিনু দুটী বোন, কেন ছেড়ে চলিলে ?
যেওনা, যেওনা, এস অভিমান ভুলিয়া
পূজিব তোমারে প্রাণ-পুষ্প দান করিয়া!
আয় ফিরে, আয় দিদি! ব্যাথা আর দিস্‌নে,
থাকি যদি দোষ করে, তুই ভাই নিস্‌নে।

———

করিবি কাতর ?

১

কাতর করিবি মোরে বিষের জ্বালায় ?
এই ভেবেছিস বুঝি, আয় তবে আয়!
বিষাদ যাঁতার কলে
যতই পিশিবে বলে
ততই শোভিব আমি মণি মুকুতায়!
যুঝিবরে তোর সনে, আয় তবে আয়!

২

আমি কি ডরাই তোকে ?—নানা অত নয়!
জ্বালাইবে যত মোরে

ততই ডাকিব তোরে,
ততই পাইব আমি হরি-পদাশ্রয়।
কখনো দিবে না শান্তি,
আনিবে বিষাদ, শ্রান্তি ?—
আন, আন যত পার !—আমার কি ভয় ?
আমার সহায় যিনি তিনি মৃত্যুঞ্জয় !

৩

শ্মশানে পোড়াবে মোর জীবিত শরীর ?
পোড়াও না ! তাহে আমি হব না অধীর
বুকে মোর আছে শান্তি,
মনে মোর নাহি ভ্রান্তি,
বড় গাছে বেঁধে তরী করিয়াছি স্থির,
তুই কি পারিবি মোরে করিতে অধীর ?

৪

সরবস্ব মোর তুমি করিবে হরণ ?
করনা ! আমি কি তাহে করিব ক্রন্দন ?
জগতেরে বেসে ভাল
মিটাইব সে জঞ্জাল,
ছুটাইব হৃদয়েতে প্রীতি-প্রস্রবন !
প্রফুল্ল প্রসূন-দলে
নাথের বদন বলে'

হেরিব করিয়া তারে কতই যতন,
অসুখা করিবে মোরে করিয়া কেমন ?

সাবিত্রী।

১

বিজন কাননে একা কে তুমি রমণী!
এলায়িত কেশপাশ,
অশ্রুতে ডুবান হাস,
যুক্ত করে কি করিছ বসিয়া এমনি!
ওকি, ওকি কার শব
হেরিতেছি অঙ্কে তব
জগতে এমন স্থান ছিল নাকি ধনি
রাখিতে ও দেহখানি ?
জগৎ দিল না রাণি
সার্দ্ধ তিন হাত স্থান!—নির্ম্মম এমনি!

২

মানব তোমারে কিগো দেয় নাই স্থান ?
এসেছ কি বনে তাই করি' অভিমান ?
গহন কানন ছাড়ি'
এস তুমি মোর বাড়ী

আমি দিব স্থান তোমা, জুড়াইব প্রাণ ;
মুছ অশ্রু ইন্দুমুখী ,
কেন তুমি দীন দুখী,
কার তরে হে মানিনি ! ঝরিছে নয়ন ?
গললগ্নীকৃত বাসে
মাগ বর কার পাশে !
কিসে কিসে প্রাণে তব এ অশান্তি-বাণ ?

৩

বুঝেছি বুঝেছি আমি, চিনেছি তোমায় ;
সাবিত্রী তুমি গো সতী,
কোলে তব মৃত পতি,
রত আছ যুক্তকরে মহাসাধনায় ;
ফিরা'তে মৃত্যুর গতি,
বাঁচাইতে মৃতপতি
এই এক মহামন্ত্র জপিছ হিয়ায় ;
মুকুতা-প্রতিমা মরি
ঢালিছ যে অশ্রুবারি
কঠিন হইলে বুঝি মালা গাঁথা যায় !

৪

বিশাল নয়নতারা
হয়ে আছে আত্মহারা,
স্বামীর আত্মার মাঝে ডুবেছে পরাণ !

বদন-কমল কালা,
হৃদয়ে অনল জ্বালা,
কি মন্ত্রে রয়েছ হেন হয়ে হতজ্ঞান!
অসীম শকতি-বলে
—হয় নাই কোন স্থলে—
করিতে সে কাজ আজি প্রতিজ্ঞা মহান্!
তাই কি অপূর্ব্ব-দ্যুতি,
প্রকাশিছে মুখে জ্যোতি,
তাই কি গভীর তব মগ্ন মনোপ্রাণ!

৫

মানবে পারেনি যাহা করিতে সাধন
সাধনে সাধিলে তুমি সে কাজ ভীষণ!
এই নব আবিস্কার
কেন গো দেখি না আর,
কেন আজি এ দেশের দুর্গতি এমন!
যে দেশে তুমিও সীতা,
দময়ন্তী পতিরতা,
সে দেশের অধোগতি আজিকে ভীষণ!
সে দেশের বামাগণ
করিয়াছে এই পণ
পতির রুধির শোষি' পরিবে ভূষণ;

কাচের পুতুল সাজি'
করিবে পুতুলবাজি,
নাহি জানি সভ্যতার এ কোন ধরণ!
বিলাস-বিষের দাপে
আজি বঙ্গ মনস্তাপে
ধীরে ধীরে অধঃপাতে করিছে গমন!
প্রতিজ্ঞা করেনা কেউ
ফিরা'তে কালের ঢেউ,—
চায় না করিতে কেহ তেমন সাধন!
আর্য্য অবলার আজ কি ঘোর পতন।

আগমনী। *

১

কিসের আনন্দ আজি সবার অন্তরে?
কি লাগি ভাসিছে সবে সুখের সাগরে?
বলিতেছে একতানে
আসিবেন কৃপাদানে

* "আলো ও ছায়া"-রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী সেন বগুড়ায় থাকা সময়ে একবার এই কবিতা-লেখিকার পিতার বাসায় আগমন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে "আগমনী" রচিত হয়।

বাণী-বরপুত্রী আজি আমাদের ঘরে ;
কি সুখের দিন আজি
অপূর্ব্ব ভূষণে সাজি'
উজলিয়া দশদিক আসিবেন ঘরে
বীণাপাণি-বর-কন্যা তুষিবার তরে !

২

অজ্ঞানতা অন্ধকারে আবরি' নয়ন
হইয়াছি মোরা সবে অন্ধের মতন ;
দেখিব তাঁহার দ্যুতি
নেত্রে নাই হেন জ্যোতিঃ,
কেমনে করিব মোরা তাঁরে সম্ভাষণ !
পাই নাই হেন ভাষা,
তবে কেন সে দুরাশা,
তবে কেন করি মোরা উল্লাস এমন
না যদি দেখিতে পারে সে জ্যোতিঃ নয়ন !

৩

ঝলসিয়া যায় নেত্র যা'ক ! একবার
দেখিব সে জ্ঞানপূর্ণ আনন তাঁহার !
নাহি যদি হেন ভাষা
ছাড়িব না তবু আশা,
সমাদরে সম্ভাষিব তাঁরে একবার !

নাহি যদি কোন শক্তি,
দিব প্রীতি-প্রেম-ভক্তি,—
ভকতি চন্দনে চর্চ্চি প্রেমফুলহার
একবার তাঁর পদে দিব উপহার !

হতাশে।*

১

ব্যথা যদি পাও প্রিয় ! মিলনে আমার,
আমার পরশে যদি
পবিত্র নির্ম্মল হৃদি
হয় অপবিত্র, তবে কাজ নাই আর ;
নীরবে থাকিব আমি,
ভাল যদি বাস তুমি
জনশূন্য, শব্দশূন্য নীরব পাথার,—
তাই হবে ! প্রিয় ! দূর কর এ আঁধার।

২

আত্মার উন্নতি তরে তোমার আমার
হইয়াছে এ মিলন,—বিধি বিধাতার।
তোমার না হ'লে সুখ
আমি লয়ে কোন্ মুখ
যাব তব কাছে দুখ বাড়া'তে তোমার !

---

* কোন সাধুশীলা হতভাগিনীর দুঃখ দেখিয়া রচিত।

যদবধি তব মুখ
হেরিয়াছি সুখ দুখ
সেই হতে দিছি বলি চরণে তোমার ;
স্বপনে বা জাগরণে
দিবানিশি একমনে
তোমারেই ভাবি সদা দেবতা আমার !
অপরে নিয়াছে যদি
আমার জীবন-নিধি,
সেও ত বিধির বিধি, দোষ আর কার !
তবু বলি বার বার
নহ তুমি কারো আর,
একান্ত আমারি তুমি, আমিও তোমার !

৩

সেই মম বাল্যকালে
পিতা মম লয়ে কোলে
তব করে দিয়াছেন এ কর আমার,
সেই হতে এ জীবন হয়েছে তোমার।
তুমিও আমার করে
হাত রাখি' একস্তরে
পড়েছিলে পূতমন্ত্র আনন্দে অপার,
সেই হতে আমি তব, তুমিও আমার !

কঠিন বন্ধনে জোরে
বিধাতা তোমারে মোরে
দিয়াছেন বেঁধে যদি, ছিড়িতে তোমার
আছে বল কিবা সাধ্য, কোন অধিকার ?

৪

তুমি সেই ভালবাসা, মধুর বন্ধন
করিয়াছ যদি হায় অপরে অর্পণ,
যদি তব প্রেমধনে
তুমি অতি সঙ্গোপনে
অপরে দিয়াছ সব,—আমার কারণ
রাখ নাই,—দোষ তব নাহি প্রিয়তম।
আমার অসীম প্রীতি
পারাবারসম নিতি
উছলি' উছলি' বহে তোমার কারণ,—
রাখিয়াছি যত্নে নাথ! করহে গ্রহণ!
কিছুই দিওনা তুমি,
শুধু দিতে চাহি আমি,
তাও কি লবে না তুমি! নির্ম্মম এমন!
চাহি না তোমার পত্র
প্রেমপূর্ণ প্রতি ছত্র,
চাহি শুধু "ভাল আছি" জীবনের ধন!
চারিটি আখর তব হাতের লিখন!

বার বার ঘুরে ফিরে
ভাসিয়া নয়ন-নীরে
চাহি সে আখরকটি করিতে দর্শন!
প্রেমের অমিয়ভরা
এ হৃদি পূরণ করা
চাহি সে আখর কটি করিতে চুম্বন!

(৫)

মিলন আমার যদি নাহি ভালবাস
চাহি না করিতে দেখা
রহিব সংসারে একা,
নাহি লাগাইব গায় আমার বাতাস!
এতে যদি সুখী তুমি
তাই হোক! কেন আমি
দিব তব মনে ব্যথা! পূরাইব আশ!

লুকাব আমায়।

সংসার আমারে যবে
নৈরাশ্যের কথা কবে
এ জগতে প্রীতি কেহ দিবেনা আমায়,
সে সময় লুকাইব চিন্ময়ের ছায়।

একটি বিজন বুকে
লুকাব মনের সুখে,
এ জগতে প্রীতি যদি না দেয় আমায়,
তবে আমি লুকাইব তাঁহার ছায়ায়।
মানবের ঘৃণা রাশি
যখন ঘিরিবে আসি
তখন পালাব গিয়া পুনঃ সেই পায়।
আমার আশ্রয়-বট
সংসার অর্ণব-তট
যেথায় আছেন আমি যাব সেইখানে ;
আমার প্রাণের হরি
চিন্ময়ী মূরতি ধরি
রয়েছেন রত যথা জীব-উদ্ধারণে,
সেখানে লুকাব আমি,
যেখানে আমার স্বামী
জগতের স্বামীরূপে করেন বিহার।
নাহি মোর কোন ভয়,
তিনি যে মঙ্গলময়
তিনি যে গো একান্তই মোর আপনার !
পাতকীর সখা হরি
পাপীরে করুণা করি,
নিশ্চয় দিবেন পায় বিমল আশ্রয় !

যদি দেখি আটাআটি
কেঁদে না ভিজাব মাটি,
লুকাইব চিন্ময়ের শান্তির ছায়ায়!
আমি লুকাব আমায়!

সম্পূর্ণ